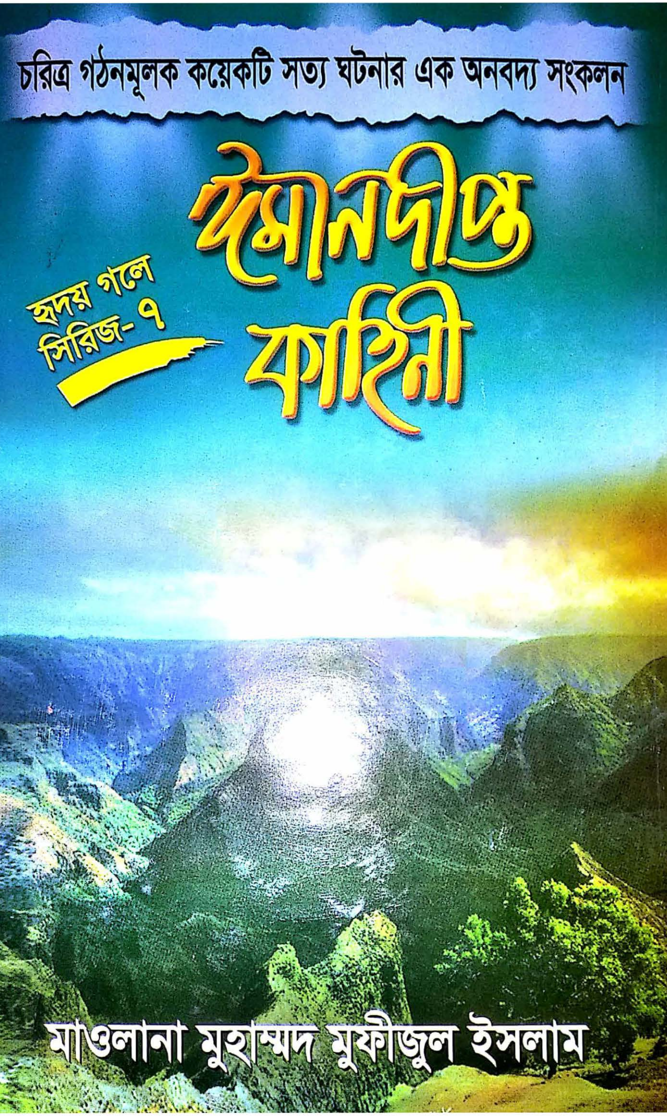

www.smfoundationbd.com

ঈমানদীপ্ত কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

এম.এ (ফার্স্ট ক্লাশ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

ফাযেল, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২২১।

শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদরাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী।

সম্পাদনায়

মাওলানা আবুল কালাম মাসূম

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কওমী মাদরাসা পাবলিকেশন্স
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

সূচিপত্র

ঈমানদীপ্ত কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
মোবাইল ঃ ০১৭২-৭৯২১৯৩

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৭১২৫৪৬২, মোবাঃ ০১৭২-১৭১৩৬২

প্রকাশকাল
জুলাই - ২০০৪ইং
জুমাদাল উলা - ১৪২৪ হিঃ

মুদ্রণে
ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য
একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

সম্মানিত পাঠকদেরকে গায়ের মূল্যে বইখানা ক্রয় করার জন্য অনুরোধ করছি - **প্রকাশক**

প্রচ্ছদ
মোঃ নিজাম উদ্দিন
রহমান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
মধ্য কান্দাপাড়া, নরসিংদী। ফোন ঃ ৬২১২৭

অক্ষর বিন্যাস
মোঃ রাশেদুল হক
মাইক্রো কম্পিউটার প্রিন্টিং
বাজীর মোড়, নরসিংদী। ফোন : ৬৪০৯৬, মোবা : ০১৮৯-৮০৬৮৯৬

www.smfoundationbd.com

.... সমর্পণ ....

পরম শ্রদ্ধেয় দাদাজান

মরহুম আব্দুল মজিদ – এর

উচ্চমর্যাদা ও মাগফিরাত কামনায়–

আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু

অর্পন করলাম।

--- লেখক।

www.smfoundationbd.com

জাতির কান্ডারী, মুজাহিদে মিল্লাত, উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ, আকাবিরে উম্মতের সুযোগ্য উত্তরসুরী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ, উস্তাযুল আসাতিযা

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দা: বা:) -এর মূল্যবান

অভিমত ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহ্বত ও সংস্পর্শ মানুষের আত্মার সংশোধন ও নফসের ইসলাহের উত্তম উপায়। অনুরূপভাবে বুযুর্গানে দ্বীন ও মনীষীদের জীবনী, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলি এবং চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন গল্প কাহিনী পাঠের মাধ্যমেও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "পূর্বেকার লোকদের ঘটনাবলিতে রয়েছে পরবর্তীদের জন্য উপদেশাবলি।"

হৃদয়বিদারক ও চরিত্রগঠনমূলক বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনার সমন্বয়ে স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম **"যে গল্পে হৃদয় গলে"** (চলমান অংশের নাম 'ঈমানদীপ্ত কাহিনী) নামক বইখানা রচনা করেছেন। সেই সাথে ঘটনার শিক্ষণীয় দিকগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এতে লেখক সফল হয়েছেন বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু হৃদয়ের গভীরে এতটা জোড়ালোভাবে রেখাপাত করার মতো সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার চরিত্রগঠনমূলক এমন সুন্দর গল্পগ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। আমি অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি লেখককে ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসাবে কবুল কর এবং তার খেদমতকে উম্মতের জন্য হিদায়াতের উসিলা বানাও। আমিন।

(শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক)

www.smfoundationbd.com

ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমুদুল হাসান গাংগুহী (রাহঃ) -এর সুযোগ্য খলীফা 'জামিয়াতু ইবরাহীম (আ.) মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শাইখুল হাদীস

হযরত মাওলনা মুফতী শফীকুল ইসলাম সাহেবের মূল্যবান

বাণী ও দোয়া

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য ইসলামের কোনো বিকল্প নেই। একজন মানুষ তখনই সুখ-সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে যখন সে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে তদানুযায়ী আমল করে। আর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো নির্ভরযোগ্য, সৎ ও খোদাভীরু লেখকদের বই-পুস্তক ও কিতাবাদী পাঠ করা।

মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম হল, তারা একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক গল্প-কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে ঠিক তেমনি বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন কঠিন বিষয় অনুধাবন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়। স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম তার **'যে গল্পে হৃদয় গলে"** (বর্তমান অংশের নাম 'ঈমানদীপ্ত কাহিনী') নামক গ্রন্থের মাধ্যমে মূলতঃ এ কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন আদর্শ মানবের প্রধান প্রধান করণীয় বর্জনীয় কাজগুলোকে বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তা হৃদয়ে গেঁথে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাবিহীন অবাস্তব গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রগঠনমূলক এ গল্প কাহিনীগুলো সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের গল্প পাঠের আনন্দদানের পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে এবং সেই সাথে তদানুযায়ী জীবন গঠন করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিতও করবে।

দোয়া করি, আল্লাহ তা'আলা যেন বইটিকে উম্মতের হিদায়েতের জন্য কবুল করেন এবং ভবিষ্যতে লিখককে এ জাতীয় আরও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার তাওফীক নসীব করেন। আমিন।

(মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম)

www.smfoundationbd.com

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম বিশিষ্ট লেখক মোনাযেরে আযম
আল্লামা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের

মূল্যবান বাণী ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। শত কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীকূল শিরমনি, দোজাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁর সমস্ত পরিবার পরিজনের উপর।

ইসলাম ধর্ম মহান আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনীত ও পরিপূর্ণ ধর্ম। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত উদ্ভুত যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণকর সমাধান একমাত্র ইসলাম ধর্মেই রয়েছে। আর ইসলামের সুন্দরতম আদর্শ ও বিধিবিধানগুলো মানব জাতির নিকট পৌঁছে দেওয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো লিখনী। অন্যান্য পন্থার ন্যায় সঠিক লিখনীও জাতির চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এবং তাদেরকে সৎ, চরিত্রবান ও ধর্মমুখী করার একটি সহজ, সুন্দর ও চমৎকার পন্থা। আমার জানামতে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্নেহের তরুণ আলেম মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম **"যে গল্পে হৃদয় গলে"** নামক বইখানা রচনা করেছেন। আমি মনে করি বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় বইয়ের প্রকাশনা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। সাথে সাথে আমি এও বিশ্বাস করি যে, তার বইয়ের প্রতিটি ঘটনা পাঠকের মনোজগতে কেবল আলোড়নই সৃষ্টি করবে না, ইসলামের বিধিবিধানগুলো জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

লেখক এ বইটির ৪র্থ অংশ থেকে শুরু করে পরবর্তী অংশগুলোকে সিরিজ আকারে বের করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, উহাকেও আমি বাস্তব ও যুগোপযুগী উদ্যোগ বলেই মনে করি।

অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে দোয়া করি, রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ তা'আলা যেন তার এ কলমী জিহাদকে কবুল করেন এবং একে উম্মতের জন্য হিদায়েতের অসিলা বানান। আমীন।

(নূরুল ইসলাম ওলীপুরী)

www.smfoundationbd.com

দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস নরসিংদী
কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব আলহাজ্ব হযরত
মাওলানা মুফতী আলী আহমাদ হুসাইনী সাহেবের

অভিমত ও দোয়া

আলহামদু লিল্লাহি ওয়া কাফা ওয়া সালামুন 'আলা 'ইবাদি হিল্লাযী নাসত্বাফা। আম্মাবাদ,

গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। এতে কারো দ্বিমত নেই। গল্প-কাহিনী মানুষ শুনতে যেমন ভালবাসে, তেমনি পড়তেও ভালবাসে। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী কিংবা বৃদ্ধ-জোয়ানের ভেদাভেদ নেই। গল্পের প্রতি মানুষের এ স্বভাবগত ঝোঁকের কারণেই তারা গল্প পড়ে, শুনে এবং শুনানোর জন্য অন্যকে অনুরোধও করে। সুতরাং গল্পের বিষয়বস্তু যদি সুন্দর, ভাল ও চরিত্রগঠনমূলক হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, সৎ-সুন্দর ও উত্তম হবে। যা তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। **'যে গল্পে হৃদয় গলে'**র লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম অত্যন্ত রুচিশীল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় সে কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছেন। এ দ্বীনি খেদমতের জন্য আমি তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

তৃতীয় খন্ডের পর এ বইয়ের বাকি গল্পগুলোকে সিরিজ আকারে বের করার পরিকল্পনার কথা শুনতে পেরে সত্যিই আমি যারপর নাই আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ পাক তাকে এবং তার মহৎ উদ্যোগকে কবুল করুন এবং এর দ্বারা জাতির হোদায়েতের পথকে উন্মুক্ত করুন। আমীন।

(মাওলানা আলী আহমদ হোসাইনী)

www.smfoundationbd.com

যে কথা বলতে চাই

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এর রয়েছে মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণকর সাংস্কৃতি ও কালচার। যা চিরন্তন, ব্যাপক ও অতুলনীয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, ইসলাম ও মুসলমানদের চিহ্নিত শত্রুরা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে ইসলামি চেতনা ও কালচারকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সুদীর্ঘ নীল নক্শা আমাদের আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এ নীল নক্শার প্রধান লক্ষ্য আমাদের অবোধ কিশোর ও অবলা নারীরা। এদেরকে বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনায় গড়ে তোলার জন্য কোটি কোটি ডলার খরচ করা হচ্ছে।

এই চরম সংকটময় মুহূর্তে জাতির কর্ণধার ও কান্ডারীদের সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে যেরূপ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন ছিলো, তা কি আজ হচ্ছে? এ প্রশ্নের দুঃখজনক জবাব সকলেরই জানা। কিন্তু তাই বলে এক্ষেত্রে অন্যদের কি কোনো দায়িত্ব নেই? কর্তব্য নেই? তাদের কি কেবল নিশ্চিন্তে দর্শকের গ্যালারীতে বসে থাকলেই চলবে? না, কখ্খোনই নয়। এজন্য সকলেরই দায়িত্ব আছে, আছে কর্তব্যও। আর এ কর্তব্যবোধ থেকেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস, সামান্য প্রচেষ্টা। তাই হৃদয় গলে সিরিজের পাঠক ভাই-বোনদের আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আপনারা এ বইগুলো অন্যান্য গল্প -উপন্যাসের মতো নিছক বিনোদনের জন্য পাঠ করবেন না। বরং প্রতিটি গল্প কাহিনীর মাধ্যমে যে আবেদনটুকু আমি পেশ করতে চেয়েছি, উহাকে আপনারা হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে উপলব্দি করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। যদি আমার এ লিখনী দ্বারা একটি ক্ষুদ্র দলও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করে উন্নত চরিত্র গঠন করতঃ সত্য-সুন্দর পথে চলতে শিখেন, তবুও আমি আমার শ্রমকে স্বার্থক বলে মনে করবো।

যারা হৃদয় গলে সিরিজ পড়ছেন, অন্যকে পড়াচ্ছেন এবং বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে এ সিরিজ পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা বা আন্তরিক কামনা করছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন। পাশাপাশি যারা এ সিরিজ দ্রুত আত্মপ্রকাশের জন্য বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকেও আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে সাদিয়ার আম্মু আলেমা সালমা ইসলামের প্রতিও আমি চিরকৃতজ্ঞ। কেননা সে শত ব্যস্ততার মাঝেও বইয়ের প্রুফ দেখা ও অন্যান্য কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এ সিরিজের ফায়েদা ও উপকারিতা কেয়ামত পর্যন্ত চালু রাখুন। আমীন।

বিনয়াবনত

তারিখ ঃ ২৬/০৬/২০০৪ইং

মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

সূচি পাতা

বিধর্মীদের রীতি-নীতি পছন্দকরণঃ একটি দুঃখ জনক ঘটনা	১১
প্রকৃত বোকা কে?	২৩
এমন সন্তানের পিতা যেন কেউ না হন	৩৩
যার কাজ তারে সাজে	৪৯
সময় থাকতে ফিরে আসুন	৫৮
দেবতার করুণ দশা	৬৭
ব্যভিচারের ভয়াবহ শাস্তি	৭৩
আল্লাহ আছে যার সবই আছে তার	৮২
প্রতিশোধ নেওয়া হলো না	৯৩
খোদার কুদরত বুঝা বড় দায়	৯৮
পাঠকের মতামত	১০৭

ঃ লেখকের সাথে সার্বিক যোগযোগের ঠিকানা ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা

দত্তপাড়া, নরসিংদী সদর।

মোবা ঃ ০১৭২-৭৯২১৯৩, ফোন ঃ ০৬২৮-৬২৫৪১

www.smfoundationbd.com

بسم الله الرحمن الرحيم

কাহিনী ১

বিধর্মীদের রীতি-নীতি পছন্দকরণ ঃ একটি দুঃখজনক ঘটনা

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন, যে যে জাতির অনুসরণ করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। (আবূ দাউদ, মেশকাত পৃষ্ঠা ৩৭৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই কঠোর বাণী জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেকেই বিধর্মীদের কৃষ্টি-কালচার, রীতি-নীতি অনুকরণ-অনুসরণ করে চলছি। শুধু তা-ই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি ভুলে গিয়ে ইহুদি-খ্রিস্টান ও হিন্দুদের রীতি-নীতি পালন করে মনে মনে পুলকিত হচ্ছি। অথচ আমাদের জন্য এর চেয়ে দুঃখজনক কথা আর কি হতে পারে? কারণ আমরা মুসলমান। আমাদের একটি নিজস্ব কালচার আছে, সংস্কৃতি আছে। আমাদের-এ সভ্যতা-সংস্কৃতি যে কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতির চেয়ে বহুগুণে উন্নত; মানব জীবনের জন্য যে কোনো বিচারে অধিক কল্যাণময়। সুতরাং আমরা কেন নিজস্ব সংস্কৃতি বাদ দিয়ে অপরের সংস্কৃতি গ্রহণ করতে যাবো? যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আধুনিক ও স্ট্যান্ডার্ড বলে মনে হলেও সার্বিক দিক বিচারে মানুষের জন্য তা কল্যাণকর তো নয়ই, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকরও বটে। বিধর্মীদের রীতি-নীতি অনুসরণ করার সময় আমরা একটি বারের জন্যও চিন্তা করে দেখি না যে, কোনো খ্রিস্টান-ইহুদি কিংবা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীরা তো আমাদের তাহযীব-তামাদ্দুন, রীতি-নীতি অনুসরণ করে না। পছন্দ করে না। ভালও বাসে না। বরং তারা নিজ নিজ চিন্তা-চেতনা, রীতি-নীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুসরণ করে চলে।

অমুসলিম জাতির অনুসরণের দ্বারা শুধু যে কেবল জাতীয় স্বকীয়তায় কুঠারাঘাত করা হয়, তা-ই নয় বরং এর মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনেও নানারূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মাশুল গুনতে হয় কড়া-গন্ডায়। আর আখেরাতের অন্তহীন কষ্ট ও লাঞ্ছনা-বঞ্চনা তো আছেই। শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্তে মহান আল্লাহ পাক পারলৌকিক জীবনের দু' একটি ঘটনা মানুষকে দেখিয়ে থাকেন। মক্কা শরীফে সংঘটিত এরূপ একটি মর্মান্তিক ঘটনাই এবার পাঠক ভাই-বোনদের সমীপে পেশ করছি।

মাওলানা ফাতহ মুহাম্মদ (রাহ:) বলেন-শাইখ দাহ্হান নামক মক্কার বড় এক আলেম ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন-

মক্কা মোয়াজ্জমায় এক মাওলানা বসবাস করতেন। একদা তাঁর মৃত্যু হলে যথারীতি দাফন-কাফনের যাবতীয় কাজ সমাপ্ত করে তার আত্মীয় স্বজনরা বাসায় ফিরে আসে। কিছুদিন পর ঐ এলাকার আরেক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তাকেও ঐ আলেমের পাশে কবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানে কবর খুঁড়া শুরু হলো। উপস্থিত লোকজন কয়েকদিন পূর্বে মৃত্যু হওয়া আলেম সাহেবকে নিয়ে বিভিন্ন কথা বলা বলি করলো। কেউ ভালো বলল, কেউ মন্দ বলল। তবে ভাল বলার মাত্রাটাই বেশি। এভাবেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে কবর খননের কাজ। খননের কাজ শেষ হয়নি। সামান্য কাজ এখনো বাকি আছে। ঠিক এমন সময় পাশের কবরের মাটি ভেঙ্গে আলেম সাহেবের কবর উন্মুক্ত হয়ে গেলো। কিন্তু কি আশ্চর্য! সেখানে আলেম সাহেবের লাশ নেই। বরং তদস্থলে তারা এমন পরমা সুন্দরী এক যুবতী মেয়ের লাশ দেখতে পেল, আকার আকৃতিতে যাকে ইউরোপিয়ান বলেই মনে হলো।

এ দৃশ্য দেখে সকলের চোখ ছানাবড়া। বিস্ময়ে বিস্ফারিত। খানিক সময় কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না। যেন সবাই সম্বিত হারিয়েছে। এক সময় গুঞ্জন শুরু হলো। চলতে লাগলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। যে যা পারছে বলছে। কিন্তু আসল রহস্য রয়ে গেলো দৃষ্টির অন্তরালেই।

উপস্থিত লোকদের মাঝে একজন ছিল ইউরোপিয়ান। আল্লাহ তা'আলা বোধ হয় কুদরতের অপার মহিমা ও পরানুকরণের মর্মান্তিক পরিণতি

www.smfoundationbd.com

স্বচক্ষে দেখানোর জন্যই এ লোকটিকে এখানে এনেছেন। কেননা তার মাধ্যমেই চলমান ঘটনার মূল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। মেয়ের চেহারা দেখে লোকটি বলল, এ মেয়েটি আমার পরিচিত। আমি তাকে চিনি। সে ফ্রান্সের অধিবাসী এবং এক খ্রিস্টানের কন্যা। খ্রিস্টান পরিবারেই সে বড় হয়েছে। তবে সে ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় পুস্তক অধ্যয়ন করতো। এতে ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্মের প্রতি তার অনুরাগ সৃষ্টি হয়। প্রচুর ভালবেসে ফেলে ইসলামকে। ইসলামের প্রতিটি বিধি-বিধান রীতি-নীতি তার নিকট খুবই পছন্দ লাগতে শুরু করে। সে ভাবতে থাকে, ইসলাম ধর্মের ছোট বড় যে কোনো নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন অন্য যে কোন ধর্মের নিয়ম-নীতি থেকে অধিক সুন্দর, কল্যাণকর ও বিজ্ঞানসম্মত। সুতরাং সত্যিকার শান্তি ও সফলতার মুখ দেখতে হলে ইসলাম গ্রহণ ও সেই ধর্মের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপায় নেই।

দিন যতই যায়, ইসলামের প্রতি মেয়েটির দুর্বলতা ততই বাড়তে থাকে। অবশেষে হেদায়েতের আলোকে উদ্ভাসিত হয় তার হৃদয়-মন। সে কালেমা পড়ে আশ্রয় নেয় ইসলামের সুশীতল ছায়ায়।

পরিবারের সবাই খ্রিস্টান হওয়ার কারণে বাধ্য হয়েই তাকে ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতে হয়েছিলো। এক পর্যায়ে আমার সাথে পরিচয় হওয়ার পর সে আমার নিকট উর্দু শিক্ষার আগ্রহ ব্যক্ত করে। আমি তাকে মাঝে মাঝে গোপনে উর্দু পড়াতাম। নামাজ-কালাম ও ইসলামের বিধি-বিধান শিখাতাম। সে অত্যন্ত উৎসাহ ভরে এগুলো শিখত ও আমল করতো। আমি তাকে কয়েকটি ইসলামি বইও পড়তে দিয়েছিলাম। এগুলো পড়ে সে দারুণ মুগ্ধ হয়। আনন্দে উৎফুল্লিত হয় প্রচুর পরিমাণে। ইসলামের ছোট ছোট বিধানকেও সে এতটা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে পালন করতো যা কল্পনাকেও হার মানায়। আমি তার জন্য দোয়া করে বলতাম, হে আল্লাহ! তুমি তাকে কবুল করো। ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থাকার তৌফিক দাও।

কিন্তু খোদার কি মর্জি! ইসলাম গ্রহণের পর বেশি দিন সে দুনিয়ার আলো-বাতাস ভোগ করতে পারেনি। পারেনি যৌবনকাল অতিক্রম করতে। বরং এর আগেই সে রোগাক্রান্ত হয়ে পরপারে পাড়ি জমায়।

www.smfoundationbd.com

এদিকে আমিও চাকুরি ছেড়ে মক্কায় চলে আসি।

লোকটির বর্ণনা শুনে উপস্থিত জনতা বলল, মেয়েটির এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণ না হয় বুঝলাম যে, সে মুসলমান ও নেককার ছিলো। ইসলামি রীতি-নীতি সে খুব পছন্দ করত, ভালবাসতো। এজন্য আল্লাহ তায়ালা দয়াপরবশ হয়ে নবীর দেশে তাকে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন ও কৌতুহল হল, আলেম বেচারার লাশ গেল কোথায়?

এ পর্যায়ে এসে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম মন্তব্য করল। তবে অধিকাংশ লোক বলল, মেয়েটির লাশ যখন আলেমের কবরে এসেছে হতে পারে আলেমের লাশ মেয়েটির কবরে স্থানান্তরিত হয়েছে।

যা হোক, অবশেষে উপস্থিত জনতা ইউরোপিয়ান লোকটিকে অনুরোধ করে বলল, আপনি হজ্জ শেষে ফ্রান্সে গিয়ে মেয়েটির কবর খুঁড়ে দেখবেন যে, আমাদের আলেম সাহেবের লাশ সেখানে আছে কি - না?

জনতার অনুরোধ ইউরোপিয় লোকটি সাদরে গ্রহণ করলো। সে তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল- এজন্য যা কিছু করার সবই করবো এবং তার ফলাফল আপনাদের অবশ্যই জানাবো। তাছাড়া ঘটনার শেষ পর্যন্ত দেখার আগ্রহ আপনাদের চেয়ে আমারও কম নয়।

ইউরোপীয় লোকটি হজ্জ শেষে বাড়ি ফিরল। সে প্রথমেই মেয়েটির পিতা মাতার নিকট সব কিছু খুলে বলল। ঘটনা শুনে তারা যার পর নাই বিস্মিত হয়ে বলল, এটা কি করে সম্ভব যে, মেয়ের লাশ দাফন করলাম ফ্রান্সে, আর তুমি কিনা তাকে মক্কার জনৈক আলেমের কবরে দেখে এসেছো। অবশেষে কৌতুহল বশত: তারা মেয়েটির কবর খুঁড়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিলো এবং মেয়ের মা-বাবাসহ অনেকে এ বিস্ময়কর ঘটনা তদন্তের জন্য কবরস্থানে গেল।

কবর খুঁড়ার পর সকলেই হতবাক। তারা দেখলো, বাস্তবিকই মেয়েটির লাশ কবরে নেই। বরং সেখানে সেই আলেম সাহেবের লাশ পড়ে আছে- যাকে মক্কায় দাফন করা হয়েছিল।

শাইখ দাহহান বলেন-তদন্তের পর ইউরোপীয় লোকটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে আমাকে বলল, আপনাদের আলেমের লাশ ফ্রান্সের সেই নওমুসলিম মেয়ের কবরে পাওয়া গেছে। এ দৃশ্য আমি

www.smfoundationbd.com

একাই কেবল দেখিনি, মেয়ের পিতা-মাতাসহ আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

সংবাদ পেয়ে মক্কাবাসীরা আবার চিন্তায় পড়ে গেল। তারা ভাবতে লাগলো, ব্যাপারটা কি? মেয়েটির লাশ মক্কায় আনায় তো বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'অলা তাকে কবুল করে নিয়েছেন এবং কবুল হওয়ার কারণও আমরা জানতে পেরেছি যে, সে মুসলমান হয়েছিল। ইসলামি রীতি-নীতি ও কৃষ্টি-কালচার অত্যধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে সে পালন করতো। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো, আলেম বেচারার লাশ পবিত্র ভূমি মক্কা থেকে কাফিরের দেশে চলে গেছে কেন? কেন এরূপ হল? কেন তিনি মক্কা থেকে মৃত্যুর পরেও বিতাড়িত হলেন-সকলের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এ বিষয়টির উদ্‌ঘাটন হওয়া বড় প্রয়োজন।

এ নিয়ে তারা বেশ চিন্তা-ভাবনা করল। অবশেষে সকলে সিদ্ধান্ত নিল যে, একজন লোকের প্রকৃত অবস্থা তার ঘরের লোকদেরই ভালো জানা থাকে। আর ঘরের লোকদের মধ্যে আপন স্ত্রী-ই স্বামীর ব্যাপারে ভালো জানে। সুতরাং প্রথমেই আমরা তার নিকট জিজ্ঞেস করে দেখি। এরপর প্রয়োজনে না হয় অন্য চেষ্টা করে দেখবো।

তারা সবাই আলেম সাহেবের ঘরে গেল। অতঃপর স্ত্রীকে ডেকে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সবশেষে বলল, মুহতারামা! আপনার স্বামীর মধ্যে আপনি ইসলাম পরিপন্থি কিছু দেখেছেন কি?

স্ত্রী বললো, না এ রকম কিছু দেখিনি। তিনি তো নিয়মিত নামজ পড়তেন। কুরআন তিলাওয়াত করতেন, এমনকি তাহাজ্জুদ গোজারও ছিলেন। আমার সাথে তার ব্যবহারও খারাপ ছিলো না।

লোকজন বললো, আপনি একটু ভাল করে চিন্তা করে দেখুন। আমাদের বিশ্বাস, আপনার মাধ্যমেই বিষয়টির সুন্দর সুরাহা হবে।

লোকদের কথায় আলেম সাহেবের স্ত্রী গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পর সে মাথা উত্তোলন করে বলল- হ্যাঁ, একটা দোষ অবশ্য তার মধ্যে ছিল। তা এই যে, আমার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের পর যখনই তিনি গোসল করতে যেতেন, তখনই বলতেন-খিস্টানদের ধর্মে এ ব্যাপারটি বড়ই সহজ। স্ত্রী সম্ভোগের পর তাদের ধর্মে গোসল ফরজ হয়

না। তাই শীতের মধ্যে কষ্ট করে গোসল করার প্রয়োজন পড়ে না।

এতুটুকু শুনে কৌতূহলী জনতা বলতে লাগলো-মুহতারামা! আপনাকে আর বলতে হবে না। আমরা সব কিছু বুঝে নিয়েছি। আপনার স্বামী নামাজ, রোজা, তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি ধর্মীয় বিধান ঠিকমত পালন করলেও খ্রিস্টানদের রীতি-নীতি তিনি পছন্দ করতেন। তাই আলেম হওয়া সত্ত্বেও তার লাশকে খ্রিস্টান জাতির দেশে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! এ লোকটি বাহ্যত: মুত্তাকী আলেম ও পুরোপুরি মুসলমানই ছিলেন। কিন্তু কাফিরদের একটি মাত্র রীতিকে ইসলামি রীতির মোকাবেলায় বেশি পছন্দ করেছিলেন। তাই তাকে ইসলামি দেশ থেকে অমুসলিম দেশে বিতাড়িত করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, সেই মেয়েটি বাহ্যত: অমুসলিম হলেও গোপনে ইসলাম গ্রহণ করে উহার রীতি-নীতিকে মনে প্রাণে পছন্দ করায় ইসলামের দেশে তাকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

বলাবাহুল্য যে, এ ধরনের ক্ষেত্রে সকলের বেলায়ই লাশ স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যকীয় নয়। তবে আল্লাহ পাক মাঝে-মধ্যে এরূপ করিয়ে দেখিয়ে দেন, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা! আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মুসলমানদের রীতি-নীতি, কৃষ্টি-কালচার যে কোনো ধর্মের রীতি-নীতি ও কৃষ্টি কালচার থেকে বহুগুণে উন্নত, অধিক মার্জিত ও মানবতার জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর। রুচির বিকৃতি না ঘটলে যে কোনো জ্ঞানবান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি তা স্বীকার করতে বাধ্য। এটি এমন একটি সত্য ও নির্ভুল করা যাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর সন্দেহের অবকাশ থাকবেই বা কি করে? এ ধর্মের বিধান তো মানব রচিত কোনো বিধান নয়। বরং এ বিধান দিয়েছেন, সেই মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা, যিনি মানুষকে কেবল সৃষ্টিই করেননি; বরং তাদের সার্বিক কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারেও সম্যক জ্ঞাত। অথচ দু:খজনক হলেও সত্য যে, আমরা আজ জাতীয় স্বকীয়তা, ধর্মীয় রীতি-নীতি প্রায় ভুলে গিয়ে বিজাতীয় রীতি-নীতিকে এমনভাবে ভালবাসতে শুরু করেছি যা ভাবতে গেলেও গা শিউরে উঠে। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে একটি

www.smfoundationbd.com

তপ্ত-নিঃশ্বাস। প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমি আপনাদের অনুরোধ করে বলি, অনুগ্রহ পূর্বক আপনারা বিধর্মীদের রীতি-নীতি পরিহার করে ইসলামি রীতি-নীতিকে ভালবাসতে শিখুন, জানতে থাকুন। খোদার কসম করে বলছি, এতে আপনাদের জীবন পূর্বের চেয়ে বহু শান্তিময় হবে, সুখময় হবে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে আপনি লাভ করবেন এমন এক মহাসফলতা, যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আমি উদাহরণ স্বরূপ পরানুকরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আপনাদের খেদমতে পেশ করছি। আশা করি আমরা সবাই এগুলো থেকে নিজেকে, নিজের পরিবার ও সমাজকে বাঁচাতে একশভাগ চেষ্টা করবেন। আর ভালভাবে এ কথাটি স্মরণ রাখবো যে, আমি যদি আমার ধর্মের রীতি-নীতি পছন্দ না করি, পালন না করি, তবে কি অন্যের ধর্মের লোকজন আমার ধর্মের রীতি-নীতি পছন্দ করবে? ভালবাসবে? পালন করবে? কস্মিনকালেও নয়। বরং আমাদের জাতীয় স্বকীয়তা আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে। অন্য কেউ রক্ষা করে দেবে না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন। পরানুকরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ ঃ-

<u>১. টাই পরিধান থেকে বিরত থাকুন ঃ</u> বর্তমানে অনেক মুসলমান গর্বভরে গলায় টাই ব্যবহার করে। অথচ যদি তারা সঠিক ইতিহাস জানতো ও এর অপকারিতা সম্পর্কে অবহিত থাকতো, তবে কিছুতেই মুসলিম নাম ধারণ করে তা ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। টাই হলো খ্রিস্টানদের শি'আর বা জাতীয় নিদর্শন। কেননা তারা বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। তিনি সকল মানুষের পাপ মুক্তির জন্য ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। তাই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সকলকেই ক্রুশচিহ্ন সর্বদা গলায় ধারণ করতে হবে। এজন্য খ্রিস্টানরা ক্রুশের চিহ্ন স্বরূপ নেকটাই ব্যবহার করে থাকে এবং একে লেবাসের মধ্যে শামিল করে। সুতরাং কোনো মুসলমানের জন্য টাই ব্যবহার করা কিছুতেই উচিত নয়। কারণ প্রত্যেক মুসলমানকে দৈনিক পাঁচবার আল্লাহকে সিজদা করতে হয়। মিথ্যার প্রতীক গলায় ঝুলিয়ে সত্য খোদার দরবারে যাওয়া সাজে কি? যারা পরানুকরণের ন্যায় নীচাশয়তা ভিতরে রাখে, তাদের দ্বারা জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠা হওয়ার আশা করা যায় কি? উপরন্ত টাইয়ের মধ্যে বিধর্মীদের রীতি-অনুসরণ করার পাপ তো আছেই।*

*ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া (২য় খন্ড) পৃষ্ঠা-২৭০, বেহেশ্তী জেওর (৬ষ্ঠ খন্ড) পৃষ্ঠা-১৮০

www.smfoundationbd.com

২. অবাঞ্ছিত পশম পরিস্কার রাখুন ঃ অনেকে বিজাতীয় অনুকরণে বগলের পশম লম্বা করে রাখে। নাভীর নীচের পশম সাফ করে না। এটাকেই তারা সভ্যতা ও ভদ্রতা বলে মনে করে। ধিক! শত ধিক! এ নোংরা সভ্যতাকে। কেননা এটা অতি জঘন্য রকমের কু-অভ্যাস এবং অতি ঘৃণিত ধরনের পাপ। আমাদের মহান শরিয়তের হুকুম হচ্ছে- বগলের পশম উপড়িয়ে বা মুন্ডিয়ে বগল পরিস্কার করে রাখতে হবে। অনুরূপভাবে নাভির নীচের পশমও মুন্ডিয়ে বা লোমনাশক ব্যবহার করে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই পরিস্কার করে রাখতে হবে - যেন এক ধান পরিমাণও লম্বা হতে না পারে। কেউ যদি সর্বোচ্চ ৪০ দিনের মধ্যেও কমপক্ষে একবার এগুলো পরিস্কার না করে তাহলে সে গোনাহগার হবে।

অনেক সময় কোনো কোনো পুরুষ বিধর্মীদের অনুকরণে মাথার চুল পিছনের দিকে কামিয়ে বা ছোট করে সামনের দিকে লম্বা করে রাখে। এমনিভাবে অনেক মুসলিম মেয়েরাও মাথার চুল কেটে খাটো করে রাখে - এটা একদিকে যেমন আখেরাতের বিচারে পাপ, তেমনি দুনিয়ার ইজ্জত সম্মানের দিক দিয়েও খুবই ঘৃণিত কাজ। কেননা এতে বিধর্মীরা মনে করবে যে, এই হতভাগাদের নিজেদের কোনো আদর্শ নেই। এরা আমাদেরই অনুসারী, আমাদেরই পদলেহনকারী। এটা কত বড় ঘৃণার কথা, কত বেশি লজ্জার কথা!*

৩. কুকুর পালা ও ছবি ঝুলানো বন্ধ করুন ঃ আজকাল অনেকে শখের বশবর্তী হয়ে খ্রিস্টানদের অনুকরণে দেশী-বিদেশী কুকুর পালে এবং এর জন্য অনেক পয়সা খরচ করে। আবার কেউ কেউ ঘর সাজানোর জন্য কুকুর বা অন্য প্রাণীর ছবি ও মূর্তি রাখে। অথচ আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শিকার বা পাহারাদারির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে (শুধুমাত্র সৌখিনতা বশত:) কুকুর প্রতিপালন করবে, প্রতিদিন তার নেকী থেকে এক কিরাত পরিমাণ নেকী কমে যাবে। (আর এক কিরাত ওহুদ পাহাড়ের সমান)** অন্য হাদিসে তিনি বলেন - যে ঘরে কুকুর, প্রাণীর মূর্তি বা ছবি থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। হযরত আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেন - "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবি সম্বলিত কোনো কাপড় বা

*বেহেশ্‌তী জেওর (৬ষ্ঠ খন্ড) পৃষ্ঠা-২১৪ ** বুখারী, মুসলিম, মেশকাত (২য় খন্ড) পৃষ্ঠা-৩৫৯

www.smfoundationbd.com

বস্তু ঘরে পেলে তা ভেঙ্গে ফেলতেন, ছিড়ে ফেলতেন বা নষ্ট করে ফেলতেন। এজন্য নিজের ঘরে কিংবা অফিস-আদালতে কোনো প্রাণীর মূর্তি স্থাপন বা ছবি টাঙ্গানো সম্পূর্ণ হারাম। যদিও তা কোনো দলের নেতা, প্রধানমন্ত্রী, কিংবা প্রেসিডেন্টেরই হোক না কেন? হ্যাঁ কেউ যদি অহংকার কিংবা অপরকে দেখানোর উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে মনের প্রফুল্লতা ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য স্বীয় উন্নত রুচির তাগাদার কারণে ঘর সাজাতে চায় তবে ফুল, ঝর্ণা, গাছপালা বা প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত ছবি এবং ক্যালিওগ্রাফি দ্বারা সে তা করে নিবে। এতে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।*

৪. চেয়ার টেবিলে কিংবা বাম হাতে খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন ঃ বর্তমানে ডাইনিং টেবিল বা চেয়ারে বসে খানা খাওয়ার যে পদ্ধতি দিন দিন মুসলমানদের মধ্যেও বৃদ্ধি পাচ্ছে- তা সুন্নত বিরোধী, বিজাতীয় অনুকরণ ও ইসলামি কালচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এটা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ ইসলাম আমাদেরকে ইহুদি, খ্রিস্টান তথা বিধর্মীদের রীতি-নীতি অনুসরণ করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছে। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেঝের মধ্যে দস্তরখানা বিছিয়ে খানা খেতেন। রাসূলের অনুসারী হিসেবে অবশ্যই আমাদের সেভাবে খানা খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। অবশ্য মাঝে মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনে চেয়ার টেবিলে খানা খেতে হলে তখন সুন্নত তরীকায় বসে টেবিলের উপর দস্তরখান বিছিয়ে খেতে পারবে। তবে সর্বদার জন্য এটাকে নিয়ম বানানো ঠিক নয়। **

আজকাল অনেক ফ্যাশান প্রিয় ভাইয়েরা অমুসলমানদের অনুকরণে বাম হাতে চা-পানি ইত্যাদি পানীয় দ্রব্য পান করে। এ অভ্যাস পরিত্যাগ করা নিতান্ত প্রয়োজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে বাম হাতে কিছু খেতে দেখলে অত্যন্ত নারাজ হতেন। একবার তিনি জনৈক মহিলাকে বাম হাতে খেতে দেখে বদদোয়া করেছিলেন। পরিণামে সে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল। সুতরাং আধুনিক ফ্যাশন প্রিয় ভাইয়েরা সময় থাকতেই সাবধান হউন।***

---

*ফতোয়ায়ে মাহমূদিয়া ৫:১৮৮ পৃ: ** ফাতোয়ায়ে মাহ: ৫:১১৬, মিশকাত ১:৩৬৩
*** ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ২:২৩৩ পৃ:

www.smfoundationbd.com

৫. টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করবেন না ঃ পুরুষের জন্য জামা, পায়জামা, লুঙ্গী, সেলোয়ার, প্যান্ট, জুব্বা, আবা-কাবা ইত্যাদি টাখনুর নীচে পরা সর্বাবস্থায় হারাম। টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে প্যান্ট পায়জামা পরা বিধর্মীদের শিক্ষা ও তাদের কৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন " কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, যে লুঙ্গি বা কোনো কাপড় টাখনুর নীচে পরিধান করবে।" বেদ্বীন-অমুসলিমরা মুসলমানদেরকে আল্লাহর নযর থেকে দূরে সরানোর জন্য এ ধরনের বেশ-ভূষা মুসলমানদের মধ্যে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে চালু করে দিয়েছে। সুতরাং মুসলমানদের এ ব্যাপারে খুবই সাবধান হওয়া প্রয়োজন। *

৬. প্যান্ট পরা বাদ দিন ঃ বর্তমান সমাজে প্যান্ট পরার রেওয়াজ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার কেউ কেউ হাফপ্যান্ট পরতেও দ্বিধা করে না। অথচ হাফপ্যান্ট পরা সর্বাবস্থায় নাজায়েজ। আর বিজাতীয় অনুকরণে তাদের মতো করে ফুলপ্যান্ট পরিধান করাও জায়েজ নয়। কারণ এর মধ্যে বিজাতীয় অনুকরণ ও টাখনুর নীচে লেবাস পরা এবং নামাজে অসুবিধাসহ কয়েকটি অন্যায় জমা হয়ে যায়। তবে ফুল প্যান্ট যদি ঢিলা-ঢালা হয় এবং টাখনু-গিরার উপরে হয়, নামাজ পড়তে কোনো অসুবিধা না হয়, তবে তা সাধারণ লোকেরা প্রয়োজনে পরতে পারবে। তবে জরুরত না হলে এ ধরনের ফুলপ্যান্ট না পরাই উত্তম। কেননা ফুলপ্যান্ট নেক লোকদের লেবাস নয়। **

৭. চামচ দিয়ে খানা-খাওয়া থেকে বিরত থাকুন ঃ আজকাল অনেক মুসলমান বিধর্মীদের অনুকরণে চামচ দিয়ে খাবার গ্রহণ করে থাকে। অথচ বিনা প্রয়োজনে চামচ, কাটা-চামচ ইত্যাদি দিয়ে খানা খাওয়া সুন্নতের খেলাফ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দিয়ে খেতেন। খাওয়া শেষে আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার করতেন। অবশ্য একান্ত প্রয়োজনে চামচ দিয়ে খাওয়ার অনুমতি আছে। অবশ্য এক্ষেত্রে বিধর্মীদের সামঞ্জস্য থেকে পরহেয করা একান্ত প্রয়োজন।***

---

*ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ২:২৬৯, বুখারী শরীফ ২:৮৬১, ** ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ২য় খন্ড ২৭১ পৃ:.
***জাদীদ ফেকহী মাসায়িল পৃ: ১৮০, ফাতায়ায়ে রাহমানিয়া ১:১৬৩

www.smfoundationbd.com

৮. কপালে টিপ দেওয়ার অভ্যাস পরিহার করুন ঃ কোনো কোনো মেয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কপালে টিপ দেয়। অথচ তা হিন্দুয়ানী প্রথা। শুধু প্রথাই নয় বরং তা তাদের ধর্মীয় প্রতীকও বটে। আর যেহেতু বিধর্মীদের প্রথা পালন করা মুসলানদের জন্য জায়েজ নেই, তাই তা পরিত্যাজ্য। যদি মেয়েরা কপালে টিপ দেওয়ার ইতিহাস জানত, তবে কখনোই তারা এ ঘৃণ্য কাজ করতো না।

কপালে টিপ দেওয়ার সূচনা : কথিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে নমরুদ যখন আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য চরকার ব্যবস্থা করল তখন ফেরেশতাগণ চরকার একপার্শ্ব এমন শক্ত ভাবে ধরে রাখল যে, নমরুদের বাহিনী চরকা ঘুরাতে ব্যর্থ হলো। এ অবস্থা দেখে নমরুদ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। এমনি সময় নমরুদের দরবারে আগমন ঘটল ইবলীসের। বাদশাহকে কুর্ণিশ করে ইবলীস বলল, মহারাজ আজ আপনাকে খুবই বিমূর্ষ মনে হচ্ছে। নমরুদ বলল বিষন্নতা ছাড়া উপায় কি? ইবরাহীমকে হত্যা করার আমাদের সকল আয়োজন ভেস্তে গেল। এখন উপায় কি? চরকা ঘুরছেনা কেন? চরকা ঘুরাবার উপায় কি? এই শুনে ইবলীশ বলল, মহারাজ! চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনার চরকার এক পার্শ্ব ফেরেশতারা শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। এজন্যই আপনার বাহিনী এটাকে টলাতে পারছেনা।

কি বললেন ভাই! সত্যি কি তাই? তাহলে এটাকে ঘুরাবার উপায় কি? ইবলীস একটু চিন্তা করে বলল আজ এখানে আপনার রাজ্যের সকল সুন্দরী নারীকে জমায়েত করুন। এরপর তাদের সাথে নাচগান এবং অবৈধ মেলা মেশার সুবন্দোবস্থ করুন। তখনই দেখবেন নূরের তৈরী ফেরেশতারা আর এখানে থাকতে পারছেন না। আর তখন আপনার সৈনিকদের চরকা ঘুরাতেও আর কোন সমস্যা থাকবেনা।

এ পরামর্শ শোনা মাত্রই নমরুদ দেশের সকল সুন্দরীদেরকে তথায় সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিল এবং অগ্নিকুন্ডের পার্শ্বে নাচ গান ও অবৈধ মেলা মেশার মহা আয়োজন করল। নারী পুরুষ সকলেই তথায় অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হলো। তারা এরপর বাদশাহের নির্দেশে এ সকল ব্যভিচারীনী মহিলাদের গর্ভের সন্তানকে জারজ সন্তান হিসেবে চিহ্নিত করণের জন্য কপালে টিপ লাগিয়ে দেওয়া হলো। যাতে করে তাদেরকে

www.smfoundationbd.com

অন্য মহিলাদের থেকে পৃথক করা যায়। আর তখন থেকেই কপালে টিপ দেওয়ার এই রেওয়াজ চলে আসছে। যা আজ আমাদের মুসলিম নারীরাও গ্রহন করে নিয়েছে। হায় আফসোস! যদি তারা এই ইতিহাস মনে রাখত! আল্লাহ আমাদেরকে এই কুরুচিপূর্ণ অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।

৯. দাঁড়িয়ে পেশাব করার অভ্যাস পরিত্যাগ করুন ঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করার প্রথা প্রাক ইসলামিক যুগে আরব দেশে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে প্রগতির ধ্বজাধারী আধুনিক লোকেরা সেই বর্বর যুগের প্রথাকেই প্রগতি মনে করে পরের অনুসরণে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শকে পদদলিত করত: দাঁড়িয়ে পেশাব করতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। এই অন্ধ অনুকরণ সীমাহীন পর্যায়ের অন্যায় ও মহাপাপ। আল্লাহ পাক সকলকে এ থেকে হেফাজত করুন। আমীন॥ *

১০. এক মিনিট নীরবতা পালন, কফিনে বা কবরে ফুল দ্বারা শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদর্শন থেকে বিরত থাকুন ঃ বিজাতীয় সংস্কৃতির অন্ধ ভক্তরা কোনো রাজনীতিবিদ বা বড় কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার কফিন বা কবরের উপর পুস্পস্তবক অপর্ণ করে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। অথচ শরিয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। কোনো নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন বা কোনো বুযুর্গের লাশকে এমনভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কোনো প্রমাণ নেই। এটা যদি কোনো পুণ্যের কাজই হতো, তাহলে তারা অবশ্যই তা করতেন। যেহেতু শরিয়তে এর কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই তা অবশ্যই পরিতাজ্য। মৃত ব্যক্তির জন্য ইস্তেগফার, তিলাওয়াত ও দোয়ায়ে মাগফিরাত করা এবং তার কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে হাযির হওয়া - এটাই তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশের উত্তম ও একমাত্র পদ্ধতি।**

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বিধর্মীদের অনুকরণ-অনুসরণ থেকে হেফাজত করুন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী সুন্নত মোতাবেক জিন্দেগি গঠন করার তাওফীক দিন। আমীন ***

---

*বেহেশতী জেওর (৬ষ্ঠ খন্ড) ২৮৮ পৃ: ** ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ১:১৬০, ফাতোয়ায়ে শামী ১:৬৬৮
*** মাসিক আদর্শ নারী, ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া

www.smfoundationbd.com

কাহিনী ২

প্রকৃত বোকা কে?

জ্ঞানী কে? আসল বুদ্ধিমানের পরিচয় কি? বোকা বা নির্বোধ কারা? যদি এ রকম প্রশ্ন আমাদের করা হয়, তবে উত্তরের ক্ষেত্রে বাচনিক ভঙ্গি ভিন্ন হলেও সবার বক্তব্যের সারাংশ যে, প্রায় একই হবে, তা অনেকটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। কেননা এসব ক্ষেত্রে কেউ কেউ হয়ত বলবে, যারা খুব বেশি টাকা-পয়সা কামাই করতে পারে, ক্ষণিক কালের ব্যবধানে অঢেল সম্পত্তির মালিক হতে পারে, সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কৌশলে কার্য উদ্ধার করতে পারে, তারাই জ্ঞানী। আবার কেউ হয়ত বলবে, যারা দুনিয়াবী বিভিন্ন বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছে কিংবা নিজ নিজ পেশায় অসাধারণ মেধা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছে তারাই জ্ঞানী, তারাই বুদ্ধিমান। বুদ্ধিজীবি হিসেবে আখ্যা পাওয়ার যোগ্য তারাই। আর যাদের মধ্যে এসব গুণ নেই তারা বোকা-নির্বোধ।

কিন্তু আসল বাস্তবতা কি তা-ই? যারা উপরে বর্ণিত গুণাবলিতে গুণান্বিত, তারাই কি প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানী? বুদ্ধিমান? বুদ্ধিজীবি হিসেবে আখ্যা পাওয়ার যোগ্য কি তারাই? না, মোটেই নয়। কেননা আমরা মুসলমান। রাসূল (সাঃ) আমাদের নবী। সুতরাং তিনি যাদেরকে জ্ঞানী বলেছেন, বুদ্ধিমান বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রকৃত পক্ষে তারাই জ্ঞানী, তারাই বুদ্ধিমান। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধিজীবি কেবল এদেরকেই বলা যাবে। অন্যদের নয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নফ্স তথা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

www.smfoundationbd.com

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক জীবন যাপন করে না, মনে যা চায় তা-ই করে না, প্রবৃত্তির সকল চাহিদা পূরণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে না বরং নিজের নফ্সকে আল্লাহ্ পাকের হুকুমের অধীনে রাখে এবং পাশাপাশি পারলৌকিক জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে-এমন ব্যক্তিই বুদ্ধিমান। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের মনমতো চলে, মনে যা চায় তাই করে, আল্লাহ্ পাকের দেওয়া বিধি-নিষেধ পালনের চেষ্টা করে না, আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্য তৈরি নেয় না, বরং দুনিয়ার জীবনের উন্নতি-অগ্রগতির জন্যই সর্বদা ব্যস্ত থাকে, দুনিয়াবী আরাম-আয়েশের জন্যই সর্বদা ফিকির করে, বিভিন্ন উপায়ে টাকা-পয়সা কামাই করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে, আপন পেশা ও কাজে সীমাহীন পারদর্শিতার পরিচয় দেয়, সে মানুষের দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান বলে বিবেচিত হলেও আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে কস্মিনকালেও বুদ্ধিমান নয়। বরং তাদের দৃষ্টিতে সে একটি আস্ত বোকা, নিরেট নির্বোধ বৈ কিছুই নয়।

প্রিয় পাঠক, আমি ঘটনার প্রারম্ভে এ কথাগুলো এজন্য উল্লেখ করলাম, যাতে ঘটনাটি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের জন্য সহজ হয়, বুঝতে সুবিধে হয়। আমাদের অন্তরে যেন এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বুদ্ধিমান হিসেবে পরিগণিত হতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে স্বীয় প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করতে হবে, নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্খাকে তাঁদের ইচ্ছার সামনে বিলীন করে দিতে হবে। সাথে সাথে ঈমানের মজবুতী এবং আমলে সালেহের পুঁজি সংগ্রহ করত: আখেরাতের লম্বা সফরের জন্য যথোপযুক্ত তৈরিও গ্রহণ করতে হবে। তবেই আমরা উভয় জাহানে প্রকৃত কামিয়াবী অর্জন করতে সক্ষম হবো। সফলতা আমাদের পদচুম্বন করতে বাধ্য হবে। এবার তাহলে মূল ঘটনা শুরু করা যাক।

খলিফা হারুনুর রশীদের শাসনকালে বাহলুল (রাঃ) নামক এক বুযুর্গ ছিলেন। হারুনুর রশীদ এই বুযুর্গের সঙ্গে প্রায়ই হাসি-মযাক করতেন। হযরত বাহলুল (রাহঃ) অনেকটা মাযজুব তথা আত্মভোলা প্রকৃতির বুযুর্গ ছিলেন। তবে আত্মভোলা প্রকৃতির বুযুর্গ হলেও তাঁর কথাবার্তা ছিল অত্যন্ত গভীর জ্ঞান সম্পন্ন। অত্যধিক সাধনা ও গোটা জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লোকদেরকে এমন এমন মূল্যবান কথা ও উপদেশ দান করতেন, যা ছিল স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তাঁর কথাগুলো ছিল মুক্তার মতোই দামী।

খলীফা হারুনুর রশীদ প্রহরীদের বলে রেখেছিলেন, এই বুযুর্গ আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসলে কেউ তোমরা বাধা দিবে না। তাকে সসম্মানে আমার দরবারে নিয়ে আসবে। ফলে বাহ্লুল (রাহঃ)-এর যখনই ইচ্ছে হতো, তখনই খলীফার দরবারে নির্বিঘ্নে চলে যেতেন।

একদিনের ঘটনা

খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁর রাজ দরবারে বসা। তাঁর হাতে একটি সুন্দর কারুকার্যময় লাঠি। তিনি বারবার ঘুরে ফিরে লাঠিখানা দেখছিলেন। ঠিক এমন সময় হযরত বাহলুল (রাহঃ) দরবারে প্রবেশ করলে খলীফা কিছুটা হাস্যচ্ছলে বললেন-

বুযুর্গ বাহলুল! আপনার নিকট আমার একটি অনুরোধ। পারবেন কি সেই অনুরোধ রক্ষা করতে?

হযরত বাহ্লুল (রাহঃ) হাসিমুখে বললেন, আগে আপনার অনুরোধের কথাটি শুনতে দিন। তারপর না হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

খলীফা বললেন, আমি এই লাঠিখানা আপনাকে আমানতস্বরূপ দিচ্ছি। যদি আপনি আপনার চেয়ে বোকা ও নির্বোধ কোন লোককে দুনিয়াতে খুঁজে পান, তবে এটা আমার পক্ষ থেকে তাকে হাদিয়া স্বরূপ দান করবেন।

বাহলুল (রাহঃ) বললেন, ও সে কথা! ঠিক আছে আমি আপনার এ অনুরোধটুকু রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করব। এ কথা বলে তিনি লাঠি হাতে নিয়ে বের হয়ে চলে গেলেন।

মুহতারাম পাঠক! এখানে খলীফা কৌতুক করে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, দুনিয়াতে আপনিই সবচেয়ে বড় নির্বোধ। আপনার চেয়ে বোকা পৃথিবীতে আর কেউ নেই। কেননা আপনি স্বেচ্ছায় দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে পদদলিত করে ফকীরী জীবন যাপন করছেন। বিলাসী জীবন পরিত্যাগ করে সাধারণ জীবনকে বেছে নিয়েছেন - যা কেবল একজন নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষেই শোভা পায়। এ ঘটনার পর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হল। একদিন হযরত বাহ্লুল (রাহঃ) জানতে পারলেন খলীফা হারুনুর রশীদ ভীষণ অসুস্থ। মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। যে কোন সময় তার জীবন প্রদীপ চির দিনের জন্য নিভে যেতে পারে। সমাপ্তি ঘটতে পারে বিলাস বহুল আয়েশী জীবনের। অনেক চিকিৎসা করা হচ্ছে কিন্তু কোনো উপকার হচ্ছে না।

এ সংবাদ শুনতে পেয়ে হযরত বাহলুল (রাহঃ) খুবদ্রুত খলীফার দরবারে উপস্থিত হলেন। অত:পর তাকে সম্বোধন করে বললেন-

www.smfoundationbd.com

আমীরুল মুমেনীন! কেমন আছেন?

খলীফা বললেন- কেমন আর থাকব! সামনে তো লম্বা সফর।

বাহলুল (রাহঃ) অনেকটা না বুঝার ভান করে বললেন, কোথাকার সফর? আগে সুস্থ হোন। তারপর না হয় প্রয়োজন হলে সফর করবেন।

খলীফা বললেন, আমি আপনাকে দুনিয়ার কোনো সফরের কথা বলছি না। অমি তো সফর বলতে আখেরাতের দীর্ঘ সফরকেই বুঝাতে চাচ্ছি। কেননা আমার মনে হয়, আমি আর বেশি সময় বাঁচব না। এটাই বোধ হয় আপনার সাথে আমার জীবনের শেষ সাক্ষাত।

হযরত বহলুল (রাহঃ) বললেন- জনাব! এ সফর থেকে কতদিন পর ফিরে আসবেন?

হারুনুর রশীদ বললেন, ভাই! এটা আখেরাতের সফর। এ সফর থেকে কেউ ফিরে আসে না।

হযরত বাহলুল (রাহঃ) আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আপনি এ সফর থেকে ফিরে আসেবন না? আচ্ছা, তাহলে এ সফরের আরাম ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার জন্য কতজন সৈন্য সামন্ত আগে প্রেরণ করেছেন?

বাদশাহ বললেন, ভাই! আপনি আবার নির্বোধের মতো কথা বলছেন। এ তো আপনি ভাল করেই জানেন যে, আখেরাতের সফরে কেউ সাথে যায় না। কোনো দেহরক্ষী, কোনো সৈন্য, কোনো লোক লশকর সাথে নেওয়া যায় না। ঐ সফরে তো মানুষকে একাই যেতে হয়।

হযরত বাহলুল (রাহঃ) বললেন, এত দীর্ঘ সফর, তারপর সেখান থেকে আর ফিরেও আসবেন না , তা সত্ত্বেও আপনি কোনো সৈন্য-সামন্ত পূর্বে পাঠালেন না! অথচ এর আগে আপনি যত সফর করেছেন সকল সফরেই যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পাদনের জন্য পূর্বেই বিরাট সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করতেন, আরাম আয়েশের হরেক রকম ছামানাদি আগেই পাঠিয়ে দিতেন। এ সফরে কেন সেগুলো পাঠাচ্ছেন না?

বাদশাহ বললেন না ভাই, এ সফরই এমন যে, সেখানে পূর্বে কোনো সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর ও আরাম-আয়েশের দুনিয়াবী কোনো আসবাবপত্র প্রেরণ করা যায় না।

হযরত বাহলুল (রাহঃ) বললেন, জনাব বাদশাহ! অনেকদিন থেকে আপনার একটি আমানত আমার নিকট রক্ষিত আছে। আর তা হলো একটি লাঠি। আপনি এ লাঠিখানা আমার নিকট আমানত স্বরূপ দেওয়ার পূর্বে বলেছিলেন, যদি দুনিয়াতে তোমার চেয়ে বোকা ও আহমক কাউকে পাও তাহলে এটা আমার পক্ষ থেকে তাকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়ে দিও।

এ আমানত গ্রহণের পর থেকে, আজ পর্যন্ত আমি আমার চেয়ে বোকা লোক অনেক তালাশ করেছি গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে খুঁজে ফিরেছি, পাহাড়-জঙ্গল চষে বেরিয়েছি কিন্তু আমার চেয়ে বোকা একমাত্র আপনাকে ছাড়া আর অন্য কাউকে পাইনি।

একথা শুনার পর বাদশাহ হারুনুর রশীদ হযরত বাহলুল (রাহঃ) এর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন সত্যি কি তাই?

হযরত বাহলুল (রাহঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমি যা বলেছি সত্যিই বলেছি। এতটুকু মিথ্যেও বলিনি।

বাদশাহ বললেন, আমি এখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আপনার এই রহস্যময় কথা আমার বুঝে আসছে না। অনুগ্রহ পূর্বক কথাটির ব্যাখ্যা করুন।

হযরত বাহলুল (রাহঃ) বললেন এটা এজন্য যে, আমি দেখেছি আপনার ছোট থেকে ছোট সফর অতি সামান্য সময়ের জন্য হলেও প্রায় মাস খানেক পূর্ব থেকে তার প্রস্তুতি চলত। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সামান্য পাইক-পেয়াদার পর্যন্ত কর্মচঞ্চলতা বেড়ে যেত। সফরে যেন কোনো কষ্ট না হয়, এজন্য যাবতীয় ব্যবস্থাপনা আগেই সম্পন্ন করা হত। পানাহারের জিনিসপত্র, লোক-লস্কর, তাঁবু ইত্যাদি সবকিছু সফরের পূর্বেই প্রেরণ করা হত। আর এখন এত দীর্ঘ সফর এবং তা এমন সফর যেখান থেকে আর ফেরাও হবে না - তার কোনো প্রস্তুতি নেই। নেই কোন আয়োজন। সুতরাং আপনার চেয়ে বড় বোকা আর কে হতে পারে? কাজেই আপনাকে আমি আপনার দেওয়া আমানত ফিরিয়ে দিচ্ছি। হযরত বাহলুল (রাহঃ)-এর কথাগুলো খলীফা তন্ময় হয়ে শুনলেন। তারপর কেঁদে কেঁদে করুণ কণ্ঠে বললেন- জনাব! আপনি ঠিকই বলেছেন। সারা জীবন আমি আপনাকে বোকা মনে করেছি। কিন্তু আসল বুদ্ধিমানের মতো কথা আপনিই বলেছেন। আসলেই আমি আমার জীবন নষ্ট করেছি। আখেরাতের এ দীর্ঘ সফরের কোনো প্রস্তুতিই আমি নেইনি।

সম্মানিত পাঠ-পাঠিকা, খলীফা হারুনুর রশীদকে সম্বোধন করে হযরত বাহলুল (রাহঃ) যে কথাগুলো বলেছিলেন, গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে তা আমাদের প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় আমাদের প্রত্যেককে সর্বদা এই চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখে যে,

কিভাবে অঢেল সম্পত্তির মালিক হব, কিভাবে সম্মানজনক বড় কোন পদ লাভ করব, কিভাবে নতুন বাড়ি নির্মাণ করব, কিভাবে আরাম-আয়েশের ছামানাদি সংগ্রহ করব ইত্যাদি। অনুরূপ কোথাও সফরে গেলে পূর্ব থেকেই ট্রেন, বাস ইত্যাদির টিকেট কেটে আসন সংরক্ষণ করে রাখি, যেখানে যাওয়া হবে সেখানে পূর্বেই সংবাদ পৌঁছে দেই, হোটেলে সিট বুক করে রাখি ইত্যাদি। এসব কাজ এজন্য করা হয় যে, যাতে সফরে আমাদের কোনোরূপ কষ্ট না হয়। অথচ দুনিয়ার এ সফর খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হয়ে থাকে।

কিন্তু যেখানে সদা সর্বদা থাকতে হবে, যে জীবনের কোনো ইতি নেই, একবার শুরু হলে আর শেষ হবে না, সেই জীবনের জন্য আমাদের কোনো চিন্তা নেই যে, সেখানে কিভাবে আমরা আরামে থাকবো, কিভাবে বাড়ি নির্মাণ করবো। কিভাবে সেখানে পূর্ণ সফলতা অর্জন করবো। এটা বড়ই আফসোসের বিষয়।

স্বীয় প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণকারী ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য তৈরি গ্রহণকারীকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বুদ্ধিমান বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং বুঝা গেল কেউ যদি তা না করে, তবে সে নিতান্তই বোকা, মস্তবড় নির্বোধ ও চূড়ান্ত পর্যায়ের আহমক। এরূপ ব্যক্তি দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে যতবড় সম্পদশালীই হোক না কেন, যতবড় পদের অধিকারীই হোক না কেন, দুনিয়াদারদের চোখে সে যতবড় জ্ঞানীই হোক না কেন, প্রকৃত পক্ষে সে যে চরম বোকা তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির পথ এই যে, মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ করা এবং তার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

মৃত্যু ও আখেরাতের চিন্তা করার পদ্ধতি সম্পর্কে হযরত থানভী (রাহঃ) বলেন, প্রতিদিন একটি নির্ধারিত সময়ে নির্জনে একাকী বসে একথা চিন্তা করবে যে, আমার শেষ সময় উপস্থিত। হযরত আযরাঈল (আঃ) আমার জান কবয করার জন্য এসে গেছেন এবং আমার জান কবযও করে নিয়েছেন।

www.smfoundationbd.com

আমার আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা আমার গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করছে। শেষ পর্যন্ত তারা আমার গোসল, কাফন ও জানাযা শেষ করে খাটে করে কবরস্থানে নিয়ে গেল। তারপর আমাকে একাকী কবরে রেখে মাটি দিয়ে তা বন্ধ করে সকলেই চলে গেল। এখন অন্ধকার কবরে আমি একাই অবস্থান করছি। ইতিমধ্যে মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয় এসে আমাকে প্রশ্ন করা শুরু করে দিয়েছেন।

অতঃপর আখেরাতের চিন্তা এভাবে করবে যে, এবার আমাকে কবর থেকে পুনরায় উঠানো হলো। এখন হাশরের ময়দান কায়েম হচ্ছে। সকল মানুষ ময়দানে সমবেত হয়েছে। সেখানে প্রচন্ড গরম। সকলের দেহ থেকে অঝোরে ঘাম ঝরছে। সূর্য একেবারে মাথার উপর। সবাই নিজেকে নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। লোকজন নবীদের নিকট হাজির হয়ে বিনীত ভাবে অনুরোধ করে বলছে, আল্লাহ পাকের নিকট দরখাস্ত করুন, যাতে হিসাব নিকাশ শুরু করা হয়। অতঃপর এভাবে হিসাব-কিতাব, পুলসিরাত, বেহেশ্‌ত ও দোজখের কথা চিন্তা করবে।

প্রতিদিন ফজরের নামাজ আদায়ের পর কুরআন শরীফ তেলাওয়াত, জিকির-আযকার ইত্যাদি থেকে ফারেগ হয়ে একটু চিন্তা করবে যে, এ ঘটনাগুলো আমার জীবনে অবশ্যই ঘটবে। আর এটা আমার জানা নেই যে, এ সময়টি কখন উপস্থিত হবে। এটাও আমার জানা নেই যে, আজই এটা এসে যায় কি -না। এরূপ চিন্তা (যাকে পরিভাষায় মুরাকাবাহ বলা হয়) করার পর আল্লাহ পাকের নিকট এই বলে দোয়া করবে যে, হে আল্লাহ! আমি দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য ও কাজ-কারবারের জন্য বের হচ্ছি। এমন কাজ যেন আমার দ্বারা না হয় যা আমার জন্য আখেরাতে ধ্বংসের কারণ হয়। প্রতিদিন এভাবে চিন্তা করবে। একবার যখন অন্তরে মৃত্যুর চিন্তা ও আখেরাতের ধ্যান বসে যাবে, তখন ইনশাআল্লাহ আত্মশুদ্ধির ফিকির হবে।

ইমাম গাযালী (রাহঃ) আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও ফলদায়ক একটি পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। আমরা যদি তার বাতলানো তরীকার উপর আমল করতে পারি, তাহলে এটা আমাদের জন্য অব্যর্থ মহৌষধ বলে প্রমাণিত হবে। আত্মার সংশোধনের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো ব্যবস্থাপত্র সত্যিই দুষ্কর।

www.smfoundationbd.com

তিনি বলেন, আত্মশুদ্ধির জন্য প্রতিদিন তোমাকে মাত্র চারটি কাজ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করতে হবে।

১) নফসের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া ঃ সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের নফস তথা মনের সাথে এভাবে চুক্তিবদ্ধ হবে যে, এখন থেকে আমি রাতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত কোনো প্রকার গোনাহ করব না। আর আমার উপর শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ যথাযথভাবে আদায় করব। এছাড়া আমার দায়িত্বে আল্লাহ পাক ও তাঁর বান্দাদের যত হক আছে তাও পরিপূর্ণরূপে আদায় করব। হে নফস্! তুমি ভাল করে শুনে রাখ, যদি ভুলেও এ চুক্তির খেলাফ কোনো কাজ আমার দ্বারা হয়, তাহলে এর জন্য তোমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ডাঃ আব্দুল হাই আরেফী (রাহঃ) ইমাম গাযালী (রাহঃ) এর উপরোক্ত প্রথম কাজটির সাথে আরেকটি বিষয় সংযোজন করেন। তিনি বলেন, নফসের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর আল্লাহ পাকের নিকট এই দোয়া করে বলবে আয় আল্লাহ! আমি স্বীয় নফসের সাথে যে চুক্তি করেছি তার উপর অটল থাকা কেবল তখনই সম্ভব যখন আপনি তাওফীক দিবেন। আপনি যদি তাওফীক না দেন তাহলে কিছুতেই আমি ঐ চুক্তির উপর অটল থাকতে পারব না। কাজেই আমি যখন ঐ চুক্তি করে ফেলেছি, আপনি তা রক্ষা করুন। আমাকে ঐ চুক্তির উপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফীক নসীব করুন। চুক্তি ভঙ্গ করা থেকে আমাকে বাঁচান এবং এর উপর পরিপূর্ণরূপ আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

২) গোটা দিনের আমলের মোরাকাবাহ ঃ উপরোক্ত নিয়মে দোয়া করার পর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজে বের হবে। কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে প্রতিটি কাজ করার আগে এভাবে একটু ভেবে দেখবে যে, আমি সকাল বেলা স্বীয় নফসের সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি, এটা তার পরিপন্থি নয় তো? কথা বলার আগে ভেবে দেখবে, আমি যে কথা বলছি, তা আমার চুক্তির খেলাফ নয় তো? চিন্তা-ভাবনার পর যদি সেই কাজ বা কথাকে চুক্তি পরিপন্থি ও বিরোধী বলে মনে হয় তাহলে তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে। আর যদি চুক্তি মোতাবেক হয় তবে তা নির্দ্বিধায় পালন করবে।

www.smfoundationbd.com

৩) মুহাসাবাহ বা হিসাব নেওয়া ঃ মুহাসাবার এ কাজটি ঘুমানোর পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে। এর নিয়ম এই যে, স্বীয় নফসকে সম্বোধন করে বলবে, হে নফস্! তুমি আমার সাথে এ কথার উপর চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে যে, কোনো প্রকার গুনাহ করবে না। সকল কাজ শরিয়তের হুকুম অনুযায়ী করবে। আল্লাহ্ পাক ও বান্দার হক ঠিকমতো পালন করবে। এখন হিসেব নিয়ে দেখ, তুমি সারাদিন কোন কোন কাজ চুক্তি অনুযায়ী করেছ আর কোন কোন কাজ চুক্তির খেলাফ করেছ।

অতঃপর এভাবে সারাদিনের কাজের হিসেব নিবে যে, সকালে যখন আমি বাড়ি থেকে বের হয়েছি তখন অমুকের সাথে দেখা হয়েছে। তার সাথে কি ধরনের আচরণ ও কথাবার্তা হয়েছে? যখন কর্মস্থলে পৌঁছেছি তখন সেখানে নিজ দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছি?

ব্যবসায়ী হলে সে বলবে, আমি ব্যবসায়ী। আমি সারাদিন কিভাবে, কি নিয়মে ব্যবসা করেছি? আমি কি হালাল পন্থায় ব্যবসা করেছি, না হারাম পন্থায়? আর যত লোকের সাথে সাক্ষাত করেছি, তাদের হক কি যথাযথভাবে আদায় করেছি? তাদের সাথে কি উত্তম আচরণ করতে পেরেছি? ইত্যাদি। এভাবে সারাদিনের কাজের হিসেব নিবে।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে সকল কর্মের হিসেব নেওয়ার পর যদি দেখা যায় যে, তুমি সকালে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে তা পালন করার ব্যাপারে সফল হয়েছ তাহলে এ বলে আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করবে -- হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি এ জন্য কৃতজ্ঞ যে, তুমি আমাকে কৃত চুক্তির উপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফীক দান করেছ। হে দয়াময় খোদা! তোমার জন্য সকল প্রশংসা এবং তোমার জন্যই সকল কৃতজ্ঞতা।

এই শোকর আদায়ের ফল তা-ই হবে যা আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে ওয়াদা করেছেন।

তোমরা যদি আমার নেয়ামত পেয়ে তার শুকরিয়া আদায় কর তবে আমি আল্লাহ্ এ নেয়ামতকে আরো বাড়িয়ে দেব।

আর যদি হিসাবের ফলে একথা প্রকাশ পায় যে, অমুক সময় আমি চুক্তির খেলাফ কোনো কথা বা কাজ করেছি তাহলে সাথে সাথে তওবা করবে এবং বলবে ---

ইয়া আল্লাহ! আমি এই চুক্তি তো করেছিলাম, কিন্তু নফস শয়তানের ফাঁদে পড়ে ঐ চুক্তিতে অটল থাকতে পারিনি। হে পরওয়ার দেগার! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই। অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে ক্ষমা করে দিন।

www.smfoundationbd.com

৪) নিজের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা ঃ তওবা করার সাথে সাথে স্বীয় নফসের উপর কিছু শাস্তিও প্রয়োগ করবে। এই শাস্তির ব্যাপারটি সকালে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময়ই নির্ধারণ করে নিবে। রাতে সারাদিনের কাজের হিসেব নিয়ে শাস্তি প্রয়োগ কালে আপন মনকে সম্বোধন করে বলবে, তুমি দুনিয়ার সামান্য মজা ও আরামের জন্য আমাকে চুক্তিভঙ্গের মতো অন্যায় কাজে লিপ্ত করেছ, এজন্য তোমাকে এখন সামান্য শাস্তি পেতে হবে। আর তোমার শাস্তি এই যে, ঘুমানোর পূর্বে তোমাকে আট রাকাত নফল নামাজ আদায় করতে হবে। নামাজ পড়ার পরই ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতে পারবে। এর পূর্বে কিছুতেই শুতে পারবে না। (এখানে উদাহরণ স্বরূপ একটি শাস্তির কথা উল্লেখ করা হল। কেউ ইচ্ছে করলে নফস কে অন্য শাস্তিও দিতে পারে। তবে এমন শাস্তি নির্দিষ্ট করা উচিত যাতে নফসের উপর সামান্য চাপ পড়ে। অবশ্য এমন কঠোর শাস্তিও দিবে না, যাতে নফস ভয় পেয়ে যায় আবার এমন হালকা শাস্তিও দিবে না যে, এ শাস্তির কোনো আছরই নফসের উপর হয় না।) এভাবে শাস্তি নির্ধারণের ফলে নফস যখন দেখবে যে, আট রাকাত নফল নামাজ পড়ার মতো একটি নতুন বিপদ চেপে বসেছে, তখন আগামীতে এই নফসই আপনাকে গোনাহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে, যেন সে আট রাকাত নামাজ আদায় করার কষ্ট থেকে বেঁচে যায়। এভাবেই ধীরে ধীরে আপনার আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটবে। উল্লেখ্য যে, যে কোনো উপায়ে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। উপরোল্লিখিত ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহ পাক আমাদের প্রকৃত বুদ্ধিমান হওয়ার তাওফীক নসীব করুন এবং আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে উভয় জাহানের কামিয়াবী দান করুন।* পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন - ঐ ব্যক্তিই সফলতা অর্জন করেছে, যে আত্মার পরিশুদ্ধি করতে পেরেছে। (সূরা আশশামস্ আয়াত ঃ ৯)

---

* সূত্র ঃ দুনিয়া কি উস পার

www.smfoundationbd.com

কাহিনী ৩

এমন সন্তানের পিতা যেন কেউ না হন

আমি এখন যে কাহিনী লিখতে বসেছি, আর দশটি কাহিনীর মতো এটিও একটি সত্য কাহিনী। যে কাহিনী এক সময় দেশের কোনো এক এলাকার চেনা জানা মহলে কিংবদন্তীর মতো আলোচিত হত, সেই কাহিনী প্রথম যিনি শুনতেন, তিনি বিশ্বাস করতে চাইতেন না। শুনেই মন্তব্য করতেন -"এমন কি কখনো হতে পারে?" অবিশ্বাসের এই আবরণ অপসারিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে বিশ্বাসের শিকড় মেলত। এখনও যারা এ ঘটনা প্রথম শুনেন, তারাও সংশয়ে পড়েন, তারপর বিশ্বাস করেন। কারণ এখন তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করার মতো এমন বহু ঘটনা ঘটছে। জমানা অনেক বদলে গেছে।

কাহিনীর মূল চরিত্রের নাম আব্দুল জাব্বার। প্রায় সফেদ দাড়ি, সুদর্শন চেহারা, হালকা-পাতলা গড়ন, মধ্যম উচ্চতার মানুষ। বৃটিশ আমলের এনট্রেন্স পাস। বয়স আনুমানিক ষাট-এর কাছাকাছি। এককালে তিনি স্থানীয় বাস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন। এলাকার প্রায় সবাই তাকে চিনতো।

কাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট আরো দু'ব্যক্তির নাম যথাক্রমে আরমান ও আফজাল। আফজাল সাহেব আরমানের সম্পর্কে দুলাভাই হন। আরমানের বয়স ১৬/১৭ হবে। চার বছর পূর্বে পিতা-মাতা উভয়কে হারিয়ে এতিম হয়েছে। এজন্য সে পিতা-মাতার বয়সী কোনো দম্পতিকে দেখলেই হৃদয়ের গহীন কোণে তীব্র বেদনা অনুভব করেন।

জাব্বার সাহেবের সঙ্গে আফজাল সাহেবের বন্ধুত্ব বেশ পুরনো। তাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের কথা সকলের মুখে মুখে। সেই সুবাদে জাব্বার

www.smfoundationbd.com

সাহেব আরমানকেও চিনেন। তাকে দেখলে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর-স্নেহ করেন। কুশলাদি জিজ্ঞেস করে বাড়ির খোঁজ খবর নেন। আরমান বহু বার জাব্বার সাহেবের অফিসেও গিয়েছে।

জাব্বার সাহেবের অফিস সংলগ্ন ছিল একটি বিরাট মসজিদ। আজো সেই মসজিদটি আছে। রাস্তার কাছে মসজিদটি থাকার কারণে প্রতি ওয়াক্তের নামাজেই মুসল্লীদের বিপুল সমাগম ঘটতো। আরমান প্রায়ই ঐ মসজিদে নামাজ পড়ে।

একদিনের ঘটনা। আরমান সবেমাত্র আছরের নামাজ শেষ করেছে। মসজিদে মুসল্লীদের কোনো ভীড় নেই। কেননা মসজিদের নিয়মিত জামাত সমাপ্ত হয়েছে বহু আগেই। আরমান দোয়া শেষে যেই বের হওয়ার জন্য বাইরে পা বাড়িয়েছে ঠিক এমন সময় একটি পরিচিত কন্ঠের আওয়াজ তাকে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করল। সে দেখল জাব্বার সাহেব তাকে নাম ধরে ডেকে কাছে আসার আহবান জানাচ্ছেন।

আরমান জাব্বার সাহেবের ডাক শুনার সাথে সাথে দ্রুত তার নিকট উপস্থিত হয়ে সালাম দিল। কুশলাদি জিজ্ঞেস করল। জাব্বার সাহেবও পূর্বের অভ্যাস মতো তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। অত:পর কোনো ভূমিকা ছাড়াই সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন-

আচ্ছা আরমান! তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তোমার পিতার চেয়ে সুন্দর, শিক্ষিত, মূল্যবান পোষাকে সুসজ্জিত ঠিক তোমার পিতার বয়সী কোনো লোক দেখলে কি তোমার পিতার সঙ্গে তাকে তুলনা করে নিজের পিতাকে নিকৃষ্ট মনে করবে?

ঃ না, কখনো না। তাঁর কথার আগাগোড়া না বুঝেই আরমান জবাব দিল।

ঃ তোমার পিতার চেয়ে যদি তুমি অধিক বিদ্বান হয়ে যাও, অনেক বড় চাকুরি পাও এবং তোমার পদটা যদি হয় ঈর্ষণীয়; আর তোমার পিতা যদি লুঙ্গি-পাঞ্জাবী পড়ে তোমার মায়ের হাতের বানানো পিঠা নিয়ে তোমার বাসায় বেড়াতে আসেন, তাহলে কি তুমি বাসার লোকজনকে এই বলে পরিচয় দেবে যে, এই লোকটি তোমার গ্রামের মানুষ?

ঃ অবশ্যই না। কিন্তু আমার তো পিতা নেই।

www.smfoundationbd.com

ঃ না থাক্ তোমার পিতা। আমি তো জানি তোমার পিতা নেই। সকলের তো পিতা থাকে না। চাচা, মামা, খালু, ফুফা, ভাই তো তোমার আছে। তারা তোমার বাসায় গেলে কি তাদের 'গ্রামের মানুষ' বলে পরিচয় দেবে? তারা গরিব হওয়ার কারণে তুমি কি তাদের আসল পরিচয়টা গোপন রাখেবে?

ঃ না, যার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সে পরিচয়ই দেব। আরমান জবাব দিল।

ঃ কিন্তু -----।

ঃ কিন্তু বলে তিনি আর বলতে পারলেন না। একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস তার বুকের ভেতরটায় যেন সম্যক মন্থন করে দুমড়িয়ে-নিংড়িয়ে বের হয়ে এলো। নিদারুণ নৈরাশ্যে তার ব্যথা-ভারাক্রান্ত অন্তর ভেঙ্গে চুরে খান খান হয়ে গেল। তার নয়ন পথে অঝোরে নেমে এলো বাঁধন হারা অশ্রুধারা।

এরপর তিনি ছোট্ট শিশুটির মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আরও কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর ক্রন্দনরত অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়লেন। কেন এই জিজ্ঞাসা, কেন এই ক্রন্দন -- এর কিছুই বুঝল না আরমান। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে সে তাঁর চলে যাওয়ার দৃশ্যই শুধু দেখল।

বেশ কিছুক্ষণ বোকার মতো বসে থেকে এক সময় আরমান বাসায় ফিরল। মনটা তার ভীষণ খারাপ। কোনো কাজেই মন বসছেনা তার। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দুলাভাই আফজাল সাহেবের নিকট পুরো ঘটনা বর্ণনা করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনি ঘটনা শুনে যাচ্ছেন কিন্তু কোনো কথা বলছেন না। তার চোখ দু'টো ক্রমেই অশ্রু সজল হয়ে উঠছে। এমন কি দু'ফোটা অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়তেও দেখা গেল।

আরমানের কাহিনী বলা যখন শেষ, তখন দুলাভাই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন-বন্ধু আব্দুল জাব্বার কম দুঃখে কাঁদেনি। এ কান্নার ইতিহাস আছে। বড়ই করুন সেই ইতিহাস। শুনবে তুমি সেই ইতিহাস?

আরমান বলল অবশ্যই শুনব। এ কথা বলে সে একটু নড়েচড়ে বসল।

জাব্বার সাহেবের একমাত্র ছেলে মানিক। আফজাল সাহেব বলতে শুরু করলেন। আসল নাম আমি জানি না। মানিককে ঘিরে তিনি নানা

স্বপ্ন দেখতেন। স্বামী-স্ত্রী ও ছেলে এই তিন জনের ছোট্ট সংসার। জাব্বার সাহেবের আর্থিক অবস্থা খুব একটা খারাপ ছিল না। পিতার রেখে যাওয়া যে সম্পত্তি তিনি ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছিলেন তা বর্গা দিয়ে মোটামুটিভাবে সংসার চলতো।

মানিক পড়াশুনায় খুব ভাল। সে মেট্রিক পরীক্ষার চমৎকার রেজাল্ট করে। এতে জাব্বার সাহেবের কি যে আনন্দ! সে দৃশ্য না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। তিনি শপথ নিলেন, যে করেই হোক ছেলেকে অনেক বড় বিদ্বান বানাবেন। এ যেন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হল। শেষ পর্যন্ত সত্যি-সত্যিই তিনি জায়গা জমি যা ছিল তার প্রায় শেষ করে মানিককে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও এম.এ পাশ করিয়ে আনেন। লেখাপড়া শেষ হওয়ার পর মানিক একটা ভাল চাকুরি পায়। তখনও দেশ ভাগ হয়নি। আন্দোলন চলছে সর্বত্র। তার চাকুরি পাওয়ার সম্ভবত এক বছর পর দেশ ভাগ হয়। মানিক প্রথমে শিলং পরে করাচী ও সর্বশেষে ঢাকায় বদলী হয়ে আসে।

তারপর কি হলো? দারুণ কৌতুহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল আরমান।

দুলাভাই আফজাল সাহেব এবারও আরেকটি দীর্ঘ নি:শ্বাস ছেড়ে বললেন-

মানিক ঢাকায় বদলী হয়ে আসার পর কিভাবে কার পরামর্শে যেন এক বিত্তবান পরিবারের উচ্চ শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, মা-বাবাকে তার বিয়ের খবরটা পর্যন্ত জানায় নি। শুনেছি বিয়ের আলাপের সময় তার ভাবী শ্বশুর তার পিতা-মাতার সঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত আলাপ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মানিক নাকি তার শ্বশুরকে দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছিল, তার পিতা জীবিত নেই। বহু আগেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন।

আর মায়ের ব্যাপারে বলেছিল, তিনি অসুস্থ এবং খুবই দুর্বল। বৃদ্ধ বয়সে এই শরীর নিয়ে ঢাকায় আসা সম্ভবও নয়। এ কথা শুনার পর মানিকের শ্বশুর-শ্বাশুরী আর এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। তারা মনে করলেন এমন তো হতেই পারে। এ পৃথিবীতে অমর তো কেউ নয়। সুতরাং এ বিষয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। অবশেষে বিয়ের আয়োজন চলে।

যথারীতি একদিন বিয়েও সম্পন্ন হয়। কিন্তু শ্বশুর বাড়ির লোকজন ঘুর্ণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেন নি যে, জামাই বাবাজি তার পিতাকে জিন্দা রেখেই মৃত বলে ঘোষণা করেছেন।

বিয়ের পর মানিক পিতার নিকট পত্র লিখে। পত্রের মূল কথা ছিল "সরকারি নির্দেশে দু'একদিনের মধ্যেই সে করাচী চলে যাচ্ছে। সময় নেই, তাই দেখা করতে পারছে না। ছুটি নিয়ে দু'তিন মাস পর বাড়ি আসবে।"

সত্যিই কি তিনি করাচী চলে যান? কথার মাঝখান দিয়ে আরমান প্রশ্ন করল।

'বিলকুল ধাপ্পা। বদলীর জরুরি সরকারি নির্দেশ তার বানোয়াটি কথা। বিবাহোত্তর জীবন নির্বিবাদে ভোগ করার জন্য এটা ছিল তার একটা ফন্দি মাত্র।' আফজাল সাহেব জবাব দিলেন।

মানিকের চিঠি পেয়ে তার পিতা-মাতা খুব একটা মন খারাপ করেন নি। ভাবলেন, এখন না হয় আগের তুলানায় একটু দূরে গেছে। দু' তিন মাস পর তো ফিরে আসবেই। অবশ্য এজন্য তারা সরকারকে কিছুটা দোষারোপ করেছেন। কারণ সরকার তো ইচ্ছে করলে পিতা-মাতাকে দেখে যাওয়ার জন্য দু' চার দিন সময় দিতে পারতেন।

এই পত্র পাওয়ার পর প্রায় দেড়-দু'মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। জাব্বার সাহেব আর কোনো পত্র মানিক থেকে পান নি। মানিকের করাচীর ঠিকানা (!) না জানায় তিনিও পত্র খিলতে পারেন নি। ফলে পিতা-মাতা উভয়েই রীতিমতো অস্থির হয়ে পড়েন।

এভাবে কেটে গেল আরো কয়েক দিন। জাব্বার সাহেব ও মানিকের আম্মার চিন্তা-পেরেশানী ক্রমেই বাড়তে থাকে। ছেলের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করা যায় এ নিয়ে তারা চেষ্টা ফিকির করছেন। কিন্তু কিছুই করা হলো না।

একদিন জাব্বার সাহেব বিষন্ন মনে বসে আছেন। এমন সময় এক ভদ্র লোকের সাথে তার সাক্ষাত ঘটল। ভদ্র লোক ঢাকায় থাকেন। ছুটিতে বাড়ি এসেছেন। এক সপ্তাহের ছুটি। তন্মধ্যে তিন দিন কেটে গেছে। মানিকের অফিসেই এই ভদ্র লোক চাকরি করেন।

লোকটি প্রথমে প্রাথমিক কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তারপর অপরাধীর মতো বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন। আসার সময় সাহেবকে বলে আসিনি। তবে তিনি ভাল আছেন। সরকার তাকে বিরাট এক বাসা দিয়েছে। সে বাসায়ই তিনি এখন থাকেন। বিয়ের কথাটা তিনি হয়তো জানতেন না। তাই সে কথা উত্থাপন করেন নি।

জাব্বার সাহেব ভদ্র লোকের কথা শুনে অবাক! তার ছেলে থাকে করাচী, আর এই লোকটা বলছে ঢাকায়, ব্যাপারটা তাহলে কি? মানিকের চিঠি কি তাহলে মিথ্যা! নাকি এই লোকটিই মিথ্যা কথা বলছে? মানিক তো মিথ্যাবাদী নয়, মিথ্যা কথা সে লিখতে পারে না। হয়ত বদলীর অর্ডার হয়েছিল, আবার সে অর্ডার বাতিল হয়ে গেছে। এ জন্য তার আর করাচী যাওয়া হয়নি। বদলা বদলীর চাকরি। অহরহ তো এ কারবারই চলে।

জাব্বার সাহেব এ কথাগুলো বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও মনের মধ্যে উদিত একটি প্রশ্নের জবাব কিছুতেই মিলাতে পারছেন না। তার অন্তরে বারবার কেবল এ প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে যে, মানলাম বদলীর অর্ডার ক্যানসেল করা হয়েছে বা মুলতবি রাখা হয়েছে, কিন্তু গত দু'মাসের মধ্যে এ খবরটা জানাবার একটু সময়ও কি সে পায়নি? ফোনেও কি সে কথাটি জানাতে পারেনি?

জাব্বার সাহেব গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সামনে দন্ডায়মান লোকটির কথা তিনি যেন ভুলেই গেছেন। লোকটি তাকে চিন্তিত দেখে বললেন, কি এমন ভাবছেন? খবর থাকলে বলে দিন অথবা একটি চিঠি লিখে দিন। আমি হাতে হাতে সাহেবের কাছে পৌঁছে দেব।

জাব্বার সাহেব বললেন না, চিঠি আর দিচ্ছি না। আমি নিজেই ঢাকা যাব। আপনি আমার আগে ঢাকা চলে গেলে তাকে বলবেন, তার মা ও আমি ভাল আছি।

- জী বলবো, এ কথা বলে একটি সালাম জানিয়ে ভদ্রলোক কেটে পড়লেন।

জাব্বার সাহেব কোনো অবস্থাতেই হিসাব মিলাতে পারছেন না। ব্যাপারটি তার নিকট কেমন যেন লাগছে। অবশেষে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীর কাছে বললেন, একজন লোকের মাধ্যমে জানতে পারলাম মানিক আবার ঢাকায়

চলে এসেছে। আমি ঢাকায় গিতে তাকে দেখে আসি। মানিকের মা একথা শুনে তো মহাখুশি। স্বামীকে বললেন, আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করুন। ঢাকা যখন এসেছে তখন বাড়ি আসবে, না হয় একটি পত্র তো লিখবে। খবরটা ভাল করে জেনে নিন। ২/৪দিনের মধ্যে কোনো চিঠিপত্র না পেলে ঢাকায়ই চলে যান। গিয়ে তাকে নিয়ে আসবেন। অনেক দিন হয় বাছাকে দেখিনি।

স্ত্রীর কথায় জাব্বার সাহেব কয়েকদিন অপেক্ষা করলেন। কিন্তু কোনো পত্র এলো না। এরই মধ্যে অন্য এক মাধ্যম থেকে জানতে পারলেন, সরকারি একটি অনুষ্ঠানে মানিক বক্তৃতা দিয়েছে। সুতরাং মানিক যে এখন ঢাকায় আছে এ ব্যাপারে জাব্বার সাহেবের আর কোনো সংশয় রইল না। তাই এবার তিনি নিজেই ঢাকায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। স্ত্রীকে বললেন, ছেলের জন্য কিছু পিঠা বানিয়ে দিও। মানিক কবে বাড়ি আসবে তা তো বলা যায় না। বড় চাকরি, কাজের চাপ, নতুন দেশ। দায়িত্ব তো অনেক।

মানিকের মা ছেলের জন্য হরেক রকম পিঠা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পরদিন নানা জাতের পিঠা দিয়ে একটি ব্যাগ ভর্তি করে স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন আজই চলে যান। নিজ হাতে ছেলেকে খাইয়ে আসবেন। জাব্বার সাহেব বললেন-আজই যাচ্ছি। আরো একটা সংবাদ শুনলাম। মানিক নাকি বড় একটি সরকারি বাসা পেয়েছে। এত বড় বাসায় সে একা থাকবে কি করে? এত করে বললাম বাবা! তুমি একটা বিয়ে কর। কিন্তু সে শুনলো না।

মা বললেন, বাসা যখন পেয়েছে তখন বিয়েও করবে। বউমা নিয়ে আমিই সে বাসায় থাকবো। আমার মানিক কি পছন্দ করে, কি না করে না, তার স্বাস্থ্য কিভাবে কি করলে ভাল থাকবে এসব আমার চেয়ে বেশি কে জানে? আমি বউমাকে সব বুঝিয়ে দেব। আমি যেমন মানিককে নিজ হাতে গড়ে তুলেছি, তেমনি বউমাকেও নিজহাতে গড়বো সোহাগ আর শাসন দিয়ে।

জাব্বার সাহেব বললেন, ঠিক আছে! ইচ্ছে করলে আজই তুমি ছেলের কাছে যেতে পার। চল না আমার সঙ্গে।

মানিকের মা আর কথা বলেন নি। শুধু একটি মিষ্টি হাসি স্বামীকে উপহার দিয়ে যাবার সময় বললেন, যাবো গো যাব। আল্লাহর হুকুম

থাকলে সময় হলে অবশ্যই যাব। আর একটা কথা শুনুন, আপনি তো ছেলের বাসা চিনেন না। শুধু অফিসের ঠিকানা পেয়েছেন। তাই আগে অফিসে গিয়ে উঠবেন। অফিস থেকেই বাসার ঠিকানা নেবেন।

জাব্বার সাহেবে বললেন, ঠিক আছে। আগে ঢাকা যাই। তারপর অবস্থা বুঝে যা করা দরকার করবো।

জাব্বার সাহেব ট্রেন ধরবেন। সময় আর বেশি হাতে নেই । ব্যাগ হাতে নিয়ে দেখেন ওজন তো অনেক। তথাপি স্ত্রীকে কিছু বললেন না। শুধু মনে মনে ওজনের ব্যাখ্যাটা এভাবে করলেন - মায়ের মন, ছেলেকে কি দিলে, কি খাওয়ালে মায়ের মন ভরে, তা মাও জানে না।

জাব্বার সাহেব অফিস হয়ে মানিকের বাসায় গিয়ে উঠলেন। তখন মানিক অফিসের পথে। সুতরাং পিতা পুত্রের সে সময় সাক্ষাত হয়নি। তিনি পিঠার ব্যাগটা কাজের ছেলের মাধ্যমে ভিতরে পাঠালেন। কিছুক্ষণ পর নাস্তা এলে তিনি হাত মুখ ধুয়ে নাস্তার পর্ব সেরে নিলেন। তার ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু ঘুমাচ্ছেন না। ছেলের সাথে দেখা না হলে ঘুমই তার আসবে না। কখন যে মানিক আসে সেই অপেক্ষা-ই করছেন। এই অপেক্ষার সময়টুকু কাজে লাগানোর জন্য কাজের ছেলেটির সাথে আলাপ জুড়ে দেন তিনি। এক পর্যায়ে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, আপনি সাহেবের কি হন। রসিকতা করা জাব্বার সাহেবের একটি স্বভাব। তাই ঐ ছেলেটির সংগেও তা এস্তেমাল করতেও ভুলে যান নি। ছেলেটির প্রশ্নের জবাবে বললেন, তোমার সাহেবের আমি কি হই তা তুমি তোমার সাহেবের কাছ থেকেই জেনে নিও। কাজের মেয়েটিও একই প্রশ্ন করেছে। কিন্তু রসিকতা করে একই জবাব দিয়েছেন তিনি।

ছেলেটির সাথে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে জাব্বার সাহেব বললেন, আমার জন্য নাস্তা কি হোটেল থেকে কিনেছ?

ঃ হোটেল থেকে আনতে যাব কেন? বেগম সাহেবইতো বানিয়েছেন। ছেলেটির সাদামাটা জবাব।

ঃ তুমি বেগম সাহেব কাকে বলছো? বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন জাব্বার সাহেব।

ঃ আর কাকে বলবো। আমাদের বেগম সাহেবকেই তো বেগম

সাহেব বলছি। আপনি বুঝলেন না? আপনি যার জন্য পিঠা নিয়ে এসেছেন সেই সাহেবের স্ত্রী। সাহেব দু'মাস আগে বিয়ে করেছেন। আপনি তার গ্রামের মানুষ। সাহেবের বিয়ের খবরটাও জানেন না? আপনাকে বুঝি সাহেব দাওয়াত দেন নি। সাহেবের বাপ তো নেই, তা না হলে নিশ্চয়ই জানতেন।

ছেলেটির কথায় জাব্বার সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি মনে মনে বললেন-ছেলেটি বলছে কি? "বেগম সাহেবা" "সাহেবের বাপ নেই" এসবের অর্থ কি? আমি কি তাহলে অন্য বাসায় প্রবেশ করে পিঠার ব্যাগটা হারালাম?

জাব্বার সাহেবের মনে নানা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হলো। একে একে তিনি দারোয়ান, কাজের ঝি ও বাগানের মালীকে নানা প্রশ্ন করে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলেন যে, তিনি বাসার ঠিকানা ভুল করেন নি। এসব চাকর-বাকর মানিকেরই এবং মানিক দু'মাস আগেই বিয়ে করেছে। সুতরাং ছেলেটি ভুল বলেনি। 'সাহেবের বাপ নেই' -এটা হয়তো তার বানানো কথা। আমাকে কখনো আসতে দেখেনি তো তাই একথা ছেলেটি বানিয়ে বলেছে।

বিয়ের কথা শুনে জাব্বার সাহেব বুকের কোথাও যেন প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করলেন। ভাবলেন, মানিক তাহলে এখন বিবাহিত? তাও প্রায় দু'মাস আগে? বাসায় এখন তার বউ? করাচীর বদলীর চিঠি তাহলে ভুয়া? এত বাহানার কি প্রয়োজন ছিল মানিক! বিয়ে করবি তো কর, নিষেধ তো করিনি, অনুমতি তো আগেই দিয়ে রেখেছি। শুধু তোর বিয়ের আগে খবরটা জানাতে বলেছিলাম, তোর বিয়ের মুরব্বী হতে চেয়েছিলাম। সেই প্রয়োজনও কি তুই বোধ করলি না? আমার কথা না হয় না-ই ভাবলি, তোর মায়ের কথাটা কি ভাবা তোর উচিত ছিল না?

জাব্বার সাহেব এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ভাবনার আরেক জগতে প্রবেশ করলেন। নিজেকে প্রশ্ন করলেন, এত সব ভাবছি কেন? এসব ভেবে লাভটাই বা হবে কি? যা হবার তো হয়েই গেছে। তাছাড়া তেমন মন্দ হয়েছে কি? ভালই তো হায়েছে। ছেলে মানুষ তো! হয়ত বন্ধু-বান্ধবদের চাপে পড়ে বিয়ে করেছে। আমাদের জানাবার সময় সুযোগ বোধ হয় পায়নি। এজন্য লজ্জা পেয়েছে। কিসের লজ্জা? আমি তো এসে

গেছি। বউমাকে বরণ করে নেব। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। জাব্বার সাহেব যখন এসব ভাবছিলেন তখন মানিক বাসায় ফিরে। সে বৈঠক খানায় পিতাকে একা দেখে অবাক হয়। এমন পরিস্থিতির জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। তথাপি নিজেকে সামলে নিয়ে পিতাকে সালাম করল এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করল। তারপর পিতা কিভাবে এখানে পৌঁছলেন তাও জিজ্ঞেস করে জেনে নিল।

জাব্বার সাহেব এক পর্যায়ে পুত্রকে প্রশ্ন করলেন তুমি চিঠি লিখেছ যে, করাচী বদলী হয়ে যাচ্ছ অথচ লোক মুখে শুনতে পেলাম, তুমি নাকি ঢাকায় আছ। ব্যাপারটা কি? তা জানতে আসলাম।

ঃ বদলীর অর্ডার মুলতবি আছে। মানিকের সহজ সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ঃ শুনলাম তুমি নাকি বিয়ে করেছ? পিতার সরল জিজ্ঞাসা।

ঃ হ্যাঁ, হঠাৎ হয়ে গেল। তাই কাউকে জানাতে পারিনি। মানিকের জবাবে কোনো জড়তা নেই, আফসোসও নেই।

ঃ ভালই হলো। বউমাকে দেখবো। জাব্বার সাহেবের সরল সম্মতি আর উদার ইচ্ছার প্রকাশ।

ঃ ঠিক আছে। দেখবেন তো অবশ্যই। এখানে বসুন বাসার ভিতরে গিয়ে দেখি, বাসার কি অবস্থা।

মানিক ম্লান মুখে অন্দর মহলে প্রবেশ করতেই মানিকের স্ত্রী বললো, আপনাদের দেশ থেকে একজন বুড়ো লোক এসেছেন, বৈঠকখানায় আছেন। উনার সাথে আপনার দেখা হয়েছে তো? আজব এই লোকটা নিজের পরিচয় দিতে চায় না। শুধু বলে, তোমাদের সাহেব থেকেই আমার পরিচয়টা জেনে নিও। তিনি দেশ থেকে আমাদের জন্য ব্যাগ ভর্তি নানা জাতের পিঠা নিয়ে এসেছেন।

- মানিক সাহেব কি বললেন? আরমান তার দুলাভাই আফজাল সাহেবকে কথার মাঝে জিজ্ঞেস করল।

- মানিক বউকে হালকা একটা ধমক দিয়ে বলল, বাজে বক বক করো না। পরিচয় থাকলে তো পরিচয় দিবে। ইনি আমাদের গ্রামের মানুষ। ছোট বেলা থেকে আমাকে খুব স্নেহ করতেন। মা তাকে দিয়ে এই পিঠা পাঠিয়েছেন।

www.smfoundationbd.com

ঃ আপন পিতাকে তিনি গ্রামের মানুষ বলতে পারলেন? আরমান বিস্ময় ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

ঃ হ্যাঁ আপন পিতাকে মানিক গ্রামের মানুষ বলেই পরিচয় দিল। সে তার ইজ্জত-সম্মান ও সুনাম (!) রক্ষার্থে একজন সাধারণ বেশের গরিব লোককে পিতা হিসাবে স্বীকৃতি দিতেও কুণ্ঠিত হল!

ঃ তারপর কি ঘটলো? আরমানের পরবর্তী জিজ্ঞাসা।

ঃ কি আর ঘটবে। মানিক তো আর ভুল বলেনি! পিতা-পুত্র তো এক গ্রামের মানুষই হয়। স্নেহের কথা আর পিঠা পাঠানোর কথায়ও ভুল নেই। শুধু সাধারণ পরিচয়টা দিয়ে আসল পরিচয়টা ঢেকে রাখাটাই ছিল তার মস্ত বড় ভুল। আর এই ভুলই মানিকের জীবনের সবকিছুকে ভন্ডুল করে দিল।

মানিক বেশিক্ষণ বাসায় থাকেনি। সে চাকর-বাকরকে একই পরিচয় দিয়ে যাওয়ার বেলায় বলে গেল, তোরা লোকটির প্রতি খেয়াল রাখিস।

দুপুরের খানাপিনা শেষে জাব্বার সাহেব একটু ঘুমিয়ে নিলেন। তারপর মসজিদ থেকে আসরের নামাজ পড়ে আবার বাসায় ফিরে চা-নাস্তার পর্ব শেষ করলেন। এ সময় চাকর ছেলেটি জাব্বার সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললো, এইবার আপনাকে চিনলাম। আপনার যাতে কোনো কষ্ট বা অসুবিধা না হয় সেদিক খেয়াল রাখতে সাহেব আমাদের বলে গেছেন। আপনাকে কত ভালবাসেন আমাদের সাহেব!

ঃ ভাল বাসবেই তো। জাব্বার সাহেবের সরল-সহজ স্বীকৃতি। এ ভালবাসা যে খোদার দান। আল্লাহর দেওয়া অধিকার। আল্লাহর গড়া একটি ব্যবস্থা মাত্র। বাপের হক ছেলে আদায় করে থাকে। জাব্বার সাহেব তার সরল স্বীকৃতি দিয়ে এ কথাই কাজের ছেলেকে বুঝিয়েছেন। ছেলেটি জাব্বার সাহেবের কথা বুঝল না। সে বললো–

-আপনি সাহেবের গেরামের মানুষ। সাহেবকে ছোট বেলা থেকে অনেক স্নেহ করতেন। সাহেবের পিতা নেই বলে আম্মা তাই আপনাকে দিয়েই পিঠা পাঠিয়েছেন।

কাজের ছেলের মুখ থেকে একথা শুনে জাব্বার সাহেবের বাক রুদ্ধ হয়ে এলো। ছেলেটির কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। বাসার ঝিকে

www.smfoundationbd.com

জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারলেন, মানিক তাকে গেরামের মানুষ পরিচয় ছাড়া আর কোনো পরিচয় দেয়নি। এতে তিনি আরো বেশি বেদনাহত হলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন, মানিক যখন তার বউকে এখনো দেখাল না, ঠিক আছে না-ই বা দেখলাম, তবে তার স্ত্রীর কাছে আমার পরিচয়টা কি দিয়েছে তা তো জানা দরকার।

জাব্বার সাহেব মানিকের স্ত্রীর সাথে দেখা করলেন। কিন্তু বউমাকে 'বউ মা' বলে ডাকতে তার সাহস হল না। কারণ মানিক যদি বউমার নিকটও পিতাকে 'গ্রামের মানুষ' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে।

যা হোক জাব্বার সাহেব মানিকের স্ত্রীর সাথে আলোচনা করে বুঝলেন, তার নিকটও তিনি এই পরিচয়েই পরিচিত করেছেন। বেচারীর কি দোষ। সে তো এসব জানত না। বরং সে জানে মানিকের বাপ নেই, চাচা নেই। একথা মানিকই বিয়ের আগে সকলকে জানিয়েছে।

জাব্বার সাহেব মানিকের স্ত্রীকে বললেন, বেগম সাহেবা! আপনি সাহেবকে বলবেন, তার গ্রামের বুড়ো লোকটি চলে গেছে। সাহেবকে স্নেহ করতাম, তাই দেখতে এসেছিলাম। দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, খাওয়া দাওয়া করেছি, প্রয়োজনীয় ঘুমও সেরে নিয়েছি। এখন ষ্টেশনের পথ ধরি। আস্‌সালামু আলাইকুম।

মানিকের স্ত্রী বলল এসব আপনি কি বলছেন? সাহেব এসে যদি দেখেন আপনি চলে গেছেন তাহলে আমাদের উপর খুব রাগ করবেন। তাছাড়া আপনি তো আর সাহেবের পর নন, গ্রামের মানুষ। এতদূরের পথ পাড়ি। বৃদ্ধ বয়স। দুদিন তো থাকবেন। আমার শাশুরীর জন্য কিছু কেনাকাটা করব তা নিয়ে যাবেন।

মানিকের বউ এসব কথা বলেও জাব্বার সাহেবকে আটকাতে পারল না। তিনি ঐ রাতেই ট্রেন চেপে বাড়ি আসলেন। ছেলের নতুন প্রেষ্টিজের দূর্গে পিতার প্রবেশ নিষেধ, পিতার নতুন পরিচয় 'গ্রামের মানুষ' এসব কথা তিনি মানিকের মাকে এসে বলেননি বরং ছেলের কুশল সংবাদই শুধু জানালেন। এমনকি বিয়ের খবরটাও গোপন রাখলেন। ঢাকা থেকে আসার পর একদিন আমার বাসায় এসে জাব্বার সাহেব গোটা কাহিনী বলেছিলেন। আর কেঁদেছিলেন শিশুর মতো। তাকে অনেক প্রবোধ দিয়েছি

কিন্তু তিনি কোন প্রবোধই মানেন নি।

যে ছেলেকে নিয়ে জাব্বার সাহেব এত স্বপ্ন দেখে ছিলেন, সে ছেলের এমন নির্মম ও অপমানকর আচরণ তিনি সহ্য করতে পারেন নি। ফলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তার মাথায় গন্ডগোল দেখা দিল। মাঝে মাঝে খাপ ছাড়া কথা বলেন। কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন। আবার অনেক সময় সুস্থ লোকের মতোও কথা বলেন। বাস এসোসিয়েশন থেকে তার চাকরি এখনো যায়নি। হয়ত যাবেও না। সবাই তাঁর প্রতি সংবেদনশীল। অফিসে আসেন। যতক্ষণ কাজ করেন মনোযোগের সঙ্গেই করেন। যখন কাজ কর্মে মন বসেনা, তখন মসজিদে চলে যান। তুমিইতো দেখেছো তিনি মসজিদে বসে আছেন।

- জাব্বার সাহেবের স্ত্রীর অবস্থা কেমন? আরমান জানতে চাইলো।

এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আফজাল সাহেব আবারও একটা দীর্ঘশ্বাস টানলেন। তারপর বললেন-

কেমন করে যেন ঘটনাটা মানিকের মার কানেও গেল। তিনি এ ঘটনা শুনে প্রথমে কিছুটা কান্নাকাটি করলেন। তারপর চুপ হয়ে গেলেন। শরীরটা ভেঙ্গে পড়লো। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন। এই ছিল তার শেষ শয্যা। এ শয্যা থেকে তিনি আর উঠতে পারেন নি। পনের দিনের মধ্যেই ইন্তেকাল করেন।

মায়ের মৃত্যুর সময় মানিক ঢাকায় ছিল না। যে করাচীর ধোঁকা দিয়ে নববধূকে নিয়ে পরম আনন্দ-উল্লাসে সময় কাটানোর জন্য মানিক স্বীয় পিতা-মাতার নিকট মিথ্যে চিঠি লিখেছিল, মায়ের ইন্তেকালের সময় সেই করাচীতেই সে ছিল। মায়ের মুখ দেখার কপাল তার হয়নি।

এ ঘটনার কয়েকদিন পর থেকেই মানিকের পতন শুরু হয়। শুরু হয় আপন পিতাকে অপমান করার নির্মম পরিণতি। কথায় বলে- 'পাপ বাপকেও ছাড়ে না'। মানিকের বেলায়ও এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। সে এবার পদে পদে বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে উপরস্থ-অধিনস্থ সকলের দ্বারাই অপমানিত হতে লাগলো। যে মানিককে এককালে সবাই সমীহ করে চলতো, শ্রদ্ধা করতো, সে মানিকই আজ সকলের চক্ষুশূলে পরিণত হল। আজ কারো অন্তরেই মানিকের জন্য শ্রদ্ধা নেই, ভালবাসা নেই, নেই কোন দয়া-মায়া। কি এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে যেন সকলেই তার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। সকলের মনেই জন্ম নিল ঘৃণা আর বিদ্বেষ।

এ অবস্থা মানিকের সহ্য হয় না। তার সুন্দর-সুঠাম স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। কাজে কর্মে মন বসাতে পারে না। কোনো কিছুতেই ভাল লাগে না তার। জীবনকে দুর্বিসহ মনে হয়। সে এখন বুঝতে পারে, আপন পিতা-মাতাকে সীমাহীন কষ্ট দেওয়ার ফলেই তার এই চরম পরিণতি। এভাবে কয়েক বছর দুর্বিসহ জীবন যাপনের পর জীবনের প্রতি মানিকের চরম অনীহা সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে চলাফেরা, উঠাবসা ও বেঁচে থাকাকে মনে হয় অর্থহীন-অসাড়। মনে হয় ভূ-পৃষ্ঠ যেন তার পদভার সইতেও নারাজ। এমনকি প্রিয়তম স্ত্রীর চোখেও সে আজ চরম ঘৃণিত এক নরঘাতক। কেননা বিশ্বস্তসূত্রে সেও ঘটনাটা জেনে গিয়েছিল।

কিছুদিন পর এক মোটর দূর্ঘটনায় মানিক মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তার দেহ। তবে এ রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয় নি যে, মানিকের এই মৃত্যু কি নিছক দূর্ঘটনা ছিল, নাকি এটি ছিল দু:সহ জীবন অবসানের জন্য স্বেচ্ছায় জীবন দান-আত্মহত্যা।

প্রিয় পাঠক! এই হলো জাব্বার সাহেবের কান্নার ইতিহাস। যাকে আপনারা বলতে পারেন লায়েক (!) সন্তানের প্রেষ্টিজ কাহিনীর মর্মান্তিক ইতিহাস। প্রাণভরে দোয়া করি, এমন মানিকদের পিতা যেন আল্লাহ পাক কোন জাব্বার সাহেবকে না করেন। পাশাপাশি ঐ শিক্ষা থেকেও আল্লাহর দরবারে পানাহ চাই- যে শিক্ষা জন্মদাতা পিতাকেও সঠিক পরিচয় দিতে বাধা দেয়। এমন শিক্ষায় শিক্ষিত ও বড় পদের চাকুরীজীবি থেকে মূর্খ ও কৃষক যুবক কি অধিকতর মহান নয়, যে তার পিতা-মাতাকে পরম ভালবাসায় আব্বা-আম্মা বলে ডাকে?

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিজের পিতার পরিচয় দিতে অনীহা বোধ করো না। কারণ যে ব্যক্তি নিজের পিতার পরিচয় দিতে অনিহা বোধ করল, সে কুফরি করল।

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া অন্য লোকদের নিজের পিতা বলে পরিচয় দেয়, অথচ সে জানে ঐ ব্যক্তি তার পিতা নয়, এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা আপন ইচ্ছানুযায়ী সকল গুনাহ মার্জনা করেন, কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার গুনাহ মার্জনা করেন না। বরং এইরূপ পাপিষ্ঠকে তিনি মৃত্যুর পূর্বে পার্থিব জীবনে যথাশীঘ্র শাস্তি প্রদান করে থাকেন। - (বায়হাকী)

www.smfoundationbd.com

মুহতারাম পাঠক! এ পর্যায়ে আমাদের আরেকটি কথা খুব ভাল করে স্মরণ রাখা উচিত। তা হলো, সন্তান থেকে ভাল ব্যবহার পাওয়ার জন্য তাকে তো সেভাবে গড়ে তোলা পিতা-মাতারই অন্যতম দায়িত্ব। সন্তানকে শিষ্টাচার না শিখিয়ে, উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত না করে তার থেকে সুন্দর ব্যবহার আশা করার দৃষ্টান্ত তো ঠিক তেমন- যেমন কোনো ব্যক্তি তেতুল গাছ রোপণ করে মিষ্টি আম পাওয়ার আশা করে। অর্থাৎ তেতুল গাছ রোপণ করে যেমন মিষ্টি আমের আশা করাটা অমূলক ও হাস্যকর, ঠিক তেমনি সন্তানকে সদাচরণ শিক্ষা না দিয়ে, সুশাসন না করে, ধর্মীয় শিক্ষা না দিয়ে তার থেকে উত্তম আচরণের প্রত্যাশা করাটা চরম বোকামী বৈ কিছুই নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পিতার উপর সন্তানের প্রথম দায়িত্ব হলো, সে আপন সন্তানের সুন্দর নাম রাখবে এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে। - (বায়হাকী)

সুন্দর নাম রাখার অর্থ হলো, নামটি চমৎকার অর্থবহ হওয়ার সাথে সাথে তাতে ফুটে উঠবে ধর্মীয় পরিচয়ও। নাম হবে ইসলামি সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একজন প্রকৃত মুসলমান তার সন্তানের নাম কখনো মিন্টু, পিন্টু, স্বপ্না, রত্না, হাসি, জুটি, অনু, তনু ইত্যাদি রাখতে পারেন না। কেননা এসব নামের কোনো কোনোটির তো ভাল অর্থই নেই। আর যেগুলোর মোটামুটি অর্থ আছে, সেগুলোও এমন, যদ্বারা মুসলমানের পরিচয়টাও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ নাম শুনে বুঝার কোনো উপায় নেই যে, সে কি মুসলমান? না অন্য ধর্মাবলম্বী? আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দীর্ঘ হাদিসের শেষাংশে বলেন, তোমরা নিজেরা পরিবারস্থ লোকদের জন্য সাধ্যনুযায়ী ব্যয় করবে এবং তাদের উপর থেকে কখনোই শাসনের লাঠি উঠিয়ে নিবে না। - (আহমদ)

শাসনের লাঠি না উঠানোর অর্থ হলো, ছেলে-মেয়ে ও পরিবারের অধিনস্থ লোকদের প্রতি উদাসীন না থাকা। যার ফলে তারা নির্ভীক হয়ে যা ইচ্ছে তা-ই করতে থাকে। বরং শরিয়তের গন্ডির মধ্যে থেকে সন্তানদেরকে আদব ও সুশিক্ষা প্রদানের নিমিত্তে মাঝে মধ্যে হালকা মারধর করা উচিত। কারণ মার ব্যতীত অনেক সময় সাবধান হয় না।

www.smfoundationbd.com

বর্তমান যুগের অবস্থা হলো, প্রথম অবস্থায় ছেলে-মেয়েদেরকে অত্যধিক আদর করা হয়। শাসন করা হয় না। এতে তারা নির্ভীক হয়ে বদ অভ্যাসে মজবুত হয়ে গেলে পরে তাদের জন্য কান্না করতে থাকে। অথচ সন্তানকে কু-কর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখা বা মারপিটকে আদর যত্নের পরিপন্থি মনে করা তাদের সাথে শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত লোকমান (আঃ) বলেন- পিতার শাসন সন্তানের জন্য এমন প্রয়োজন, যেমন ক্ষেতের জন্য পানি। - (দুররে মানসুর) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক ছা' (সাড়ে তিন কেজি) খাদ্য সদকা করার চেয়েও সন্তানকে শাসন করা অধিকতর পূণ্যের কাজ। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পরিবার পরিজনকে শাসন করার জন্য ঘরে বেত লটকিয়ে রাখে আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করেন। অপর এক হাদীসে আছে, কোনো কোনো পিতার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য সর্বাধিক মূল্যবান পুরস্কার হলো, তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করা।

মুহতারাম পাঠক! প্রত্যেক পিতা-মাতাই তাদের সন্তানকে ভালবাসে। তাদের জন্য যে কোন ধরণের কুরবানি দিতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, যে প্রিয় সন্তানদের কল্যাণে আমরা নিজেদের সহায়-সম্পত্তি এমনকি প্রয়োজনে জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হইনা, তাদেরকে যদি সদাচারী বানাতে না পারলাম, তাদের চিরস্থায়ী মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষাটুকু দিতে না পারলাম, তবে আমাদের এ ভালবাসার দাবি কতটুকু যথার্থ? পিতা হয়ে, মাতা হয়ে যদি সন্তানদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম প্রমাণিত হলাম, তবে এ ব্যর্থ পিতৃত্বের ও ব্যর্থ মাতৃত্বের কি সার্থকতা রয়েছে? আমি যদি আমার সন্তানকে সত্যিকার অর্থেই ভালবেসে থাকি, তাহলে আমার ভালবাসার দাবী কি এটা নয় যে, আমি তার জন্য এমন কিছু করব যা সত্যিকার অর্থেই তার জন্য মঙ্গলজনক? তাই আসুন, পিতা-মাতার হকগুলো জেনে নেওয়ার পাশাপাশি সন্তানের হকগুলো জেনে নেই। তারপর এগুলোর উপর আমল করতে সচেষ্ট হই। তাহলে ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, সন্তান থেকে চেয়ে শ্রদ্ধা আদায় করার প্রয়োজন পড়বে না। মোটকথা, আমি পিতা কিংবা মাতা হিসেবে যদি আমার দায়িত্ব একশত ভাবে আদায় করতে পারি, তবে সন্তানরাও তাদের দায়িত্ব পালন করবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের বুঝবার তাওফীক দিন। আমীন॥ *

---

* সূত্র ঃ প্রেস্টিজ কনসার্ড, ফাযায়েলে নামাজ

www.smfoundationbd.com

কাহিনী ৪

যার কাজ তারে সাজে

সায়েমা ও সালেহা দুই বান্ধবী। তাদের বন্ধুত্ব বেশ পুরানো। প্রত্যেকেই একে অপরের খেলার সাথী, পড়ারও সাথী। সায়েমার বয়স বাইশ বছর। দেখতে শুনতে তেমন খারাপ নয়। গত দু'বছর হল সে বিয়ের পীড়িতে বসেছে। স্বামী একটি প্রাইভেট ফার্মের ম্যানেজার।

সালেহা কুমারী। এখনো বিয়ে হয়নি। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে। সে বেশ সুন্দরী। তার কণ্ঠে রয়েছে কুমারীত্বের আকর্ষণ ও যাদুময়ী প্রভাব। সে দক্ষ কণ্ঠ অনুশীলনকারীদের মতোই কথাকে মোহনীয় করে বলতে জানে। তার ডাগর চোখের চাহনী যে কোনো দর্শকহে শরাঘাতের চেয়ে বেশি ঘায়েল করতে সক্ষম।

সালেহাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা মোট তিন জন। তার আব্বা-আম্মা সাত-আট মাস আগে ইন্তেকাল করেছেন। বর্তমানে এক ভাই ও দু'বোন নিয়েই তাদের ছোট্ট সংসার। ভাই-বোনদের মধ্যে সালেহাই বড়। ছোট ভাই আরাফাত মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে। বোন রাহেলা ৫ম শ্রেণীর ছাত্রী। পরিবারের উপার্জনক্ষম কোন পুরুষ না থাকায় একরকম বাধ্য হয়েই সালেহা একটি এনজিওতে চাকরি নিয়েছে।

বি.এ পাশ করার পর সায়েমার বিয়ে হয়। তার ইচ্ছে ছিল চাকরি করার। কিন্তু স্বামী আহসান উল্লাহ বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে তাকে চাকরি থেকে বিরত রেখেছে। তার কথা হল- আমার উপার্জন দ্বারা যেহেতু স্বাচ্ছন্দের সাথে সংসার চলছে, সেহেতু স্ত্রীকে চাকরি করার কোনো প্রয়োজন নেই।

www.smfoundationbd.com

সায়েমা আধুনিক মেয়ে।বাসার গদবাধা জীবন তার পছন্দ নয়। সে পাশ্চাত্যের অনুকরণে ফ্রী ষ্টাইলে চলতে আগ্রহী। তার এই আগ্রহকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যই সে একটা চাকরি চেয়েছিল। তার পরিকল্পনা হল - যদি একটা চাকরি পাই, তবে উহাকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন বাইরে যাওয়া যাবে, অফিসে আসা যাওয়ার পথে ইচ্ছেমতো মার্কেটিং করা যাবে। তাছাড়া বিভিন্ন বয়সের পুরুষদের সাথে হাসি তামাশা ও কথাবার্তা বলে ইনজয় করার পাশাপাশি সময় কাটানোর মোক্ষম সুযোগতো মিলবেই।

কিন্তু স্বামীর কারণে তার এ আকাঙ্খা ও পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ফলে স্বামী তার চক্ষুশূলে পরিণত হয়। কারণে অকারণে তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। মনে যা চায় তা-ই বলে। মাঝে মধ্যে চাকরি করবে বলে স্বামীকে হুমকিও দেয়।

স্বামী বেচারা ভদ্র মানুষ। স্ত্রীর এসব অশোভনীয় আচরণ মোটেও তার সহ্য হয় না। তথাপি লোক লজ্জার ভয়ে সে স্ত্রীকে তেমন কিছুই বলে না। বরং বিভিন্ন উপায়ে বুঝাতে চেষ্টা করে। কখনো বা চরম অতিষ্ট হয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে বাইরে চলে যায়। আবার কখনো বা গুণবতী শিক্ষিত স্ত্রীর (!) স্বামী প্রীতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নীরবে অশ্রু ঝরায়। এভাবেই অতিবাহিত হচ্ছে তাদের দাম্পত্য জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো।

একদিনের কথা।

স্বামী আহসানউল্লাহ ফজরের নামাজের কিছুক্ষণ পর হালকা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিয়েছেন। ঠিক এমন সময় স্ত্রী সায়েমা চরম বিরক্তির সাথে বলতে লাগল -

'এতসব ঝামেলা আর সহ্য হয় না। সকাল বেলা উঠেই নাস্তা বানাও, হাড়ি ধোও, পাতিল ধোও, আবার থালা-বাসন, আরো কত কি! যেন একবারে ওনাদের চাকর। সকাল আটটা পর্যন্ত নাক টেনে হা করে ঘুমাবে আর উঠেই 'নাস্তা দাও' বলে হাক ছাড়বে। বলি, নাস্তা কি মেশিনে তৈরি হয় যে, সুইচ টিপলেই হলো? যাও, নাস্তা নিজে তৈরি করে খাওগে। ওসব ঝৈ-ঝামেলা আমি আর পারবো না।

ঃ কী? কী বললে তুমি? পারবে না নাস্তা দিতে? তাহলে তোমাকে বধূ বানিয়ে ঘরে তুললাম কি জন্যে?

ঃ ও! চাকরগীরি করতে ঘরে এনেছ? তবে তো কোনো কথাই নেই।

ঃ পাক-শাকটুকুও করতে পারবে না?

ঃ না, পারবনা। আমার পরিস্কার কথা হল, আজ থেকে রান্না-বান্নার ধারে কাছেও যাব না।

ঃ যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমিই প্যান্ট-শার্ট পরে চাকরি করতে যাও। আমি গিয়ে রাঁধি।

ঃ বাহ! রাঁধবে? খুব ভাল। এখনই কাজে লেগে যাও। আর মনে রেখো, আমি মুর্খ নই। বি.এ পাশ করেছি। বাবা খেটে খাওয়ার মতো পথ করে দিয়েছেন। কালই আমি চাকরির খোঁজে বেরুচ্ছি।

ঃ হ্যাঁ, যাও, যাও। তোমাকে বাধা দিচ্ছে কে? তবে সাবধানে থেকো, যেন মুখে চুন-কালি মেখে ফিরে না আস।

ঃ চুন-কালি কেন? দেখ না, হাজার হাজার মেয়েরা আজ চাকরি করছে? ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য মাঠে-ময়দানে আন্দোলন করছে। আমি কেন পারবো না? স্মরণ রেখো, তুমি আমি উভয়েই এদেশের নাগরিক। সুতরাং তোমার অধিকারের চেয়ে আমার অধিকার কোনো অংশেই কম নয়। যাক এখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমি চললাম।

বান্ধবী সালেহার শরীরটা আজ ভাল নেই। সকাল থেকেই কেন যেন দুর্বলতা অনুভূত হচ্ছে। বিছানা থেকে উঠতেই মনে চাচ্ছে না। বার বার সে মনের অজান্তেই বলে ফেলছে "মেয়েদের দ্বারা কি চাকরি সম্ভব"? যদি নূন্যতম আয়-উপার্জনের একটি পুরুষও ঘরে থাকতো, তবে আর চাকরি করতাম না।

হঠাৎ কলিং বেলের রিং রিং আওয়াজে তার চিন্তায় ছেঁদ পড়ল। প্রচন্ড অনিচ্ছা সত্বেও বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর আস্তে করে দরজাটা

www.smfoundationbd.com

খুলতেই দেখল, বান্ধবী সায়েমা বিষন্ন চেহারা নিয়ে ঠায় দন্ডায়মান। তাকে দেখে আনন্দ মিশ্রিত কণ্ঠে সে বলল -

ঃ আরে, সায়েমা যে! কি ব্যাপার, কেমন আছ? কতদিন তোমাকে দেখিনা। ভাবছি একটু দেখা করতে যাব। কিন্তু এই ত্রিমুখী ঝামেলার জন্য আর পারলাম কই! যাক্ তুমি এসে খুব ভালই করেছ। তোমার সাথে গল্প করে সময় কাটানো যাবে।

ঃ ভাল । খুব ভাল আছি। তুমি কেমন আছ সালেহা?

ঃ খোদার ফজলে আছি এক প্রকার। বলো, এবার কি মনে করে আসলে এই ভর দুপুরে?

ঃ কি আর বলবো সালেহা। ঘর-সংসার আর ভাল লাগে না। কিছু একটা করতে চাই তোমার মতো। তুমি প্রত্যহ সুন্দর করে সেজেগুজে স্মার্ট হয়ে মোটর গাড়ীতে চড়ে অফিসে যাও। বিকেল পর্যন্ত আমোদ-আহলাদে সময় কাটিয়ে বাসায় ফিরে আস। রান্না-বান্নার কোনো চিন্তা তোমার নেই। মাস গেলে চকচকে নোটগুলো পকেটে পুরো। কত মজার জীবন তোমার। আর আমি? আমি সকাল বেলা উঠেই সেই কলুর বলদের মতো খাটতে থাকি। নানাবিধ কাজ কর্মে জড়িয়ে পড়ি। জীবনটাকে আচ্ছামতো ভোগ করার সুযোগই পাই না আমি। রান্না-বান্না মাজাঘষা আমার একেবারে অসহ্য! অসহ্য!!

ঃ এই সায়েমা। তোমার ঘাড়ে ভূত-প্রেত চাপেনি তো?

ঃ না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। আমার উপর কোনো ভূত-পেত্মীর আছর হয়নি।

ঃ যদি তা না-ই হয়, তবে তোমাকে এমন বুদ্ধি দিলই বা কে?

ঃ বাহ! তাহলে তুমি আর তোমার মতো যত মেয়ে চাকরি করছে, তাদের সবার ঘাড়ে ভূত চেপেছে বুঝি?

ঃ তবে আর বলছি কি? ভূত না চাপলে উল্টো বুঝে কেউ? মেয়েদের

চাকরি করা কি কষ্ট, কি যন্ত্রণাদায়ক, তা-কি তুমি জানো? এই ধরো অফিসে যাওয়া আসা, তারপর মাঠকার্যে গ্রামে যাওয়া। দ্বারে দ্বারে মুসাফিরের মতো ঘোরা। তাও আবার পুরুষের সাথে মিশে। কোথাকার কোন ভিন পুরুষ, তার সাথে গায়ে পড়ে গল্প কর, হাসি-তামাশা কর, আরও কত কি? ছিঃ ছিঃ সম্ভ্রান্ত মেয়েদের কি এসব মানায়? তুমিই বলো সায়েমা।

আর যদি কেউ একা একা থাকতে চায়, তবে তো চাকরি যায় যায়। পুরুষের সাথে হাসি-তামাশা, গাল-গল্প করাই যেন এ চাকরির প্রথম উদ্দেশ্য। আল্লাহ যেন মেয়েদেরকে এমন চাকরি করা থেকে মুক্তি দেন।

ঃ বারে কি সব বলছ তুমি সালেহা? তোমরাই না নারীদের সমান অধিকার দাবি করে রাজপথে আন্দোলন করেছ, মিটিং মিছিল করেছ। তারপর চাকরি পেয়ে এখন আবার বলছ-এসব অসহ্য।

ঃ আরে সায়েমা। যদি আন্দোলনের পূর্বে মেয়েরা জানতো যে, তাদের জন্য এত কষ্টকর হবে চাকরি করা, তাহলে কি আর এসব আন্দোলন করতো কেউ?

ঃ সালেহা তবে কি তুমি বলতে চাও, সমান অধিকার আদায়ের জন্য নারীদের আন্দোলন করা ভুল? এর কোনো অর্থ নেই?

ঃ শুধু ভুলই নয়, একে তুমি একটি আত্মঘাতি কাজ বলেও আখ্যা দিতে পার।

ঃ এসব নীতিবাক্য তোমার এতদিন ছিল কোথায়? আগে কি তুমি এসব কিছুই বুঝতে না?

ঃ সত্যিই আগে ভাল করে এসব বুঝতাম না। যদি বুঝতাম তবে কোনোদিন নারীর সমঅধিকার আদায়ের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তাম না। আর তুমি যে বলছ, আমি অফিস থেকে এসে আরামে থাকি তাও ঠিক নয়। অফিস থেকে ফেরার পর আবার ঘরের কাজও আমাকে সামলাতে হয়। সায়েমা! আগে করতাম একটা কাজ এখন করতে হয় দুটোই। তাই আগেরটাই ভাল ছিল। পুরুষরা খেটে-খুটে কষ্ট পোহায়ে সব কিছু যোগাড় করে দিত, আর আমরা মহিলারা রাঁধতাম, আর ঘর সামলাতাম। এতে

সূচিপত্র

ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম নেওয়ারও সুযোগ হতো। বিশ্বাস কর, এখন উপযুক্ত বিশ্রামেরও সুযোগ পাই না।

সায়েমা! মাঝে মধ্যে চিন্তা হয়, এখনো আমার বিয়ে হয়নি, বাচ্চা-কাচ্চা নেই, স্বামী ও শ্বশুর-শাশুরীর খেদমত করার পালা আসেনি, এখনই যদি আমার অবস্থা এই হয় যে, সারাদিন চাকরি সেরে বাসায় এসে আর কোনো কিছু ভাল লাগেনা, কিছু করতে মনে চায় না যখন স্বামী শ্বশুর, বাচ্চা-কাচ্চা হবে তখন চাকরি করার সাথে সাথে এসব কিভাবে সামাল দিব? কিভাবে তখন সকলের মন যুগিয়ে চলব। আসলে সায়েমা দু'বছর চাকরি করার অভিজ্ঞতা দ্বারা আমার মনে এ কথা খুব দৃঢ়ভাবে বসে গেছে যে, নারীদের জন্য চাকরি নয়। তাদের অবস্থান হাটে, ঘাটে, মাঠে কিংবা অফিসে নয়; বরং তাদের অবস্থান হচ্ছে অন্ত:পুরে।

সায়েমা বান্ধবী সালেহার কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনছে। সে ভাবছে, সত্যিই তো, সালেহা যা বলছে বাস্তব কথাই বলছে। তাই এ সম্পর্কে সে আরও কিছু বলার জন্য বান্ধবীকে অনুরোধ করল।

সালেহা বলল-বোন তোমাকে আর কি বলব। সেদিন আমার এক আত্মীয়ার বাসায় গিয়েছিলাম। তিনি খুব দ্বীনদার ও ভদ্র মহিলা। সম্পর্কে তিনি আমার খালাম্মা হন। তাদের বাসায় দু'দিন ছিলাম। এ দু'দিনে তাদের পরিবারের সকলের মধ্যে এমন মিল-মহব্বত ও সুদৃঢ় বন্ধন প্রত্যক্ষ করেছি যা ইতিপূর্বে কোথাও আমি দেখিনি। এতে আমার মনে এ বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে-যে ঘরের লোকজন যত দ্বীনদার, সে ঘরের লোকজন ততই শান্তিতে আছে ও থাকবে। খোদার বিধান অমান্য করে দুনিয়াতে কেউ প্রকৃত শান্তি পেতে পারে না।

খালাম্মার বাসায় অবস্থান কালে তিনি কথা প্রসঙ্গে একদিন আমাকে কয়েকটি মূল্যবান কথা শুনিয়েছিলেন। যদি চাও, তবে তুমিও তা আমার কাছ থেকে শুনে নিতে পার।

ঃ শুনবো না কেন? অবশ্যই শুনবো। তোমার কথাগুলো শুনার পরে মনে হচ্ছে আমি এতদিন বিরাট ভুলের মধ্যে ছিলাম। এবার বলো তোমার খালাম্মা তোমাকে কি বলেছিলেন।

ঃ হ্যাঁ, বলছি শোন। তিনি বলেছিলেন "আল্লাহ তা'আলা মহা প্রজ্ঞাময়।

www.smfoundationbd.com

তিনি মানুষকে পুরুষ ও নারী এই দুই ভাগে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত। অর্থাৎ নর-নারী কে কি করলে তাদের মঙ্গল হবে, কে কোথায় অবস্থান করলে তাদের কল্যাণ হবে, পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্মান ও ইজ্জত নিয়ে বসবাস করতে পারবে, দুনিয়া ও আখেরাতে প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারবে; তা তিনিই ভাল করে জানেন ও বুঝেন। কেননা যে জিনিস যিনি তৈরি করে, সে-ই সে জিনিস সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে। ঐ জিনিসটি কিভাবে ব্যবহার করলে, কিভাবে চালালে, কোথায় রাখলে ভাল থাকবে সে সম্পর্কে সে-ই সবচেয়ে বেশি ওয়াকিফহাল থাকে। সুতরাং মহাপ্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা যখন নারী-পুরুষে উভয়কে সৃষ্টি করে প্রত্যেকের কর্ম ও অবস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন; পুরুষকে বলেছেন, আয়-উপার্জনসহ বাহিরের কাজ আঞ্জাম দিতে, আর নারীকে বলেছেন ঘরের ভিতরের কাজ সমাধা করতে। অতএব বুঝতে হবে এর মধ্যেই নারী পুরুষের সমূহ কল্যাণ নিহিত আছে। যখন মানুষ আল্লাহ তা'আলার দেওয়া চির শ্বাশ্বত এই সুন্দর বিধান অবলীলায় লঙ্ঘন করতে শুরু করে তখনই দেখা দেয় সংঘাত, দেখা দেয় নানা রকমের বিপদ-আপদ। যার বাস্তব প্রমাণ প্রতিদিনই আমরা পত্র পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি।

সালেহা! আল্লাহ তা'আলা নারীকে দিয়েছেন চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ শক্তি। এই শক্তি কেবল চেহারাতেই নয় প্রতিটি অঙ্গেঁই। নারী মোহনীয়, কমনীয়, লোভনীয়। এ জন্যেই তার নিরাপদ অবস্থান অন্ত:পুরে।

পক্ষান্তরে পুরুষের দেহ সুঠাম ও মজবুত। রোদ-বৃষ্টিতে সহজেই নেতিয়ে পড়ে না। সে পারে বাইরে রোদ-বৃষ্টি ও ঝড়-ঝাপটার মোকাবেলা করে কঠোর পরিশ্রম করতে। শরীর গলদঘর্ম হলেও তার তেমন ক্লান্তি নেই। কিন্তু নারী দেহ পারবেনা তা সহ্য করতে।

পুরুষ রোদ-বৃষ্টি ঝড়ে কঠোর পরিশ্রম করতে পারে ঠিকই। কিন্তু সে পারে না চুলোর পাশে বসে অগ্নিতাপ সহ্য করে রন্ধনকার্য সমাপন করতে। সেখানে নারীদের কমনীয় দেহই সহিষ্ণু। তাই কথায় বলে "যার কাজ

www.smfoundationbd.com

তারে সাজে অন্যের বেলায় ঠেঙ্গা বাজে।”

মোটকথা আল্লাহ তা'আলা যার দেহ যেরূপ সৃষ্টি করেছেন তার আবাসস্থলও তদ্রূপ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সালেহা তার খালাম্মার কথাগুলো সায়েমাকে শুনিয়ে শেষ করতেই সে বলে উঠল -

ঃ সালেহা! তোমার খালাম্মা তো সঠিক কথাই বলেছেন। এসব কথাতো আমি আগে ভাবিনি। বরং এর উল্টো বুঝে এইমাত্র স্বামীর সাথে তর্কাতর্কি করে এলাম।

ঃ শুধু কি তাই? সায়েমা! এখন আমি ভাল করে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আলেমগণ যে আমাদের পর্দার মধ্যে থাকতে বলেন, ভিন পুরুষের সাথে প্রয়োজনে কথা বলতে ও ওঠা বসা করতে নিষেধ করেন, এটা আমাদের ভালোর জন্যই বলেন। তাঁদের কথায় পাত্তা না দেওয়ার কারণে বহু ভয়ংকর অঘটনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদের। যদি আমরা তাদের কথামতো চলতাম, তবে নারী ধর্ষণ, নারী-হরণ, নারী হত্যা ও এডিস নিক্ষেপের ন্যায় মারাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আমাদেরকে ইজ্জত সম্মান ও মূল্যবান জীবন বিসর্জন দিতে হতো না।

ঃ তওবা! তওবা!! সালেহা! আমি না বুঝে অন্ধ পথে পা বাড়িয়ে ছিলাম। না, বোন আমার আর চাকরির দরকার নেই। আমি আমার ঘরেই ফিরে যাই।

প্রিয় পাঠক! আলোচ্য ঘটনার মৌলিক কথাগুলো প্রক্রিয়াধীন মাসিক পত্রিকা 'দামামা' থেকে আমি সংগ্রহ করেছি। হুবহু এ ঘটনাটি বাস্তবেই ঘটেছিল কি-না তা আমার জানা নেই। কিন্তু এ ধরনের হাজারো ঘটনা যে আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। উপরোল্লেখিত ঘটনা দ্বারা আমি সম্মানিত পাঠকদের সম্মুখে ইসলামি শরিয়তের যে দৃষ্টিভঙ্গিটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি তার মূল কথা হলো, নারীর জন্য বিনা প্রয়োজনে পর-পুরুষের সাথে অফিসে-আদালতে, কোর্ট-

www.smfoundationbd.com

কাচারীতে চাকরি করা একেবারেই গর্হিত ও নাজায়েজ কাজ। কেননা এতে পর্দার ন্যায় একটি ফরজ আমলের মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। এছাড়া আরো বিভিন্ন উপায়ে শরয়ী আহকাম লঙ্ঘিত হয়।

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হল, বিবাহের পূর্বে মহিলাদের ভরণ পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার পিতার উপর। পিতা না থাকলে বড় ভাই বা অন্যান্য অভিভাবকের উপর, তাই নিজের পায়ে দাঁড়ানো বা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য মহিলাদের ভবিষ্যত চিন্তার প্রয়োজন নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এটা বহু পূর্বেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

তবে রুজি রোজগারের ব্যাপারে কোনো মহিলার যদি কোনো ব্যবস্থাই না থাকে যেমন-উপার্জনক্ষম পিতা, ভাই বা স্বামী না থাকে কিংবা থাকা সত্ত্বেও দেখাশুনা না করে বা করতে না পারে তখন নিজে চলার জন্য এমন কোনো হালাল পেশা গ্রহণ করতে পারে যেখানে শরয়ী পর্দা লঙ্ঘিত না হয়। যেমন নূরানী বা নাদিয়া মুআল্লিমা ট্রেনিং নিয়ে বাড়িতে বসে মহিলাগণকে কুরআনের তালীম দেওয়া, সেলাইয়ের কাজ করা, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি।

বর্তমানে অনেক মহিলাই এভাবে জীবিকা নির্বাহ করছেন। কিন্তু হাইস্কুল, কলেজ-ভার্সিটি যেখানে সহশিক্ষা দেওয়া হয় এবং পুরুষ ও মহিলা উভয় ধরনের শিক্ষক থাকেন, ফরজ পর্দা লঙ্ঘন করে সেখানে চাকরি গ্রহণ করার কোনো অবকাশ নেই। হ্যাঁ, যদি এমন স্কুল বা প্রতিষ্ঠান পাওয়া যায় যেখানে বে-পর্দা হওয়ার কোনো আশংকা নেই, প্রয়োজন বশতঃ এ ধরনের কর্মস্থলে পর্দার পাবন্দী করে চাকরি গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সঠিকভাবে ইসলামি শরিয়ত মেনে চলার তাওফীক নসীব করুন। -- আমীন॥*

---

* [মাআরিফুল কুরআন-৭ ঃ ১৩৫ # ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ২ঃ২৫৪ আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৭ ঃ ৪০৭]

www.smfoundationbd.com

কাহিনী ৫

সময় থাকতে ফিরে আসুন

মরুভূমি। বিশাল বিস্তৃর্ণ এলাকা। অনেক দূর পর্যন্ত গাছপালা নেই, তৃণলতাও নেই। শুধু ধুঁ-ধুঁ পাহাড়ী বালু। চোখ যেন বেশি দূর যেতে পারে না।

মরুভূমি পেরিয়ে আকর্ষণীয় একটি মরুদ্যান। সবারই মন কেড়ে নেওয়ার মতো। এর দিগন্ত জুড়ে সবুজের মেলা। প্রাকৃতিক মনলোভা বন-বনানী। উঁচু উঁচু গাছের ছায়ায় শীতল বায়ূর ছড়াছড়ি। রং বেরংয়ের পাখির কলতানে উদ্যানটি সদা মুখরিত। রাস্তার দু'পাশের গাছগুলোতে ফুটে আছে হাস্যরত নানা জাতের ফুল। ঘ্রাণে সুরভিত হয়ে আছে চারদিক। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এ যেন কুদরতের এক অপার খেলা।

মরুদ্যানে রয়েছে দুটি আঙ্গুরের বাগান। একটির অবস্থান অপরটির পাশেই। মালিক তাতে সুন্দর করে ঝুপড়ি বেঁধে দিয়েছে। আঙ্গুরের লতা কান্ডগুলো বিস্তৃত হয়ে পুরো ঝুপড়ির উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে আছে। থোকায় থোকায় আঙ্গুর ঝুলছে। সে এক লোভনীয় দৃশ্য। যে কেউ দেখলে অতি কষ্টে লোভ সামলাতে হবে।

বাগান দু'টোকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সারিবদ্ধ খেজুর বাগান। খেজুর গাছে কাঁধি কাঁধি খেজুর ঝুলছে। এগুলো পেকে উঠেছে। দু'চারটি খেজুর টপটপ করে নীচেও ঝরে পড়ে। মালিকের যেনো আনন্দ আর ধরে না। তার মুখে অনাবিল হাসি আর স্বস্তির নিঃশ্বাস।

দু'বাগানের মাঝখান দিয়ে একটি নহর প্রবাহিত। এ থেকে পানি সিঞ্চন করে বাগানের গাছ-পালাগুলোকে সজীব ও সতেজ রাখতেই এ মনোরম প্রয়াস। প্রতি বছর বাগানের পরিধি বাড়ানো হয়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এতে মালিক বেজায় খুশি। সীমাহীন তৃপ্ত।

জমিনে ফসল ভাল হলে মালিকের মন আনন্দে নেচে উঠবেই। এতে দোষের কিছু নেই। বরং এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তবে এটা দূষণীয় তখন, যখন মালিক এ নিয়ে অহংকার করতে থাকে। স্বীয় চেষ্টা আর বাহুবলেই এসব হয়েছে বলে মনে করে ; আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম দয়া ও অপার করুনা না হলে এসব কিছুই হতো না - এ কথা ভাবতেও যখন কষ্ট হয়।

আলোচ্য বাগান দু'টোর মালিকের অবস্থাও তাই। এত ফসল দেখে তার মধ্যে অহংকারবোধ জেগে উঠল। সে মনে করল, আমিই তো এ এলাকার সেরা ধনী। আমার সাথে লাগে কে? আমি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছি বলেই তো এসব পেয়েছি। এগুলো তো আর এমনি এমনি আসেনি। আমি যদি কষ্ট না করতাম, চিন্তা-ফিকির না করতাম, তবে কি এসব হতো? কখনোই নয়।

এসব কথা মালিক যতই ভাবছিল, তার দম্ভ ও আত্মম্ভরিতার মাত্রা ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ঠিক এমন সময় একটি লোক তার সাথে সাক্ষাতের জন্য এলো। লোকটি বয়োঃবৃদ্ধ। সাদা ধবধবে ঘন দাড়ি নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত। দেখতে খুবই সাদাসিধে। পোষাকে কোনো চমক নেই। অপার্থিব এক নূরের জ্যোতি তার চেহারাকে আলোকিত করে রেখেছে। চোখ দুটো তার উজ্জ্বল-ঝলমলে। সব মিলিয়ে মনে হয়, তিনি যেন একজন পাক্কা মুমেন - খাঁটি মুসলমান।

বৃদ্ধ লোকটি ধীর পদে এগিয়ে গেলেন মালিকের নিকট। তারপর সালাম ও কুশলাদি জিজ্ঞেস করে শুরু করলেন- দ্বীনের কথা, আখেরাতের কথা, আমলের কথা। একদিন সবাইকে সব কিছু ফেলে মহাপ্রভুর নিকট চলে যেতে হবে - সেই কথা।

এতক্ষণ মালিক চুপ করে ছিল। বৃদ্ধের কথা শেষ হলে সে শুরু করল তার আক্রোশমূলক বক্তব্য। সে বলল -

"এই যে তোমরা! আখেরাতের বিশ্বাসী ধর্ম ধারী দল! তোমাদের কী আছে? তোমরা হলে ফকির। তোমাদের কাজ হলো বাড়ি বাড়ি ঘুরে মানুষকে আবোল তাবোল বলা। খোদা-রাসূল-আখেরাত-কবর এসব

নিয়েই তোমাদের ওসব কথা? তোমরা যে খোদা, খোদা কর, খোদা কী দিয়েছেন তোমাদের? তোমরা গরিব-নিঃস্ব, দুর্বল-অসহায়। আর আমি? দেখ, আমার কত সম্পদ! আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদের অধিকারী। শুধু তাই নয়, আমার আছে প্রচুর জনবল। আমার আর কি চাই? আমার বাড়ি আছে, বাগান আছে, দল আছে, ফসল আছে। ভোগ বিলাসের যাবতীয় উপকরণ আছে। আমার স্বাস্থ্যও তোমার চেয়ে অনেক ভালো। যা মনে চায় তাই খেতে পারি আমি। কোনো কিছুই কমতি নেই আমার। সুতরাং আমি তোমার চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আমার দুঃখ হয় একথা ভেবে যে, তুমি কি আমাকে দ্বীনদার হয়ে তোমার মতো নিঃস্ব হয়ে যেতে বলছো? মনে রেখো, তোমার এ আশা কখনোই পূরণ হবে না, তোমার আর কিছু বলার থাকলে তাড়াতাড়ি বলে সরে পড়ো। আর যদি কিছু দান-খয়রাত চাও, তাহলে বলো, আমি এখনই অর্ডার করে দিচ্ছি।”

ঃ জনাব! আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি কিছু চাইতে আসিনি। আমি শুধু আপনাকে সজাগ করতে এসেছি যে, এ দুনিয়ার কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। মানুষও চিরকাল এখানে থাকতে পারবে না। শত চেষ্টা করেও না। তাই পরকালের জন্য কিছু পাথেয় তৈরি করুন। আল্লাহর হুকুম মেনে চলুন। দুনিয়ার অস্থায়ী সম্পদের মোহে পড়ে আখেরাত বরবাদ করবেন না।

ঃ আরে, তুমি কি বলতে চাও - এগুলো শেষ হয়ে যাবে? তোমার কথা মোটেও ঠিক নয়। কারণ যে ফসল হয়ে গেছে, পেকে গেছে তা কেটে ঘরে নেওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। যদি এক বাগান শেষ হয়, তাহলে অন্য বাগানেরগুলো তো থাকবে? আঙ্গুর শেষ হলে তাতে কি? বিশাল খেজুরের বাগান তো আমারই। আমার কি সম্পদের শেষ আছে? ধন-ঐশ্চর্যের অভাব আছে? না, কোনো কিছুরই অভাব নেই আমার। সুতরাং ইবাদত বন্দেগী আর দোয়া চেয়ে তোমার আল্লাহ থেকে কিছুই নিতে হবে না আমার।

এবার মুমিন লোকটি আরো সুন্দর করে বুঝালেন। বললেন - দেখুন, এ দুনিয়ার সম্পদের চেয়ে আখেরাতের সম্পদ বেশি দামী। দুনিয়াতে আপনি যতই সম্পদশালী হউন না কেন, সেগুলো তো আর সাথে নিয়ে

www.smfoundationbd.com

যেতে পারছেন না। এসব ফেলে একাকীই আপনাকে যেতে হবে। কিয়ামতের দিন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে গোটা জিন্দেগীর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। যারা দুনিয়াতে ভাল কাজ করবে তাদের জন্য আল্লাহ পাক চিরস্থায়ী সুখের আবাস-জান্নাত বানিয়ে রেখেছেন। সেখানে মানুষ অনন্তকাল থাকবে। অতএব, এসব নেয়ামত পেতে হলে যে মহান প্রতিপালক আপনাকে-আমাকে গোটা বিশ্ব ভ্রহ্মান্ডকে সৃষ্টি করেছেন, তার বিধি-নিষেধ মেনে চলতেই হবে। এছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই।

মুমিনের কথা শুনে নাস্তিক মালিক হেসে খুন। হো হো করে অট্রহাসিতে ফেটে পড়ে নির্বোধের মতোই সে বলতে লাগল-"আখেরাত-কিয়ামত-বেহেশত-দোজখ?"-এ সবতো তোমাদের সাজানো গল্প। এগুলো আমি বিশ্বাসই করি না। আর তোমার কথা মতো এগুলো যদি হয়ও তবে দেখবে তোমার চেয়ে সেখানে আমিই ভাল হালতে থাকবো। দুনিয়াতে যে সম্পদশালী হয় আখেরাতে সে সম্পদশালী হবে। আল্লাহ তোমার চেয়ে আমাকে বেশি ভালবাসেন বলেই আমাকে দিয়েছেন প্রচুর সম্পদ, আর তোমাকে করেছেন নিঃস্ব। আমার কথা এখানেই শেষ। অহেতুক আমাকে জ্বালাবে না। তুমি এখন যেতে পারো।

মুমিন লোকটি দাওয়াত দিতে এসে অনেক কিছু হজম করলেন। মালিকের উদ্ধর্তপূর্ণ কথা শুনেও তিনি চটে গেলেন না। মিষ্টি কথায় অনেক সুন্দর করে বুঝালেন। কিন্তু তাতেও যখন ইতিবাচক কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, তখন তাকে ভিন্ন উপায়ে বুঝাতে চাইলেন। তার সম্পদের মোহ ভাঙ্গাতে চেষ্টা করলেন। তার সব ক'টি কটাক্ষের যুক্তিপূর্ণ জবাব দিতে চাইলেন। মুমিন বান্দা আরো বললেন - কিসে আপনার এত অহংকার? আপনি তো এমন এক বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়েছেন যা উল্লেখ করার মতো কোনো বস্তুই ছিল না। আপনি মরে গেলে তো কেউ আপনাকে এক পয়সা দিয়েও কিনে নেবে না। আপনি স্মরণ করুন-ঐ সময়ের কথা, যখন আপনি মায়ের পেটে ছিলেন। আপনি কি খেয়াল করে দেখেছেন, কে সেখানে আপনাকে তিল তিল করে বড় করে তুলেছেন। আপনি কি চিন্তা করেছেন ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর কে আপনার মায়ের বুকে এমন সুপেয় দুধের ব্যবস্থা

করেছেন- যা অধিক গরম নয়, অতি ঠান্ডাও নয়। তিনি আর কেউ নন। তিনি হলেন মহা-মহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

আপনি আল্লাহকে অস্বীকার করলেও আমি নিমক হারামী করতে পারবো না। আমি তাকে রব বলে মেনে নিয়েছি। তাকেই সারা জীবন পালনকর্তা হিসাবে মেনে যাব। একনিষ্ঠ হয়ে তার ইবাদত করব। আমি তার সাথে আর কাউকে শরিক করতে প্রস্তুত নই।

জনাব! আপনি বলেছেন-আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসেন বলেই আমাকে নিঃস্ব এবং আপনাকে অঢেল সম্পত্তির মালিক বানিয়েছেন। আপনার কোনো জিনিসের অভাব নেই। কিন্তু মনে রাখবেন, এটি আপনার একটি মারাত্মক ভুল ধরাণা। কারণ-সম্পদ বেশি হওয়া কখনোই আল্লাহর সাথে বান্দার ভালবাসার গভীরতাকে প্রমাণ করে না। যদি তা-ই হতো তবে তো ফেরআউন, নমরূদ, কারুনসহ সকল ধনবানরাই তাঁর প্রিয় বান্দা হিসেবে আখ্যা পেতো। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, এসব বিত্তবানদের সকলেই আল্লাহর গজবে নিপতিত হয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। তাছাড়া আল্লাহ পাক অনেক সময় বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য সম্পদ দিয়ে থাকেন। অঢেল সম্পতি দিয়ে আল্লাহ পাক দেখতে চান যে, এসব পেয়ে সে কি আমাকে ভুলে যায়, না স্মরণ করে। আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, না অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে। অতএব, ভাইজান! আপনাকে অনুরোধ করে বলছি-এখনো সময় আছে। আপনি তওবা করে ফিরে আসুন। আল্লাহকে মানুন। তার দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করুন। অন্যথায় দেখবেন, আপনার সাজানো এসব বাগান জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। অথবা পানির স্তর নীচে নেমে যাবে। তখন আপনার বাগান রক্ষা করার মতো কিছুই খুঁজে পাবেন না। কাউকে তখন সাহায্যের জন্য ডাকলেও এগিয়ে আসবে না? এভাবে মুমিন বৃদ্ধটি আরো অনেক কিছু বুঝালেন। কিন্তু অবাধ্য, নাস্তিক, আল্লাহর নাফরমান তার অহংকার নিয়েই পড়ে রইল। এসব কথায় কর্ণপাত করল না মোটেও। ফলে লোকটি নিরাশ হয়ে চলে গেলেন।

আল্লাহর প্রিয় বান্দারা যা বলেন, বাস্তব দৃষ্টেই বলেন। তার কথার বাস্তবতা ফলতে দেরী হয় না। কদাচিৎ দেরী হলেও তাতে অন্য কোনো

হিকমত থাকে। এ মুমিনের আশংকাও বাস্তবায়িত হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি।

কয়েকদিন পর। একদিন আকাশ ছেঁয়ে গেলো লাল মেঘে। মেঘ তো নয় যেনো আগুনের কুন্ডলী। ক্ষণকালের মধ্যে তা পুরো বাগান ছেয়ে নিয়ে শুরু করলো অগ্নিতুফান-প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড়। নিমিষেই পুড়িয়ে ছারখার করে দিল নাস্তিকের বাগান ও ফসল।

এ অপ্রত্যাশিত-অনাকাঙ্খিত দৃশ্য দেখে সেই নাস্তিকের অন্তর তখন আক্ষেপ ও অনুশোচনায় জ্বলতে লাগল। সব হারিয়ে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। কপাল চাপড়িয়ে হা-হুতাশ করে বলতে লাগল, হায়! আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল। আমি আজ নিঃস্ব হয়ে গেলাম। হায় আফসোস! আমি যদি লোকটির কথা মেনে নিতাম, আল্লাহকে বিশ্বাস করতাম, তবে তো এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হতোনা। আজ তো একূল ওকূল দুকূলই হারালাম। না পেলাম দুনিয়াতে না পাবার আশা আছে আখেরাতে। ঐ লোকটির শেষ কথাটি যখন সত্যি হয়েছে, তখন তো কিয়ামত, হিসাব সবই আছে। আমি যে খোদাদ্রোহী-নাফরমান। আমি কী হিসাব দিব। আমি নাস্তিক হয়ে আমার পালনকর্তার সাথেই ধৃষ্টতা দেখিয়েছি। হায়! এখন আমার কি উপায় হবে? *

প্রিয় পাঠক! বর্তমান পৃথিবীতে এরূপ নাস্তিকের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও একেবারে কমও নয়। তারা আখেরাত-পরকাল, বেহেশত-দোজখ বিশ্বাস করে না। আল্লাহ পাকের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। অথচ আল্লাহপাক যে আছেন তা বুঝার জন্য আমাদের চোখের সামনেই হাজারো নিদর্শন রয়েছে। যদি আমরা এসব নিয়ে সামান্য ফিকির করি - চিন্তা করি তবেই সব কিছু বুঝে এসে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

এ ঘটনা লিখতে গিয়ে আমার নিজ কানে শুনা ছাত্র জীবনের একটি চমকপ্রদ কাহিনী মনে পড়ে গেল। আশা করি পাঠক বন্ধুরাও এ থেকে কিছু শিখতে পারবেন। তাই প্রাসঙ্গিক আলোচনা হিসেবে ছোট্ট এ ঘটনাটিও জুড়ে দিলাম।

আমি তখন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরকারি কলেজের ছাত্র। হানিফ নামের আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। শহরের এক অভিজাত এলাকায় তাদের

* তথ্য সূত্র : মা'আরিফুল কুরআন ৫/৫৯০-৫৯২; তাফসীরে কুরতবী ১০/৩৯৯

www.smfoundationbd.com

বাসা। প্রায়ই আমি তাদের বাসায় যেতাম। একদিন কথা প্রসঙ্গে সে আমাকে একটি ঘটনা শুনালো। সে বলল একদা আমি আমার এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পর দাওয়াতী মেহমানদের একজনের সাথে আলাপ জুড়ে দেই। কথা বলতে বলতে তার সাথে বেশ সখ্যতা গড়ে উঠে। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর আমি বুঝলাম, ভদ্রলোক কবর-হাশর, বেহেশত-দোজখ বিশ্বাস করেন না। আমি তাকে বিভিন্ন উপায়ে বুঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি বুঝলেন না। এমন কি এক পর্যায়ে তিনি বললেন-

আচ্ছা। তোমরা যে এত নামাজ পড়, রোজা রাখ, হজ কর, যাকাত দাও, ইসলামের বিধি-নিষেধ মেনে চল, শীতের দিন অতিকষ্টে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা অজু করে মসজিদে যাও - আমি জানি তোমরা পরকালীন শান্তি ও বেহেশতের আশায়ই এসব কর। কিন্তু ঘটনা যদি এমন হয় যে, মৃত্যুর পর গিয়ে দেখলে হাশর নেই, মিযান নেই, বেহেশত-দোজখ কিছুই নেই। আরাম-আনন্দের উপকরণ নেই - তাহলে তোমাদের এসব আমল কি বৃথা গেল না? তোমাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম কি বরবাদ হয়ে গেল না?

পক্ষান্তরে আমরা যারা নামাজ-রোজা করি না, ফজরের সময় লেপ মুড়ি দিয়ে নাক ডেকে ঘুমাই, অন্যান্য নামাজের সময় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গল্পগুজব করে টিভি, ভিসিআর, স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখে আনন্দে সময় কাটাই, আর আমাদের ধারণা মোতাবেক সত্যিকার অর্থেই আখেরাত বলতে কিছু না থেকে থাকে তবে কি আমরা জিতে গেলাম না? তোমাদের চেয়ে বহুগুণে বেশি লাভবান হলাম না?

এবার আমি (লেখক) বন্ধু হানিফকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকটির এ কথার জবাবে তুমি কি বলেছো?

সে বলল, আমি তখন মেহমানকে বললাম, ভাইজান! যদি অবস্থা এমনই হয় - যেমনটি আপনি বলেছেন, তবে আমাদের ক্ষতি বলতে এতটুকুই হবে যে, আমরা আমাদের কৃতকর্মের পরকালীন পুরস্কার পেলাম না। অবশ্য ইহকালীন পুরস্কার কিন্তু আমরা সাথে সাথে পেয়ে যাচ্ছি। কারণ আমি অত্যন্ত গভীর ভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি যে, একজন প্রকৃত দীনদার মানসিকভাবে যে পরিমাণ শান্তি লাভ করে, মনে তৃপ্তি পায় -

www.smfoundationbd.com

চাই তার টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত থাকুক বা না থাকুক -একজন বদ-দ্বীন লোক কিছুতেই সে পরিমাণ মানসিক প্রশান্তি লাভ করে না। বরং সে হাজারো রকমের পেরেশানীতে গ্রেফতার থাকে যদিও সে অঢেল সম্পত্তির মালিক হয়।

কিন্তু অবস্থা যদি তার বিপরীত হয়, যেমনটি আপনি বলেছেন - অর্থাৎ আপনারা যদি মরণের পর গিয়ে দেখেন যে, হাশর-নশর আছে বেহেশতের চিত্তাকর্ষক-তৃপ্তিদায়ক নাজ-নেয়ামতও আছে, জাহান্নামের সেই লেলিহান শিখা সহ ভয়ংকর শাস্তির হাজারো উপকরণ আছে, তাহলে আপনাদের অবস্থা তখন কেমন হবে, তা একটু ভেবে দেখেছেন কি? একটু চিন্তা করেছেন কি? সেদিন আপনার অবস্থা কতটা শোচনীয় হবে? কতটা মর্মান্তিক হবে? আপনারা দুনিয়ার সামান্য আরামের জন্য আল্লাহর বিধানকে পদদলিত করার কারণে কত বড় নেয়ামত থেকে কোটি কোটি বছরের জন্য বঞ্চিত হলেন, তা একটু লক্ষ্য করেছেন কি? আর দুনিয়ার শান্তির কথা বলছেন? মনে রাখবেন, শীতকালে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে অজু করা, আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দেওয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা, ফজরের সময় আপনাদের লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা কিংবা টিভি, ভিসিআর, স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখার আনন্দের চেয়ে বহুগুণ বেশি প্রশান্তিদায়ক। আমার এ কথাটি আপনার হয়ত বুঝে নাও আসতে পারে। কারণ এটি বুঝার বিষয়; বুঝানোর বিষয় নয়।

এতক্ষণ লোকটি মাথা নিচু করে অমার কথাগুলো শুনছিল।

আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর লোকটি যখন মাথা তুলল, তখন দেখলাম তার চোখ দু'টো অশ্রু সজল। তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন, ভাইজান! এতদিন আমি সত্যিই ভুলের মধ্যে ছিলাম। আমাকে ক্ষমা করুন। দোয়া করুন আল্লাহপাকও যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আমি আপনার সাথে ওয়াদা করলাম, জীবনে আর কোন দিন নামাজ ছাড়বো না। ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলবো। আমি আপনার দোয়ার প্রত্যাশী। একথা বলে তিনি চলে গেলেন।

www.smfoundationbd.com

প্রিয় পাঠক বন্ধুগণ! আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হওয়ার কারণে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও খোদায়ী বিধি-বিধানগুলো জানতে তেমন আগ্রহী নয়। তাদের চলাফেরা আচার-আচরণ দেখলে মনে হয়, তারা যেন মরবে না। মৃত্যুর চিন্তাও তারা করে না। সর্বদা অন্যায় ও শরিয়ত বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকে। নিজের অঢেল সম্পত্তি ও টাকা পয়সার পাহাড়কে নিজস্ব কৃতিত্ব বলেই মনে করে। ফলে তাদের আত্মম্ভরিতাও অনেক বেশি। এ সমস্ত লোকদের উদ্দেশ্যে আমি বিনীত ভাবে বলব, এখনো সময় আছে। ফিরে আসুন। তওবা করুন। ইনশাআল্লাহ মহান আল্লাহপাক আপনাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। কেননা তিনি মহা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সময় থাকতে ফিরে আসার তাওফীক দান কর। ----- আমীন॥

দৃষ্টি আকর্ষণ

আমরা মুসলমান। আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, আমরা তা ঠিকমত পারছি না। উপরন্ত আমরা এমন সব গোনাহে অহরহ লিপ্ত থাকি, যাতে না দুনিয়ার কোন উপকার আছে, না আখেরাতের । ফলে আমাদের গোনাহের পাল্লা অযথাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে যেসব মনীষী এ বিষয়ে কলম ধরেছেন তন্মধ্যে মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (রাহঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'গোনাহে বেলয্‌যত' নামে উর্দু ভাষায় লেখা তাঁর এ অমূল্য গ্রন্থটি 'যে পথে মুক্তি মিলে' নামে অনুবাদ করেছেন অত্র গ্রন্থের লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম। সর্ব শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য বইটি পাঠ করা আমি অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

-- **প্রকাশক**।

www.smfoundationbd.com

কাহিনী ৬

দেবতার করুণ দশা

লোকটি বৃদ্ধ। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। নিঃশেষ হয়ে আসছে প্রাণ প্রাচুর্য। স্তিমিত হয়ে আসছে জীবন প্রদীপের সলিতা। তবুও মূর্তি পূঁজায় এতুটুকু ভাটা পড়েনি। সেই কাক ডাকা ভোরে বিছানা ছেড়ে দেব মন্দিরে প্রবেশ করে। তারপর সারিবদ্ধভাবে সাজানো মূর্তিদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করে কখন যে ফিরে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। রাতের গভীর অন্ধকারে নিঝুম নিরালায় একাকী এ অভিসার, প্রেমিক-প্রেমিকার অভিসারের চেয়ে বহু বেশি মোহনীয়। সারাদিন তার একই চিন্তা, একই কল্পনা - কখন নিশাগমন করবে, কখন সংসারের মায়া ছেড়ে দেবতার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে নিজের সকল অস্তিত্ব, সকল আমিত্ব বিলীন করে তৃষ্ণার্ত অন্তরকে পরিতৃপ্ত করবে।

মূর্তি পাগল এ লোকটি ছিল বনু সালেম গোত্রের একজন বিশিষ্ট নেতা। নাম আমের ইবনে মুয়ায। মদীনার ঘরে ঘরে, পথে প্রান্তরে মূর্তি পূজাঁয় তার খুবই সুনাম। দেবতার প্রতি একনিষ্ট প্রীতি ও ভালবাসা দেখতে পেয়ে সে বেজায় খুশি। এ নিয়ে মনে মনে গর্বও বোধ করে। কিন্তু ক'দিন পূর্বে তার পরিবারে এমন একটি ঘটনা ঘটল, যা সে কোনো দিন কল্পনা করেনি, ভাবতে পারেনি কখনও।

ঘটনা হলো, তার প্রিয় পুত্র মুয়ায রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুমহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। এতে সে ভীষণ মনক্ষুন্ন হয়। ফলে শুরু হলো আলো-আঁধারের, সত্য-মিথ্যার চির দ্বন্দ্ব। আলোচনা, পর্যালোচনা, বাক-বিতন্ডা অবশেষে বচসা পর্যন্ত হলো। কিন্তু আমের স্বীয় মতে অটল-অবিচল। পুত্র কর্তৃক অনেক বুঝানোর পরও একটুও নড়লো না স্বীয় ধর্ম থেকে।

এদিকে ইসলামের আলো মদীনার ঘরে ঘরে দ্রুত দুর্বার গতিতে ছড়িয়ে পড়ল। জমাট বাঁধা কৃষ্ণ অন্ধকার দূরীভূত হয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো মানুষের হৃদয়াকাশ। সত্যের শিখা পরশে চারদিক আলোকিত, উদ্ভাসিত। ঘন ক্লেদ আর আবিলতার স্থানে মধুর স্নিগ্ধ মায়াময়দীপ্তির ছড়াছড়ি।

আমেরের বাল্যবন্ধু অনেকেই ইতিমধ্যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। তারাও আমেরকে কত করে মূর্তির অসারতা, অক্ষমতা আর জড়তার কথা বুঝালো। কিন্তু আমের নাছোড় বান্দা। কিছুতেই সে পিতৃ পুরুষের ধর্ম ছাড়ল না। পিতার এই অনমনীয়তায় মুয়ায খুব ব্যাকুল হয়ে পড়ল। কিভাবে তাকে সত্যের দিশা দেওয়া যায়, কিভাবে তার অন্তরাকাশে হক্কের আলো প্রজ্জ্বলিত করা যায়, দিন-রাত এই একই চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলল।

কিন্তু মুয়ায যতই চেষ্টা করছে, প্রত্যাশার প্রস্ফুটিত গোলাপ পাপড়িগুলো ততোই যেন একে একে ঝরে পড়ছে। কিছুতেই পিতাকে পরম শান্তির সত্য ধর্ম ইসলামের দিকে ধাবিত করতে পারছে না। ফলে পিতার জন্য তার পেরেশানী উত্তরোত্তর কেবল বাড়তেই লাগল।

মুয়ায বিন আমেরের এক ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল। তার নাম মুয়ায বিন জাবাল। বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলে সে সমবয়সীদের মাঝে শীর্ষে।

তার কথা মনে হতেই মুয়ায বিন আমের ভাবল, আব্বার ব্যাপারে তার সাথেই পরামর্শ করা দরকার। দু'জনে মিলে পরামর্শ ও ফিকির করলে নিশ্চয়ই একটা উত্তম পন্থা বেরিয়ে আসবে।

দুই বন্ধু মিলে অনেক পরামর্শ করল। চিন্তা-ফিকির করল। শেষ পর্যন্ত আমেরকে সত্যের সন্ধান দেওয়ার একটি অভিনব কৌশলও তারা আবিষ্কার করতে সমর্থ হল।

নিত্যদিনের মতো পরদিন প্রত্যুষে আমের দেব-মন্দিরে ছুটল, কিন্তু প্রবেশ করেই তার আক্কেল গুড়ুম। একি! দেবতা কোথায়? শিউরে উঠল সারা শরীর। তন্ন তন্ন করে খুঁজল মন্দিরের চারিদিকে, আশে-পাশে, এখানে-সেখানে। কিন্তু না দেবতার কোনো পাত্তা নেই। তবে গেল কোথায়? ভয়-ভীতি আর চরম উত্তেজনার ছাপ তার চোখে-মুখে সুস্পষ্ট।

www.smfoundationbd.com

ভয়ার্ত ডাকাডাকিতে হুলস্থুল পড়ে গেল। সকলে এসে জড় হলো। তারপর দিগ্বিদিক সকলেই ছুটল দেবতার সন্ধানে। কিছুক্ষণ পর সংবাদ এলো অদূরেই এক দূর্গন্ধময় স্থানে উপুর হয়ে পড়ে আছে দেবতাজী। আমের হন্যে হয়ে ছুটে গেল। দেবতার এই করুণ দশা দেখে সে ভয় পেল। ভাবল, এবার বুঝি আর রক্ষে নেই। দেবতার অপছায়া বুঝি পড়েছে তার উপর। তাই উলু ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলে আনলো দেবতাকে। সাথে সাথে ক্রোধে গর্জন করে অশ্রাব্য গালমন্দও করল, এই কান্ড যে ঘটিয়েছে তাকে।

বাড়িতে এনে আতর গোলাপ আর সুগন্ধিতে সুবাসিত করে আবার দেবতাকে স্বীয় আসনে অধিষ্ঠিত করল। কিন্তু বিধি বাম। একই ঘটনা ঘটল পর পর কয়েকদিন ধরে।

এবার তিক্ত-বিরক্ত হয়ে ক্ষেপে উঠল আমের দেবতারই উপর। তরবারী উঁচিয়ে খানিকটা শাসিয়ে দিল দেবতাকে। বললো, আবার যদি তুই নিজকে রক্ষা করতে না পারিস তবে কিন্তু তোর কল্যাণ নেই।

পরদিন প্রত্যুষে আবার সেই একই ঘটনা। সকল শাসন উপক্ষো করে দেবতা উধাও হয়েছে। নিজকে সে রক্ষা করতে পারেনি। তাই এবার দারুণ বিরক্ত হলো আমের। আস্তো পা দু'টোকে টেনে অগ্রসর হলো, পুতিগন্ধময় আবর্জনা স্থলের দিকে।

আজ দেবতার দশা আরো গুরুতর। যা দেখে দেবতা প্রিয় আমেরের অবস্থা বড়ই শোচনীয় আকার ধারণ করল। এবার সে কি করবে কিছুই বুঝে আসছিল না। ক্ষোভে-দু:খে মাথার চুল ছিড়ঁতে ইচ্ছে করল। সে দেখল মৃত গলিত এক কুকুরের সাথে শক্ত রশি দিয়ে চির বন্ধুত্বের বন্ধন রচনা করে দেবতাজী পাশা-পাশি শুয়ে আছে।

থমকে দাঁড়াল আমের। দেবতার এই করুণ অবস্থার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর দূর-দিগন্তের নীলিমায় তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে চিন্তায় তার মাথা ঘুরে এলো। সে ভাবল তবে এ পাথুরে দেবতা সত্যিই-কি নির্জীব-নিষ্প্রাণ? বিপদে নিজেকেও রক্ষা করতে পারে না সে? নোংরা -আবর্জনাময় স্থান থেকে উঠে আসার শক্তিটুকু কি তার নেই?

পুত্র মুয়ায যা বলেছে, বাল্যবন্ধুরা যা বলেছে, তবে কি তা-ই সত্য? পিতৃ পুরুষদের ধর্মাচারে তবে কি কোনোই বাস্তবতা নেই? হৃদয়ের সঞ্চিত সকল মাধুরী আর প্রেম-ভালবাসা দিয়ে তিলে তিলে যে দেবতাকে পুষেছি তা কি আসলেই মিথ্যে?

নিশি নির্জনে গভীর নিস্তব্ধতায় একটু সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় কত তপস্যা, কত কাতর নিবেদন করেছে এই দেবতার পদতলে। আজ যেন সেই দেবতাই তাকে তিরস্কার করছে। বারংবার ব্যক্ত করছে নিজের অসহায়ত্ব ও অক্ষমতার কথা।

তবে কি এসব কিছু ধুম্রজাল, মিথ্যে?

সবকিছুই ধাঁ-ধাঁ?

এতদিন কি সে মরিচিকার পিছনে ছুটছিল?

আমের আর ভাবতে পারে না। অসহায় আর চাপা বেদনা ক্রমেই তাকে অস্থির করে তুলেছে। অবশেষে নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে কখন যে বসে পড়েছে, তা সে টেরই পায়নি।

আমেরের বাল্য বন্ধুরা অদূরে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছিল সবকিছুই। যখন তারা বুঝল, আমেরের মনোজগতে কিছুটা হলেও পরিবর্তন এসেছে, তখনই তারা সামনে এগিয়ে গেল। নিকটে পৌঁছে আমেরের কাঁধে হাত রেখে বলল, বন্ধু! আর কতদিন এ মিথ্যার পিছনে, এ মরিচিকার পিছনে ছুটবে? সত্য গ্রহণ করতে আর কতকাল বিলম্ব করবে? এসো আমাদের সাথে। এসো সত্যের পথে, শান্তির পথে। চলো যাই দু'জাহানের বাদশাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট। তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমাদের প্রিয় নবী। সেখানেই শান্তি পাবে। সন্ধান পাবে এমন এক জগতের যা কোনো দিন তুমি কল্পনাও করতে পারনি।

ইতিমধ্যে মিথ্যার সকল নিকষ কালো অন্ধকার তিরোহিত হয়েছে আমেরের অন্তর থেকে। ইসলামের সত্যতা, সাধুতা ও কমনীয়তা বিকশিত হয়েছে তার হৃদয় পটে। তাই সে ছুটল, রাসূলের দরবারে, সত্যের সন্ধানে।

মুহতারাম বন্ধুগণ! আমরা মুসলমান। নিজেকে মুসলিম বলেই দাবি করি সর্বত্র। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, আমরা আজ মুসলমানিত্ব

থেকে বহু দূরে পড়ে আছি। যে মূর্তি আর দেবতার অসারতা প্রমাণের জন্য রাসূলের আগমন, যে মূর্তিকে তিনি পবিত্র কাবা ঘর থেকে নিজ হস্তে বের করে ছিলেন, মুসলমান দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই মূর্তির ভালবাসাকেই আমরা হৃদয়ে স্থান দিচ্ছি। যদি তা না হয়, তবে কেন আমাদের সুকেসগুলোতে ছোট ছোট মূর্তি শোভা পাবে? কেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর মূর্তি আমাদের ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে? কেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ভাস্কর্য আমাদের ঘরে কিংবা রাস্তার মোড়ে মোড়ে থাকবে? জানি তারা মহান ব্যক্তি। বাংলা সাহিত্যঙ্গনে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের এ অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া আমাদের কর্তব্য। কিন্তু তাই বলে তো এ কর্তব্য পালন এমনভাবে হতে পারে না, যা আমার ধর্মের পরিপন্থি, যা আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। যার সমর্থন কুরআন হাদীসের কোথাও নেই। তাই বন্ধুগণ! আসুন! আমরা আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত মুসলমানিত্বের পরিচয় দেই। নিজেদের ড্রইং রুম ও সুকেসগুলোকে মানুষ, পুতুল, ঘোড়া, সিংহ প্রভৃতি প্রাণীর ছবি ও মূর্তি থেকে মুক্ত করি। সরকারি ভাবে মূর্তি কালচার লালনের যে বাধভাঙ্গা জোয়ার উঠেছে তা বন্ধ করতে তৎপর হই। বৈধ উপায়ে প্রতিবাদ জানাই। মনে রাখবেন যে ঘরে কোনো প্রাণীর ছবি কিংবা মূর্তি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আর রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ না করলে সে ঘরে দীনদারী থাকারও আশা করা যায় না।

প্রিয় পাঠক! আমি এ কথাগুলো অত্যন্ত দু:খের সাথে এজন্য বলতে বাধ্য হয়েছি যে, অমি দেখেছি অনেক লোক যাদেরকে সমাজে দ্বীনদার বলে ধারণা করা হয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করেন, কয়েকবার হজও করেছেন - তাদের ড্রইং রুমগুলোও নিজের পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে কিংবা নানাবিধ প্রাণীর ছবি বা মূর্তি দিয়ে ঠাসা আছে। বড় আফসোস লাগে এজন্য যে, একজন মুসলমান কি করে এমন গর্হিত কাজ করতে পারে? কিভাবে এতবড় হারাম কার্যে সে অহরহ ডুবে থাকতে পারে? তবে কি সে চায় না তার ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করুক? যদি একথাগুলো শুনে এখনই আপনারা নিজেদের সবগুলো রুমকে সকল প্রকার প্রাণীর ছবি ও মূর্তিমুক্ত করতে পারেন, তবেই আমার লিখনীটি সার্থক হবে বলে মনে করব। আর তখনই এর লেখক ও পাঠকের শ্রমের যথার্থতা প্রমাণিত হবে, সফলতা বয়ে আনবে আমাদের সকলের জন্য। আল্লাহপাক আমাদের তাওফিক দিন। আমীন।*

* [সূত্র ঃ ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া (২য় খন্ড) পৃষ্ঠা ৩৯৫-৩৯৬ # মাসিক জাগো মুজাহিদ # সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা (৭ম খন্ড) # রিজালুন হাওলার রাসূল পৃ: ৫০৬]

www.smfoundationbd.com

লক্ষ্য করুন

মানব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছাত্র জীবন। এর ব্যাপ্তিকাল জন্ম থেকে মৃত্যু নাগাদ হলেও সাধারণত ৫-৬ বছর থেকে শুরু করে ২৫- ৩০ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু নেহায়েত আফসোস ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ দীর্ঘ সময় জ্ঞান অর্জন করার পরও অনেকেই তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না বা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যায়। ফলে তাদের এ শিক্ষা নিজের কিংবা জাতির কোন কল্যাণে আসে না। অনুরূপভাবে অনেক শিক্ষকও এমন আছেন, যাদের মধ্যে আদর্শ শিক্ষকের অনেক গুণাবলীই অনুপস্থিত। ফলে তাদের থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা আশানুরূপ ফায়েদা উঠাতে পারছে না। এর পিছনে যে বিষয়টি দায়ী, তাহলো সঠিক দিক নির্দেশনার অভাব। আর এ অভাব ও শূন্যতা পূরণের জন্য হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) ও তাঁর সর্বশেষ খলীফা মুহীউস সুন্নাহ হযরত মাওঃ শাহ আবরারুল হক সাহেব (দা. বা.) এর কিছু মূল্যবান কথা ও উপদেশের সমন্বয়ে **উস্তাদ শাগরেদের হক ও তালীম তারবিয়াতের তরীকা** নামে একটি অমূল্য গ্রন্থ বাংলা ভাষা ভাষীদের হাতে তুলে দিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন অত্র গ্রন্থের লেখক মাওঃ মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম সাহেব। এ গ্রন্থটি ছাত্র উস্তাদ অভিভাবক সকলের জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

- প্রকাশক।

www.smfoundationbd.com

কাহিনী ৭

ব্যভিচারের ভয়াবহ শাস্তি

সে অনেক পূর্বের কথা। তখন হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের নবী। তিনি ভাই হারুন (আঃ) কে সঙ্গে নিয়ে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছেন। এতে অনেকে মুসলমান হলো। আশ্রয় নিল ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। ক্বওমের অনেকেই তাদের বিরোধিতা করে। কিন্তু তারা পিছপা হন না। আল্লাহর উপর ভরসা করে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন। কখনও কোনো বাধা আসলে তা প্রতিহত করেন। প্রয়োজনে যুদ্ধ করেন। এভাবেই তাদের দাওয়াতী প্রোগ্রাম সামনে এগিয়ে চলছে।

হযরত মূসা (আঃ) এর ছিল বিশাল সৈন্য বাহিনী। একবার এ বাহিনী জাব্বারীন তথা এক অত্যাচারী জাতির মোকাবেলা করার জন্য বনী কিনআনের এলাকায় শিবির স্থাপন করল। জাব্বারীন সম্প্রদায় যখন শুনল যে, হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন, তখন তাদের চরম ভয় হল। এমনকি মানসিক ভাবে তারা ভেঙ্গে পড়ল। কেননা বনী ইসরাঈলের সাথে মোকাবেলা করে ফেরাউন সম্প্রদায়ের পানিতে ডুবে মরার কথা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল। তারা ভাবল, হযরত মূসা (আঃ) এর বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে আমরা কখনোই বিজয়ী হতে পারব না। তাই এ মুহূর্তে কি করা যায় এ নিয়ে তারা অস্থির হয়ে পড়ল। অবশেষে এ সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা সকলেই দরবেশ বাল'আম বিন বাউরের কাছে যাবে এবং তাদের বর্তমান বিপদের কথা জানিয়ে তাকে দোয়া করতে বলবে।

বাল'আম বিন বাউর ছিল একজন ভাল লোক। সে ইসমে আযম জানত এবং ইসমে আজমের মাধ্যমে যে দোয়া করত তা-ই কবুল হত। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অত্যাচারী সম্প্রদায় বালআম বিন বাউরের কাছে সমবেত হয়ে বলল, হযরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত কঠিন মনের মানুষ। তিনি আমাদেরকে এদেশ থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার জন্য বিপুল সংখ্যক লোক নিয়ে হাজির হয়েছেন। সুতরাং আপনি মেহেরবানী করে তার বিরুদ্ধে এমন দোয়া করুন যাতে তিনি সদলবলে পলায়ন করতে বাধ্য হন।

বালআম আশ্চর্য হয়ে বলল, একি বলছ তোমরা! নবীর বিরুদ্ধে দোয়া! এ তো এক অসম্ভব ব্যাপার! তোমরা কি জান না যে, আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদা কত বেশি? তদুপরি তার সাথে রয়েছেন আল্লাহর অসংখ্য ফেরেশতা। আমি কেমন করে আল্লাহর এক প্রিয় নবীর বিরুদ্ধে দোয়া করব? শুনে রেখ, যদি আমি এহেন কাজ করার ধৃষ্টতা দেখাই, তাহলে আমার দুনিয়া এবং আখেরাত সবই বরবাদ হয়ে যাবে।

আগত লোকজন ছিল বড়ই নাছোড়বান্দা। তারা বালআমকে ছাড়বার পাত্র ছিল না। তাই তারা বারবার হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে বালআমকে দোয়া করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

বাল'আম বড় বেকায়দায় পড়ে গেল। সে দোয়া করতে যতই অস্বীকৃতি জানাচ্ছে ততই তারা কাকুতি মিনতি ও পীড়াপীড়ির মাত্রা বৃদ্ধি করছে। শেষ পর্যন্ত উপায়ন্তর না দেখে সে তাদেরকে সান্ত্বনার স্বরে বলল, ঠিক আছে তোমরা এখন যাও। আমি ইস্তেখারা করে জানতে চেষ্টা করব যে, এ ব্যাপারে দোয়া করার অনুমতি আছে কি না?

লোকজন চলে গেল। বাল'আম ইস্তেখারা করল। বদ'দোয়া করবে কিনা তা জানতে চাইল আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বপ্নে জানালেন-সাবধান! নবীর বিরুদ্ধে কখনোই বদদোয়া করবে না। নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনিও না।

বাল'আম এ স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাদেরকে পরিস্কার জানিয়ে দিল, নবীর বিরুদ্ধে বদ দোয়া করা নিজকে ধ্বংস করারই নামান্তর। সুতরাং এ কাজ তার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। ফলে নিরাশ হয়ে লোকেরা চলে গেল।

www.smfoundationbd.com

এবার তারা অন্য ফিকির আঁটতে শুরু করল। বেছে নিল ঘুষের পথ। যেহেতু স্বাভাবিক পন্থায় বাল'আমকে বদদোয়ার জন্য রাজি করানো যায় নি, তাই তারা অনেক মূল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়ে পুনরায় তার বাড়িতে হাজির হল। তারপর শুরু করল অনুনয়-বিনয়। কান্নাকাটি, অব্যাহত ধারায় অশ্রু বিসর্জন, কাকুতি-মিনতি কোনোটাই বাদ দিল না। কিন্তু তাতেও তারা সফল হতে পারলনা। অবশেষে সর্বশেষ হাতিয়ার হিসেবে তারা বালআমের স্ত্রীকে ধরল। বলল, আপনি আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করে দিন। আপনার কথা হুজুর অবশ্যই শুনবেন।

মেয়েরা অনেক সময় হিতাহিত জ্ঞান রাখে না। অনেকে সামান্য জিনিস পেয়েই প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। বালআমের স্ত্রীর বেলায়ও তাই ঘটলো। সুন্দর সুন্দর উপহার সামগ্রী দেখে সে লোভ সামলাতে পারল না। ফলে সেও তাদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলতে লাগল। বলল- তারা যখন এত করে বলছে, তখন একটু দোয়া করে দিলে তেমন কি আসে যায়। আপনার দোয়া যতই কবুল হোক না কেন, নবীর বিরুদ্ধে আপনার দোয়া কবুল হবে এমনটিতো কখনো হতে পারে না। সুতরাং আপনি এদের অনুরোধ রক্ষা করুন। আল্লাহ পাক নবীর জন্য যা মঙ্গল তা-ই করবেন।

এ কথা শুনে বাল'আম ঘুরে গেল। স্ত্রীর মনতুষ্টির চিন্তা ও সম্পদ লাভের অসাধারণ মোহ তাকে অন্ধ করে ফেলল। সে অত্যাচারীদের কথায় রাজি হয়ে গেল ।

বালআম একটি গাধার উপর সওয়ার হয়ে জুসতান পাহাড়ের দিকে রওয়ানা দিল। যার নিকট হযরত মূসা (আঃ) তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করছিলেন। গাধা কিছুদূর যেয়ে বসে পড়ল কোনোক্রমেই সামনে অগ্রসর হচ্ছে না। এতে বালআম অস্থির হয়ে গাধাটি পিটাতে লাগল। অনেক্ষণ পিঠানোর পর গাধাটি কিছুক্ষণ হেঁটে আবার বসে পড়ল। পুনরায় শুরু হল বেদম প্রহার। এভাবে অনেক বার হলো। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের দ্বারা গাধার জবান খুলে দিলেন। গাধা তাকে বলল - "রে মূর্খ বাল'আম! তোমার জন্য আফসোস ! তুমি কি বুঝতেছ না কোথায় যাচ্ছ? তুমি তো আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে বাধ্য করছ। অথচ ফেরেশতারা আমাকে সামনে যেতে বারণ করছে।"

গাধার পক্ষ থেকে এ সতর্কবাণী শুনার পরও ঘুষখোর বাল'আমের হুঁশ হল না। এবার সে গাধা ছেড়ে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছল। পাহাড়ে উঠে বালআম বদদোয়া করতে লাগল। কিন্তু এখানেও আল্লাহ তা'আলার কুদরত প্রকাশ পেল। তিনি বালআমের দোয়াগুলোকে এমন ভাবে উচ্চারণ করালেন যে, তা অত্যাচারী জাব্বারীনদের বিপক্ষেই গেল। এ শুনে তারা অস্থির হয়ে চিৎকার শুরু করে দিল। বলল - আপনি তো আমাদের পক্ষে দোয়া না করে উল্টো আমাদের বিপক্ষেই দোয়া করে চলছেন। বাল'আম বলল - এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আমি তোমাদের পক্ষে দোয়া করতে চাইলেও তা পারছি না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বদ দোয়ায় তোমাদের নাম এসে যাচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন উপায়ে বারংবার বালআমকে সতর্ক করলেন। কিন্তু পাপিষ্ঠ বালআম জেনে বুঝেও এ অন্যায় থেকে ফিরে এলো না। আর ফিরে আসবেই বা কি করে? সে তো তার শিক্ষা আদর্শ সব বিক্রি করে দিয়েছে দুনিয়ার সামান্য সম্পদের বিনিময়ে। ঘুষ খেয়ে হুঁশ হারিয়ে নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারল। ঘুষ দাতাদের কেনা গোলামে পরিণত হল। তাই তাদের চাপের মুখে বারবার সে বদদোয়া করার চেষ্টা করতে লাগল।

তার এহেন দুষ্কর্মে আল্লাহ তা'আলা ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তার ভাগ্য থেকে হেদায়েত মুছে দিলেন। বিভিন্ন ইশারা ইঙ্গিত পেয়েও যখন সে তওবা করল না, তখন আল্লাহ তা'আলা শাস্তি স্বরূপ তার জিহ্বাকে বুক পর্যন্ত লম্বা করে দিলেন। কুকুর ক্লান্ত অবস্থায় যেমন জিহ্বা লম্বা করে বের করে দেয় তেমনি সেও জিহ্বা লম্বা করে বের করে দিল যা বড় হয়ে বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়ল।

যখন আল্লাহর আজাব তাকে ঘিরে নিল তখন সে পাগলের মতো অস্থির হয়ে পড়ল। সে বুঝল, আল্লাহ পাক তার উপর নাখোশ হয়েছেন। তার এখন সবশেষ। দুনিয়াও শেষ, আখেরাতও শেষ। তাই সে নিজের সব শিক্ষা ভুলে গিয়ে বিপদগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগল।

যখন সে দেখল তার বদদোয়ায় কোন কাজ হচ্ছে না, তখন সে অন্য চিন্তা করতে লাগল। অনেক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করার পর শয়তানের প্ররোচনায় সে একটি নতুন পথ আবিষ্কার করল। সে সবাইকে ডেকে বলল, মূসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে আমার দোয়া কার্যকরী হবে না। তবে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি তোমাদেরকে এমন এক অব্যর্থ কৌশল বাতলিয়ে দিচ্ছি, যা অবলম্বন করলে তোমাদের জয় নিশ্চিত। কৌশলটি হল তোমরা তোমাদের সুন্দরী মেয়েদেরকে উত্তম সাজে সজ্জিত করে বনী ইসরাঈল সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। আর তাদেরকে একথা ভাল করে বুঝিয়ে দাও যে, বনী ইসরাঈলের সৈন্যরা তাদের সাথে যা কিছু করতে চায় তারা যেন তা করতে দেয়। কোনো রকম বাধা প্রদান না করে। এরা মুসাফির। দীর্ঘদিন যাবত ঘর ছাড়া। আমার এ কৌশলে হয়ত এরা আটকা পড়বে। জড়িয়ে পড়বে ব্যভিচারের ন্যায় ঘৃণিত কাজে। মনে রেখো, আল্লাহর নিকট ব্যভিচার অত্যন্ত জঘন্য পাপ। যে জাতির মধ্যে এ পাপ অনুপ্রবেশ করে সে জাতি কখনও বিজয় কিংবা সফলতা অর্জন করতে পারে না। শুধু তাই নয়, সে জাতির উপর নেমে আসে আল্লাহর গজব ও অভিশাপ। সুতরাং বিজয় চাইলে কাল বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি আমার বাতানো পদ্ধতিটি অবলম্বন কর।

বালআমের এ পৈশাচিক চালটি তাদের বেশ পছন্দ হল। এবার কিভাবে তা বাস্তবায়ন করা যায় এ নিয়ে তারা চিন্তা ফিকির করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, মেয়েদের হাতে কিছু প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রী তুলে দিয়ে বিক্রেতা রূপে হযরত মূসা (আঃ) -এর বাহিনীর কাছে পাঠিয়ে দেবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রূপসী মেয়েদেরকে উত্তমরূপে সাজিয়ে শত্রুর এলাকায় প্রেরণ করা হল। মেয়েরা সেখানে গিয়ে জিনিস বিক্রির চেয়ে দেহ বিক্রির প্রতি অধিক মনযোগী ছিল। তারা আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় হেলে দুলে বনী ইসরাঈল পুরুষদের সামনে হাজির হল। শুধু তাই নয়, পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন সবই তারা করল। এতে তারা সফলও হল। কারণ নারী যখন পুরুষের সামনে

www.smfoundationbd.com

বেহায়ার মতো হাজির হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে পুরুষরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ফলে কখনো কখনো তারা এমন সব কর্ম করে বসে, যা স্বাভাবিক অবস্থায় কল্পনাও করা যায় না।

ষোড়শী নারীরা যখন হেসে খেলে আবেদনময়ী অঙ্গ ভঙ্গিমায় বনী ইসরাঈল সৈন্যদের সামনে হাটা চলা করতে লাগল তখন সকলেই তাদের দৃষ্টি সংযত করল। কিন্তু তাদের এক সরদার এক সুন্দরী নারীর রূপ যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কিছুতেই নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ হল না। সে একটি মেয়ের হাত ধরে হযরত মূসা (আঃ) -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল- আপনি কি এ মেয়েকে আমার জন্য হারাম মনে করেন?

জবাবে হযরত মূসা (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, এ মহিলা তোমার জন্য হারাম। সাবধান! তুমি এর ধারে কাছেও যেয়ো না।

সরদারের নাম যমযম। মেয়েটির রূপ-সৌন্দর্য তার উপর এতটাই প্রভাব সৃষ্টি করল যে, সে নবীর নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত উপেক্ষা করে বসল। বলল, এ ব্যাপারে আমি আপনার হুকুম মানতে রাজি নই। অত:পর সে মেয়েটিকে আপন তাঁবুতে নিয়ে গেল এবং তার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হল।

ব্যভিচার এমনই এক মারাত্মক অপরাধ যার কারণে আল্লাহর গজব নেমে আসে। এক্ষেত্রেও তাই হল। দেখা গেল, অল্প সময়ের মধ্যে প্লেগ নামক মহামারী গোটা সৈন্যবাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ল। একের পর এক লোক মরতে লাগল প্রতি মুহূর্তে। তাদের বুঝতে অসুবিধা হল না যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব হিসেবে এসেছে। তাই তারা এ থেকে বাঁচার চেষ্টা করল। যখন বুঝল যে, ব্যভিচারের ন্যায় ঘৃণ্য অন্যায়ের কারণে এরূপ হচ্ছে তখন হযরত হারুন (আঃ) -এর নাতি সেই পাপীর তাঁবুতে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে মানুষরূপী হায়েনা দু'টোকে তরবারীর আঘাতে খন্ড বিখন্ড করে ফেলল। এতে সঙ্গে সঙ্গে মহামারী বন্ধ হয়ে গেল। বনী ইসরাঈলের সৈন্যরা উপদেশ গ্রহণের নিমিত্তে অভিশপ্ত লাশ দুটোকে টাঙ্গিয়ে রেখে দিল। বাকিরা সবাই তওবা করল। পরে হিসেব করে দেখা গেল, মহামারীর কারণে মৃতের সংখ্যা সত্তর হাজারে পৌঁছেছে। আল্লাহ সবাইকে হিফাজত করুন। *

[সূত্র : মাজাহিরে হক (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা-২৫৪-২৫৫]

www.smfoundationbd.com

প্রিয় পাঠক, ব্যভিচার একটি জঘন্য অপরাধ। এটি মানবতা বিরোধী নিতান্তই ঘৃণিত অশ্লীল কাজ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ মারাত্মক অন্যায়ের ভয়াবহ শাস্তির কথা সবিস্তরে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা যিনা- ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা। কেননা এটা খুবই নিন্দনীয় ও গর্হিত আচরণ

- [বনী ইসরাঈল:৩২]

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন - হে নবী! মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং (পাপ কর্ম থেকে) আপন লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয়ই ওরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। আপনি (অনুরূপভাবে) মুমিন নারীদেরকেও বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে ও (পর্দাশীল জিন্দেগী যাপনের মাধ্যমে) আপন লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে এবং (যত্রতত্র) তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।

- [সূরা : নূর ২৯,৩০]

ব্যভিচারের পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে মহানবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারী নারীগণ হাশরের ময়দানে উলঙ্গ থাকবে। তাদের শরীরের নিম্নদেশ থেকে আজাবের উত্তপ্ত অগ্নিশিখা বের হয়ে তাদের লজ্জাস্থানকে দারুনভাবে দগ্ধ করবে। আর ঐ হতভাগারা তখন অসহ্য যন্ত্রাণায় চেচাঁমেচি করে কাঁদবে। এমতাবস্থায় হাশরের ময়দানে সমবেত লোকজন তাদেরকে অভিশাপ ও ধিক্কার জানাবে। (হাকিম ও আততারগীব)

ব্যভিচারের কুফল সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ব্যভিচার সমাজে দারিদ্র ডেকে আনে । - (আত্ তারগীব)

তিনি আরও বলেন, যখন কোনো জনবসতিতে ব্যভিচার ও সুদের প্রসার ঘটে, তখন ঐ এলাকাবাসী আল্লাহর আজাবে পতিত হবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

যিনাকারী নারী পুরুষের ইহকালীন শাস্তি হল, যদি বিবাহিত হয় তবে রজম বা প্রকাশ্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। আর অবিবাহিত হলে

একশত বেত্রাঘাত করা হবে। অবশ্য এ দন্ডবিধি প্রয়োগের জন্য ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-ব্যভিচারী স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই একশত করে চাবুক মার। এতে যেন তোমাদের দয়া প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। [সূরা : নূর : ২]

এখনে একটি কথা খুব ভাল ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শরিয়ত ও সামাজিক উভয় দিক থেকে ব্যভিচার ঘৃণ্য অপরাধ হওয়ার কারণে উহা থেকে সর্বদা নিজকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবেই, সাথে সাথে যে সব উপায় উপকরণ মানুষকে এর দিকে আহবান করে সেগুলো বন্ধ করার ব্যাপারেও সামর্থ অনুসারে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। তবেই আমরা এবং আমাদের পরবর্তী বংশধর এ ভয়াবহ অন্যায় থেকে বাঁচতে পারবো।

ব্যভিচারের ন্যায় অশ্লীল কর্মটি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার পিছনে যে কারণটি মূখ্য ভূমিকা পালন করে তা হলো নর-নারীর পরস্পর সহবস্থান, অবাধ মেলামেশা ও নিভৃত মিলন। সুতরাং ব্যভিচার থেকে জাতিকে বাচাঁতে হলে তাদের শিক্ষালয়, অবস্থানস্থল ও কর্মক্ষেত্র অবশ্যই আলাদা করে দিতে হবে। মেয়েদেরকে পর্দার সাথে চলতে হবে। অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন বন্ধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, মোমের কাছে আগুন নিয়ে উহাকে গলতে নিষেধ করা যেমন বোকামী, ঠিক তেমনি ব্যভিচারীর প্রতি উদ্বুদ্ধকারী যাবতীয় উপকরণ জিইয়ে রেখে তা বন্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করাও তেমন বোকামী। পাশাপাশি আমাদেরকে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আজকাল ইহুদি খ্রিস্টানরা মুসলমানদের চরিত্র বিনষ্ট করার জন্য অত্যন্ত সুকৌশলে নারীদেরকে পণ্যের মডেল বানিয়ে সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে নষ্টামীর মহড়া করিয়ে টিভি-ভিসিআর, সিনেমা, স্যাটেলাইট ইত্যাদির মাধ্যমে নারী সমাজকে পুরুষদের একেবারে হাতের নাগালে পৌঁছে দিচ্ছে। এতে তাদের ঐ উদ্দেশ্যই আছে, যে উদ্দেশ্য ছিল বালআমী গোষ্ঠির। অর্থাৎ তারা জানে, যদি কোনো পুরুষকে যে কোনো উপায়ে একবার মেয়েদের খপ্পরে ফেলানো যায়, তবে শুধু সে-ই যে ধ্বংস হবে তা নয়, বরং এর ভয়াবহ কুফল হিসেবে গোটা জাতিই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিনষ্ট হবে। ঈমান-আমল দুর্বল হয়ে পড়বে। আখেরাতের চিন্তা বাদ দিয়ে কেবল দুনিয়ার আরাম আয়েশ

www.smfoundationbd.com

নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ফলে তাদেরকে সেবানুদাস বানিয়ে তাদের উপর কর্তৃত্ববান হতে কোনো বাধাই থাকবে না।

প্রিয় বন্ধুগণ! তাই আসুন; আমরা এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করি এবং মুসলিম জাতিকে ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে টেনে তোলার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য যাবতীয় অশ্লীলতা বন্ধ করি। প্রয়োজনে এর জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলি। টিভি নামক "জাহান্নামের বাক্স" থেকে নিজেও দূরে থাকি, অপরকেও দূরে রাখার চেষ্টা করি। পরকালের অনন্ত শান্তির আশায় যাবতীয় অন্যায় বিনোদন থেকে বিরত থাকি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন।*

স্মরণীয় বাণী

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নিতে হবে। আর এ নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে দু'টি শক্তির হাত থেকে। ১) অমুসলিম শক্তি ২) অনৈসলামি শক্তি। অনৈসলামি শক্তির অর্থ ঐ সব নামধারী লেখক যাদের মস্তিষ্ক ও চিন্তা চেতনা ইসলামী নয়। ক্ষতি ও দুষ্কৃতির ক্ষেত্রে এরা অমুসলিম লেখকদের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

— আল্লামা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.)

* মাজাহিরে হক, পৃ: ২৫৪-২৫৫ # মাআরেফুল কুরআন পৃ: ৫০১-৫০২
নূরুল কুরআন (৯ম খন্ড) পৃ: ১৭২-১৭৩

www.smfoundationbd.com

কাহিনী ৮

আল্লাহ্ আছে যার সবই আছে তার

আল্লাহ পাক বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালন কর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারেন। তার কাজে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। সকলেই তার মুখাপেক্ষী, কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি রাজাধিরাজ সকল বাদশাহের বাদশা। সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি।

মানুষকে আল্লাহ পাক বড় আদর করে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ আল্লাহকে ডাকবে, তার কথামত চলবে, তার ইবাদত করবে এ উদ্দেশ্যেই মানুষের সৃষ্টি। মানুষ যখন তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে, তখন আল্লাহ পাক পদে পদে তাকে নুসরত করেন। জীবনকে শান্তিময় করে দেন। আর আখেরাতের চিত্তাকর্ষক পুরস্কার তো আছেই।

কথায় বলে "যে ব্যক্তি আল্লাহকে পেল, সে সবই পেল"। আমার তো মনে হয়, এর চেয়ে সুন্দর ও উৎকৃষ্ট কথা আর হতে পারে না। এ জন্যই হযরত শামছুল হক ফরিদপুরী (রাহঃ) বলতেন "তুমি দুনিয়ার সব কিছু পেয়েছ কিন্তু আল্লাহকে পাওনি। তাহলে তুমি কিছুই পাওনি।"

আসলে এটি একটি চিরন্তন সত্য কথা যে, আল্লাহ পাকের শক্তি ও সাহায্য কারো পক্ষে হয়ে গেলে তার আর কোনো চিন্তা নেই। কঠিন থেকে কঠিনতর যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহ পাকই তখন যথেষ্ট হয়ে যান। তার যাবতীয় বিষয়ের সুরাহা এত উত্তর রূপে হয়ে যায় যে, তা দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়। হতবাক হয়ে পড়ে। তখন তার মুখ থেকে

www.smfoundationbd.com

মনের অজান্তেই বেরিয়ে পড়ে - হে খোদা! সত্যিই তুমি বড় করুণাময়, সত্যিই তুমি মহান দয়ালু দাতা। এবার সুধী পাঠকবৃন্দের সম্মুখে ইসলামের প্রথম যুগের এমন একটি ঈমানদীপ্ত কাহিনীই তুলে ধরছি-

দুই ভাই। আরবের এক নিভৃত পল্লীতে বসবাস। নিয়মিত অগ্নিপূজা করে। জন্মসূত্রেই তারা অগ্নিপূঁজক। এক পর্যায়ে তারা বৃদ্ধ হল। বয়স প্রায় সত্তরের কোটা ছাড়িয়ে গেল। ভয়ংকর মৃত্যু তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকল। তবুও তারা প্রকৃত মা'বুদকে চিনলো না। মহান আল্লাহর পরিচয় পেল না। বরং বারবরের মতো এখনো আগুনের পূজা-অর্চনা করেই দিন কাটাতে লাগল।

একদিন ছোট ভাই বড় ভাইকে সম্বোধন করে বলল- আচ্ছা ভাই! আপনি তো তিহাত্তর বছর যাবত আগুনের পূজা করে আসলেন। আমিও দীর্ঘদিন যাবত এই কাজে আপনার সহযোগী হয়েছি। আগুনকে দেবতা মনে করে পরম ভক্তিভরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। আমার কথা হল-এতদিন যা করেছি তার ফলাফল কী দাঁড়াল, তা কি একটু পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই? এতদিন পূজা করার পরও কি আগুন আমাদেরকে অন্যদের মতো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিবে? এত নিষ্ঠার সাথে সম্মান দেখানোর পরও কি উহা আমাদেরকে রেহাই দিবে না? যদি তা-ই হয়, তবে তো গোটা জনমের পরিশ্রমই বৃথা গেলো।

এতটুকু বলে ছোটভাই বড় ভাইয়ের জবাবের অপেক্ষা না করে হুট করে বাতি জ্বালিয়ে ফেলল। তারপর বড় ভাইকে লক্ষ্য করে আবার বলল, ভাইজান! অগ্নিতে কি আপনি আগে হাত রাখবেন না কি আমি আগে রাখব?

বড় ভাই উত্তরে বলল- তুমি আগে পরীক্ষা করে দেখ। আমি না হয় একটু পরেই দেখলাম।

ছোট ভাই দেরী করল না। সে তড়িঘড়ি করে আগুনের মধ্যে আগুল ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু আগুন তাকে মোটেও খাতির করল না। সে তার স্বভাব-শক্তি প্রদর্শন করতে লাগল। ফলে ছোট ভাই উহ! করে চেঁচিয়ে উঠে হাত টেনে নিল।

www.smfoundationbd.com

আগুনের এই নিষ্ঠুর আচরণে ছোট ভাইয়ের ভীষণ রাগ হল। সে যখন দেখল, দীর্ঘ দিনের পূঁজার পরও আগুন তাকে নিরাপদে ছাড়েনি, তখন সে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলল -

গোটা জনম পূঁজা অর্চনার পরও যদি আগুনের আচরণ ও ক্রিয়া আমাদের সাথে অপূজারীর মতোই হয়, তাহলে এ পূজার সার্থকতা আর থাকল কোথায়? অগ্নিপূঁজার বিনিময়ে আমাদের লাভটাই হলো কি?

ছোট ভাইয়ের কথাগুলো বড় ভাইয়ের অন্তরে ঝড়ের তান্ডব শুরু করল। তাকে নতুন করে ভাবতে শেখাল। সে ভাবল, ছোট ভাই যা বলেছে আসলে তো কথাটা ঠিকই। আমি তো এভাবে কথাটা কখনোই চিন্তা করিনি। পূর্ব পুরুষদের দেখাদেখি গোটা জীবন অগ্নিপূঁজা করে আসছি। কিন্তু এর ফায়েদা কি? লাভ কি? তা তো কোনো দিন চিন্তা করে দেখিনি? তবে কি তেহাত্তর বৎসরের এ দীর্ঘ জীবন অর্থহীন, অলাভজনক ও অযৌক্তিক একটি কাজে নষ্ট করে দিলাম। হায়! এ কথাটি যদি আগেই বুঝতে পারতাম!

বড় ভাইকে চুপ করে থাকতে দেখে ছোট ভাই ক্রমান্বয়ে বলে চলল- আসলে বড় ভাই! আমরা বিভ্রান্তির ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হয়ে আছি। কুসংস্কার ও ভ্রষ্টতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছি। এ জাল আমাদের ছিন্ন করতে হবে। সঠিক পথের সন্ধান আমাদের পেতে হবে। খুঁজে বের করে সেই প্রভুর উপাসনা করতে হবে, যিনি সকল শক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন; পারেন পাপ-পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ব্যক্তিকে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে আলোর পথ দেখাতে।

বড় ভাই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। ছোট ভাইয়ের শেষ কথাগুলো তার চিন্তায় ছেদ ফেলল। অবশেষে অস্ফুট স্বরে বলল, ঠিক বলেছ ভাই। আমরা আসলে অর্থহীন, অসত্য ও অযৌক্তিক একটি কাজে গোটা জীবন নষ্ট করে ফেলেছি। সুতরাং আর দেরী করার কোনো সুযোগ নেই। চল, আজই আমরা একজন পূণ্যবান মনীষীর শরণাপন্ন হই। যিনি আমাদেরকে সহজ, সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।

www.smfoundationbd.com

ছোট ভাই বড় ভাইয়ের প্রস্তাব সমর্থন করল। তারপর বলল-তাহলে আমরা কার শরাণাপন্ন হতে পারি? আপনার নিকট কোনো পূণ্যবান মনীষীর সন্ধান আছে কি?

কথাটি শেষ হতেই দু'জন চিন্তার গভীর সমুদ্রে হারিয়ে গেল। কেউ কোনো কথা বলছে না। অবশেষে নীরবতা ভাঙ্গল ছোট ভাই-ই। সে বলল- মালেক বিন দীনার নামে একজন সাধক আছেন। আমার জানামতে তিনি অত্যন্ত সৎ ও আদর্শ ব্যক্তি। তাঁর দারস্থ হলে কেমন হয়?

বড় ভাই তার এ প্রস্তাব সমর্থন করল। অত:পর উভয়েই সত্য গ্রহণের এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে হযরত মালেক বিন দিনারের খুঁজে বের হল। অনেক খুঁজাখুঁজির পর তারা তাঁকে বসরা নগরের একটি বাজারে বহু লোকের সমাবেশে উপদেশ দিতে দেখল। সমাবেশের কাছাকাছি আসার পর হঠাৎ বড় ভাইয়ের মনোভাব পাল্টে গেল। সে মনে মনে ভাবল, জীবন তো প্রায় শেষ। এখন ধর্ম পাল্টানোর সময় আর কোথায়? বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম পরিবর্তনীয় সে তো এক ভীষণ লজ্জার ব্যাপার! তদুপরি স্বজাতির তিরস্কার, ঘৃণা আর ধিক্কার তো আছেই। জীবনের শেষ লগ্নে উপনীত হয়ে এ অপমান কিভাবে বরদাশ্ত করব? কিভাবে স্বজন ও এলাকাবাসীরকে মুখ দেখাব? থাক যা হবার হবে, এখন আর ধর্ম পাল্টিয়ে লাভ নেই।

বড় ভাইয়ের এ আকস্মিক পরিবর্তনে ছোট অত্যন্ত মর্মাহত হল। সে আপন সিদ্ধান্তে অটল রইল। এমন কি বড় ভাইকে বুঝাতে গিয়ে বলল - ভাইজান! মানুষের তিরস্কার খুবই সীমিত সময়ের জন্য। বেশি করে হলে এর সর্বোচ্চ সীমা মৃত্যু পর্যন্ত। কিন্তু পরকালের জীবন অসীম-অনন্ত। যা একবার শুরু হলে কখনোই শেষ হবে না। সুতরাং সেখানকার তিরস্কার অপমান ও কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারাটাই হবে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার কাজ।

বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কথায় কান দিল না। বরং সে পূর্বের মনোভাব পুন:ব্যক্তি করে বলল- ঠিক আছে, তুমি তোমার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাক, আমি চললাম। এই বলে সে চলে গেল।

বড় ভাইয়ের জন্য ছোট ভাইয়ের আফসোস হল। ভাবল হায়! দীর্ঘদিন পর সত্যের আলো জ্বলে উঠতেই তা আবার দপ করে নিভে গেল। সে যা-ই হোক আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে কিছুতেই পিছপা হবো না।

ছোট ভাই স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিসহ এক সময় হযরত মালেক বিন দিনার (রাহঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হল। সে প্রথমে নিজের জীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করল। তারপর মালেক বিন দিনার (রাহঃ) কে লক্ষ্য করে বলল - হযরত! আমরা সত্য ধর্ম গ্রহণে গভীর প্রত্যাশী। এজন্য আমাদের কী করতে হবে তা বাতলে দিন।

সত্য সন্ধানী কয়েকজন মানুষকে সামনে পেয়ে হযরত মালেক বিন দিনার (রাহঃ) খুবই পুলকিত হলেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে তাদের গ্রহণ করলেন এবং নিয়ম মতো কালেমা পড়িয়ে তাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিলেন। তারপর ইসলামি শরিয়তের মৌলিক বিষয়গুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন।

ইসলাম গ্রহণের যাবতীয় কাজ শেষ করে হযরত মালেক বিন দিনার (রাহঃ) লোকটিকে বললেন- আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আপনাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না, একটু চেষ্টা করে দেখি।

কিন্তু নবমুসলিম-দম্পতি হযরত মালেক বিন দীনারকে হতবাক করে দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, আমার এখন যার আশ্রয়ে নিয়েছি তিনিইতো আমাদের ব্যবস্থা করবেন। আপনি না বলেছেন- আল্লাহপাক অসীম শক্তির অধিকারী, সমস্ত প্রাণীর যাবতীয় প্রয়োজন তিনিই পুরা করেন। তিনিই সকলকে রিজিক দান করেন। যারা তার উপর ভরসা করে তাদেরকে তিনি বঞ্চিত করেন না, বরং বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য সহযোগিতা করেন। সুতরাং আমাদের কিসের ভয়? কিসের চিন্তা? মহান রাব্বুল আলামিনই আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করবেন। আমরা মানুষের নিকট কিছুই চাই না। এতটুকু বলে সে সবাইকে নিয়ে দ্রুত প্রস্থান করল।

মালেক বিন দীনার (রাহঃ) এর দরবার থেকে বের হয়ে তারা নিজ বাড়িতে ফিরে গেল না। বরং লোকালয় থেকে দূরবর্তী একটি অরণ্যে চলে গেল। সেখানে তারা দেখল একটি শূণ্য ঘর পড়ে আছে। মানুষ জন কেউ নেই। মনে হয় দীর্ঘদিন এখানে কেউ বাস করেনি। তারা সিদ্ধান্ত নিল, আপাততঃ তারা এ ঘরেই থাকবে। পরবর্তীতে সুবিধা জনক কোনো স্থানে চলে যাবে।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ ঘরেই তারা বসবাস করতে শুরু করল। জনমানবহীন এ নির্জন স্থানে মহান আল্লাহর ইবাদতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করল। সাথে সাথে আল্লাহ পাক যে তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন সেজন্য কায় মনোবাক্যে তার শুকরিয়া আদায় করতে লাগল।

বসবাসের জন্য সামান্য আশ্রয় জুটলেও আহারের মতো তেমন কিছুই ছিল না তাদের। সাথে যা ছিল, অল্প দিনেই ফুরিয়ে গেল। এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীকে বলল- দেখুন না বাজারে গিয়ে কোনো কাজ জুটে কি-না? নূন রুটির তো একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা না খেয়ে দূর্বল হয়ে গেলে খোদাকে ডাকব কিভাবে? উপরন্তু ছোট বাচ্চারাতো আর এত কিছু বুঝবে না। আমি-আপনি না হয় কষ্ট করলাম, সবর করলাম, কিন্তু তাদেরকে তো এভাবে রাখা যাবে না।

স্ত্রীর কথায় স্বামী লোকালয়ে এসে হন্যে হয়ে কাজের সন্ধান করতে লাগল। কিন্তু ভাগ্যে কোনো কাজই জুটল না। শেষ পর্যন্ত নিরূপায় হয়ে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করে অনেক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহকে প্রাণভরে ডাকলেন। জিকির করলেন। তারপর শূণ্য হাতেই বাড়ি ফিরে এলেন।

স্ত্রী আগে থেকে স্বামীর জন্য পথ চেয়ে বসেছিল। সে স্বামীকে দেখে বলল- কী ব্যাপার? একবারে খালি হাতে ফিরলেন যে?

স্বামী ম্লানমুখে একটি কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে একটু কৌশল করে বলল, কাজ কিছু করেছি, কিন্তু পারিশ্রমিক পাইনি। আশাকরি আগামী কাল পেয়ে যাব।

এ রাত সকলেই ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটাল। কাক ডাকা ভোরে লোকটি আবারও লোকালয়ে চলে গেল। কিন্তু বিধি বাম। আজও কোনো কাজ মিলেনি। তাই গতকালের ন্যায় এবারও মসজিদে গিয়ে অনেকক্ষণ আল্লাহকে ডেকে খালি হাতেই বাড়ি ফিরল। অত:পর স্ত্রীকে বলল- ম্যালিক আজও বেতন দেয়নি। আশা করি আগামী শুক্রবারে সব প্রাপ্য একত্রে চুকিয়ে দিবে। তুমি কোনো চিন্তা করো না। আল্লাহপাক অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন।

পরিবারের সকলেই অধীর আগ্রহে শুক্রবারের অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু শুক্রবারেও কোনো ব্যবস্থা না হওয়ায় সে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। ক্ষুধার্ত বুভুক্ষ সন্তানদের নিষ্পাপ চেহারাগুলো চোখের পর্দায় ভেসে উঠতেই তার ধৈর্যের সবকটি বাধ একত্রে ছিড়ে গেল। ছোট বাচ্চাদের ন্যায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তার মনে একটি কথাই বারবার ঘুরে ফিরে উদয় হতে লাগল যে, আজও খালি হাতে গিয়ে তাদেরকে কি বলবে? কোন্ ভাষায় তাদের সান্ত্বনার বাণী শুনাবে? কিভাবে আজ তাদের সামনে মুখ দেখাবে?

এসব চিন্তা করতে করতে হতাশার অথৈ সমুদ্রে হারিয়ে গেল সে। নিজকে প্রবোধ দেওয়ার মতো কোনো ভাষাই যে খুঁজে পাচ্ছে না। নিরাশা ও দুশ্চিন্তার কালো আধার চারদিক থেকে তাকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরেছে।

নিরাশার অন্ধকারে হঠাৎ একটু আলো জ্বলে উঠল। সে ভাবল-আরে আল্লাহ পাক তো মিথ্যে ওয়াদা করেন না। তিনি হয়তো আমাদের পরীক্ষা করছেন। অথবা এমনওতো হতে পারে যে, আমরা তার ইবাদত যেভাবে করা দরকার সেভাবে করতে পারিনি। যেভাবে তার নিকট চাওয়া দরকার সেভাবে চাইতে পারিনি। সুতরাং আজ আবার তার নিকট চেয়ে দেখি কি হয়।

একথা বলে লোকটি প্রথমে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে দু'রাকাত নামাজ পড়ল। তারপর অশ্রুসজল নয়নে দু'হাত উপরে তুলে মুনাজাত করে বলল

সূচিপত্র

'হে দ্বীন দুনিয়ার মালিক! তুমি হেদায়াতের অমূল্য টুপি আমার শিরে পরিধান করিয়েছো। ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে আমাকে ধন্য করেছ। হে দয়াময় বিশ্বপতি! ইসলাম ও আজকের জুম'আর দিনের পবিত্রতার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমাদের জন্য উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করে দাও। হে খোদা! আমি লজ্জিত। ভীষণ লজ্জিত। আজ খালি হাতে গিয়ে কিছুতেই তাদের সামনে মুখ দেখাতে পারবনা। হে আল্লাহ! তারা নও মুসলিম। আমার ভয় হচ্ছে-সীমাহীন কষ্টে পতিত হয়ে তারা আবার বিগড়ে না যায়। এভাবে দীর্ঘক্ষণ সে আল্লাহর জিকির ও মুনাজাতে মশগুল থাকল।

সে যখন করুণ কণ্ঠে অনুনয়-বিনয় করে দোয়া করছিল, ঠিক সেই সময় একজন অজ্ঞাত আগন্তুক এসে তার দরজার কড়া নাড়ল। স্ত্রী দরজা খুলে দেখল, এক সুদর্শন যুবক সোনালী রুমাল মুড়ে বিরাট আকৃতির এক রেকাবী হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

স্ত্রী বলল- কি ব্যাপার? কাকে চাচ্ছেন? যুবক অত্যন্ত নরম স্বরে বলল- এটা নিন। আপনার সাহেব বাড়ি এলে জানাবেন, এটা তার কাজের পারিশ্রমিক। এ বলে যুবক চলে গেল।

রেকাবীর উপর আচ্ছাদিত রুমালটি সরানোর পর স্ত্রী বিস্ময়ে থ' হয়ে গেল। সে দেখল, রেকাবীর মধ্যে হাজার স্বর্ণমুদ্রা স্তরে স্তরে সাজানো আছে। এমন সুন্দর মুদ্রা কখনো সে দেখেনি। হঠাৎ তার মনে হল -আমি স্বপ্ন দেখছি না তো! কারণ দু'তিন দিনের পরিশ্রমিক তো আর এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা হতে পারে না। তাহলে কি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা এগুলো উপহার হিসেবে পেয়েছি? আল্লাহ তা'আলা কি খুশি হয়ে আমাদের জীবন বাঁচানোর জন্য এগুলো দান করেছেন? সে যা-ই হোক, স্বামী আগে বাড়ি আসুক। তার পরেই সব কিছু বুঝা যাবে।

এ অপ্রত্যাশিত উপহার পেয়ে পরিবারের সকলেই আনন্দে আত্মহারা। মুহূর্তের মধ্যে তাদের অন্তরে বিপুল পুলক উঠল। সকলের মধ্যেই অনাবিল হাসি আর স্বস্তির নি:শ্বাস। অন্তরের নি:সীম আনন্দ যেন চারিদিকে উপচে পড়ছে।

www.smfoundationbd.com

পরিবারের সকলেই প্রচন্ড ক্ষুধায় অতিষ্ঠ। সুতরাং দেরী না করে নওমুসলিম মহিলাটি একটি মুদ্রা হাতে গুঁজে মহানন্দে ছুটে গেল এক মুদ্রা ব্যবসায়ীর দোকানে। দোকানী ছিল একজন খ্রিস্টান। এমন নিখুঁত কারুকার্যময় সুন্দর মুদ্রা দেখে তার চক্ষুতো চড়ক গাছ। সে মহিলাকে বলল-এটা পৃথিবীর কোনো মুদ্রা নয়। এটা অপার্থিব মুদ্রা। এমন সুন্দর মুদ্রা জীবনে কোনোদিন দেখিনি আমি। তুমি এ মুদ্রা পেয়েছ কোথায়?

জবাবে মহিলা সবকিছুই খুলে বলল। সে ইসলাম গ্রহণের পুরো কাহিনী শুনিয়ে দিল। মহিলার কথায় খ্রিস্টান দোকানী আবেগাপ্লুত হয়ে বলল - সত্যিই ইসলাম খাঁটি ধর্ম। এ কথা আমি আগেই জানতাম। তবে আজকে এর বাস্তব প্রমাণ পেলাম। সুতরাং আর বিলম্ব করে লাভ নেই। আমাকেও তোমাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে নাও। একথা বলে দোকানী সত্যি সত্যি মুসলমান হয়ে গেল। মুসলমান হওয়ার পর দোকানী নও মুসলিম মহিলার হাতে একটি স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রা (দিরহাম) দিয়ে বলল - এগুলো শেষ হলে আবার আমাকে জানাবে। মহিলা ঠিক আছে বলে আপন গৃহাভিমূখে যাত্রা করল।

আসার পথে মহিলাটি প্রয়োজনীয় সওদা ক্রয় করল। অত:পর বাড়িতে এসে সুস্বাদু খাবার রান্না করে বাচ্চাদেরকে খেতে দিল এবং অবশিষ্ট খাবার স্বামীকে নিয়ে একত্রে খাওয়ার জন্য তার অপেক্ষায় বসে রইল।

রাত্র ঘনিয়ে এসেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে চারিদিক নিমজ্জমান। উপরে নক্ষত্র শোভিত অনন্ত আকাশ যেন মুক্তাখচিত কালো মখমলের একটা বিরাট চাঁদোয়া। নও মুসলিম লোকটি মাগরিবের নামাজ আদায় করেছে বহু আগেই। এতক্ষণ সে ভক্তিভরে আল্লাহকে ডেকেছে। কায়মনোবাক্যে তার নিকট প্রার্থনা জানিয়েছে। এবার সে বাসায় ফিরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

লোকটি মসজিদ থেকে বের হয়ে ধীর পদে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল। ঘন গাছপালা ও লতাপাতার মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় তার মনে

হল এ তো পথ নয় - এ যেন অন্তহীন বন-বিথীকায় গাছপালার স্তুপে কোন সুনিপুণ শিল্পী রচিত বিরাট সুড়ঙ্গ বিশেষ। তার হাত আসলেই খালি ছিল। কিন্তু তার অন্তরে কেমন যেন এক অজানা আশা বার বার উঁকি দিয়ে উঠছে। তার এ আশা এক পর্যায়ে অবিচল বিশ্বাসে পরিণত হলো। কেবলই যেন মনে হতে লাগল, অসীম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা আজকে তাকে অপমানিত করবেন না। যে কোনো উপায়েই হোক, একটা ব্যবস্থা তিনি করবেনই। আর এ কয়দিন বোধ হয় তিনি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়েছেন।

এসব ভাবতে ভাবতে লোকটি এক পা, দু'পা করে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলছে। কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার। এভাবে কিছুদূর এগুনোর পর হঠাৎ কি মনে করে যেন মাটিতে রুমাল বিছিয়ে গভীর একাগ্রতার সাথে দু'রাকাত নামাজ আদায় করল। তারপর দীর্ঘ মুনাজাত শেষে একগাদা বালুমাটি রুমালে বেঁধে পুনরায় চলতে শুরু করল। বাড়ির সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। কি সুন্দর সুঘ্রাণে পুরো বাড়ি মৌ মৌ করছে। যেন অনেক সুস্বাদু খাবার এ বাড়িতে রান্না হয়েছে। সে আরেকটু অগ্রসর হয়ে দরজায় রুমালটি রেখে ভিতরে ঢুকে পড়ল। সে দেখল, অনাবিল হাসিতে স্ত্রীর মুখমন্ডল সমুজ্জল। একদিকে সুঘ্রাণ আর অপর দিকে স্ত্রীর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে এক অনির্বচনীয় আনন্দে তার অন্তর ভরে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত দুঃখ, ক্লেশ ধুয়ে মুছে কোথাও যেন উড়ে গেল। সে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল - এত সুন্দর সুঘ্রাণ কিসের?

স্ত্রী আনন্দের হাসি হেসে পুরো ঘটনা স্বামীকে জানাল। ঘটনার বিবরণ শুনে সে আর স্থির থাকতে পারেনি। তার অন্তর পরিণত হল মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার এক উত্তাল সমুদ্রে। সাথে সাথে মুখ থেকে মনের অজান্তেই বেরিয়ে এল - হে প্রভু! সত্যিই তুমি দয়াময়। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। এ বলে সে পরম ভক্তিতে সিজদাবনত হয়ে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল।

সিজদা থেকে মাথা উত্তোলনের পর স্ত্রী জিজ্ঞেস করল রুমালে করে কি নিয়ে এসেছেন? উত্তরে সে বলল - আরে সে কথা আর জানতে চেয়ো

না। এতটুকু বলেই সে বালিগুলো দূরে ফেলে দেওয়ার জন্য রুমালের বাধন খুলল। এবারতো তার আবার অবাক হওয়ার পালা। সে দেখল, সবগুলো বালিই আটাতে পরিণত হয়ে গেছে। সেখানে এককণা বালির চিহ্নও নেই। এ দৃশ্য দেখে তার ঠোঁটের কোণে আবারও দেখা দিল ঈষৎ হাসির রেখা। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল হৃদয়-মন।

বাস্তবিকই যারা আল্লাহর জন্য হয়ে যায় আল্লাহ পাকও তাদের জন্য হয়ে যান। তাদের সকল ব্যবস্থা আল্লাহ পাক নিজ কুদরতের দ্বারা করে দেন। তাই আমাদের উচিত আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্য সর্বদা চেষ্টা করা। আল্লাহ পাক আমাদের তাওফীক দিন। আমীন॥

আপনি লেখক বরাবর যেসব বিষয়ে চিঠি পাঠাতে পারেন

১। হৃদয় গলে সিরিজের মনোন্নয়নের ব্যাপারে আপনার সুচিন্তিত মতামত।

২। এর প্রচার প্রসারের জন্য আপনার তৎপরতার বিবরণ।

৩। নির্ভরযোগ্য সূত্রে আপনার জানা কিংবা নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া কোন আকর্ষণীয় শিক্ষামূলক ঘটনা।

৪। এ সিরিজের বইগুলো পাঠ করে আপনার অনুভূতির কথা। বিশেষ করে কোন্ কোন্ গল্প আপনার নিকট বেশী ভাল লেগেছে এবং কেন লেগেছে সেই কথা। তাছাড়া এসব গল্প আপনি কিংবা আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা প্রিয়জনদের জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৫। এ সিরিজ কি ১০ পর্যন্ত গিয়ে থেমে যাবে ? না আরো সামনে চলবে? যদি আপনার মত সামনে চলার পক্ষে হয় তাহলে (ক) সামনের বইগুলো কি পূর্বের বইগুলোর ন্যায় ঘটনা সম্বলিত হবে ? না অন্য কোন বিষয়ের উপর হবে? (খ) যদি অন্য কোন বিষয়ের উপর হয় তাহলে আপনার মতে সে বিষয়গুলো কি হতে পারে? আশা করি এ পর্যায়ে এসে বিভিন্ন বিষয় ও বইয়ের কিছু সম্ভাব্য নাম নির্বাচন করে পাঠাবেন। মনে রাখবেন, লেখক আপনার যে কোন মতামত অত্যন্ত গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করবেন। শুধু তাই নয়, আপনার ছোট-বড় যে কোন কথা বা মতামত নিয়ে বড় বড় মুরব্বীদের সাথে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

বিঃ দ্রঃ লেখকের ঠিকানা ১০নং পৃষ্ঠায় সূচীপত্রের নীচে দেখুন।

সূচিপত্র

কাহিনী ৯

প্রতিশোধ নেওয়া হলো না

বেলা দ্বি-প্রহর। অগ্নিগোলকের ন্যায় তেজোদীপ্ত সূর্যটি আজ যেন আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আদিগন্ত বিছিয়ে থাকা বালুতে যেন মুঠি মুঠি আগুন ছড়াচ্ছে। চারদিকে প্রচন্ড উত্তাপ। অসহ্য গরমে সকলেই অতিষ্ট। এরই মাঝে স্বর্গীয় স্নিগ্ধ শীতল পরশে বাইতুল্লাহর এক চিলতে ছায়ায় বসে বদরের নির্মম পরাজয়ের স্মৃতিচারণ করছিল সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া আর উমাইর ইবনে ওহাব।

সুফিয়ান ঃ দুঃখ-বেদনা আর অশান্তির কালো ছায়া অস্থির করে তুলছে এ জীবন। কিছুই ভাল লাগছে না আমার। আবুল হাকাম, উৎবা, শায়বার পর জীবন স্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

উমাইর ঃ সত্যিই বলছো বন্ধু! বদর যুদ্ধের রাক্ষুসী বিপর্যয় লীলা যেন দুমড়ে-মুচড়ে সব লন্ড-ভন্ড করে দিয়ে গেলো। বেদুইন বালাদের নির্মল হাসি, রাখাল বালকের ব্যাকুল বাঁশি-এখন আর মরুর বুকে স্বর্গীয় সুধার মুর্ছনা তুলে না।

সুফিয়ান ঃ প্রতিশোধ এর নিতেই হবে। এ নির্মম পরাজয় কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। আবুল হাকামের খুনের বদলা খুন দিয়েই নেবো। মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের কিছুতেই রেহাই দেবো না। জিঘাংসার একরাশ লকলকে শিখা যেন উথলে উঠলো তার অগ্নিবৎ চক্ষুদ্বয় থেকে।

উমাইর ঃ ঋণের বোঝা যদি আমাকে স্তব্ধ করে না দিত, অবুঝ সন্তানদের ভবিষ্যত চিন্তা যদি আমাকে ব্যতিব্যস্ত না করতো, তবে শপথ করে বলছি, আবু তালেবের ভাতিজার যুদ্ধের সাধ চিরতরে মিটিয়ে দিতাম।

সুফিয়ান ঃ সত্য বলছিস্? পারবি কি তুই মনের ঐকান্তিক আশা পূরণ করতে? পারবি কি মুহাম্মদকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতে?

www.smfoundationbd.com

উমাইর ঃ লাত ও মানাতের কসম। খুনের বদলা খুন নিয়ে তবে মক্কায় ফিরতাম। জানিস আমার নাম উমাইর। তপ্ত একরাশ উত্তেজনা উথলে পড়লো তার কণ্ঠ চিরে।

সুফিয়ান ঃ বেশ, তোর কোনো চিন্তা নেই। আমিই পরিশোধ করবো তোর ঋণের বোঝা। মানুষ করবো তোর সন্তানদের। রাজি আছিস? এই বাইতুল্লাকে, এই হোবলকে সামনে রেখে বললাম, একটুও নড়চড় হবেনা আমার কথা।

সুফিয়ানের কথা শুনে এক অসম্ভব হিংস্রতা ও বর্বর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে উমাইর। বলল "অবশ্যই রাজি"। তবে আমার এ প্রতিশ্রুতি অবশ্যই গোপন রাখবে। আজই তরবারী শান দিয়ে বিষ মেখে নিবো।

কয়েকদিন পর। উমাইর স্বপ্ন পূরণের এক বুক আশা নিয়ে ধীর পদে এগিয়ে চলছে। খাপে শানিত তরবারী। ইচ্ছে হলো, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তার অনুসারীদের সামনেই হত্যা করার। এরপর যা হবার হবে তাতে তার কিছু আসে যায় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবী নিয়ে বসা। বিভিন্ন উপদেশমূলক কথা শুনাচ্ছেন তিনি। অন্যান্যদের সাথে হযরত উমর (রাঃ)ও সেখানে উপস্থিত। এমন সময় দূরে দেখা গেল উমাইরকে। সে ধীরে ধীরে নবী হত্যার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর দৃষ্টিই প্রথম পড়লো উমায়েরের উপর। তিনি গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন উমায়েরের মতিগতি ভাল নয়। নিশ্চয়ই সে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসছে।

ওমর (রাঃ) দেরী করলেন না। এগিয়ে গেলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম -এর দিকে। বললেন - ইয়া রাসূলুল্লাহ! দুরাচার উমাইর এসেছে। খাপে তার শানিত তরবারী। ভাব-ভঙ্গিমা সন্দেহজনক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রাঃ) -এর কথায় মাথা মোবারক উপরে তুললেন। অনাবিল হাসিতে তার মুখমন্ডল তখন সমুজ্জ্বল। নির্মল সেই হাসি যেন ভোরের হাসনা হেনার মতোই সুবাস

ছড়াচ্ছিল। তিনি বললেন, ওকে আসতে দাও।

তলোয়ারের বাট শক্ত করে ধরে উমর (রাঃ) বললেন - এসো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমায় ডাকছেন। তারপর আশেপাশে উপস্থিত সাহাবীদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ফেললেন। চোখের ইশারায় বললেন- তোমরা দাঁড়িয়ে কেন? এসো আমাদের সাথে। লোকটা বড়ই দুর্বৃত্ত-দুরাচার। কখন কি করে বসে বলা মুশকিল। সতর্ক থেকো।

উমাইর ধীরপদে সামনে এগুতে লাগলো। কিছুদূর যেতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখতে পেলো। স্নিগ্ধ-মমতাভরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। বললেন, উমর! সে তো মেহমান। তাকে নির্বিঘ্নে আসতে দাও। এক আকাশ মমতা আর ভালবাসা তার কণ্ঠে। বিস্ময়কর কোমলতা তার হৃদ্যতার বাচন ভঙ্গিতে আকস্মাৎ যেন উমাইরের উত্তপ্ত দেহটি খরার দাবদাহ থেকে হীম শীতল ছায়ায় এসে পড়ল। এতটুকু ভালবাসা আর মমতার স্পর্শেই তার অন্তর জগতে সাধিত হল মহাপরিবর্তন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্গীয় হাসি মুখে রেখে আবার বললেন, উমাইর কেন এসেছো? আঙ্গুলি সঞ্চালন বন্ধ হওয়ার পরও বীণায় ছড়িয়ে থাকা গুঞ্জনের মতো গভীর মমতা ও মায়াময় কথাগুলো উমাইরের কানে বাজতে থাকে। কত মধুর, কত মিষ্টি সেই মায়াময় অকৃত্রিম কথামালা।

অধোমুখে বিনীত কণ্ঠে উমাইর বলল- যুদ্ধে বন্দী হওয়া ছেলেটিকে নিতে এসেছি। এতটুকু বলে চোখ তুলে তাকালো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মুখ পানে। দেখল ভোরের ফোটা শিউলির মতো একটা নীরব হাসি ছড়িয়ে আছে গোটা অবয়ব জুড়ে। মিটি মিটি হাসছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ঃ তবে তরবারী সাথে এনেছ কেন?

ঃ একাকী মরু ভ্রমণে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে।

ঃ উমাইর! মিথ্যে বলার চেষ্টা করো না । সত্যি করে বলো। কেন এসেছো?

এবার প্রচন্ড ভাবনা উমাইরের হৃদয়ে তুলপাল শুরু করল। কপাল কুঞ্চিত হলো। ভেড়ার জিভের ন্যায় কয়েকবার শুকনো জিভটা নড়লো। কিন্তু একটি কথাও ফুটলো না তার মুখ দিয়ে।

উমাইরকে নিশ্চুপ দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টি প্রসারিত করলেন দূরে, বহুদূরে - দিগন্তের নিলীমায়, যেখানে প্রকৃতি আলিঙ্গন করছে একে অপরকে। বললেন-

শোন উমাইর! কাবা গৃহের চত্বরে বসে সুফিয়ানের সাথে তুমি কি এ প্রতিজ্ঞা করনি যে, যে করেই হোক বদরের প্রতিশোধ নিবে। আর সেই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের জন্যই তুমি বিষ মাখা তরবারী নিয়ে এসেছো? (উল্লেখ্য যে উমাইরের দূরভিসন্ধির কথা আল্লাহ পাক হযরত জিব্রাঈল (আঃ) -এর মাধ্যমে আগেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানিয়ে দিয়েছিলেন)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য শুনে উমাইরের বুদ্ধি লোপ পাওয়ার উপক্রম। বিস্ময়ে চোখ দু'টো বড় হতে থাকে। ভাবে, কই সুফিয়ানের সাথে আলাপ কালে কেউ তো সেখানে ছিল না। কোনো কান তো শুনেনি আমার এ প্রতিশ্রুতি। তবে কি তিনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল? আসলেই কি তিনি সত্য নবী?

উমাইরের অন্তরে চিন্তার ঝড় বইছে। সেই চিন্তার ভাঁজে ভাঁজে হিংস্রতা ও শত্রুতার বাঁধনগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গোটা দেহ শিথিল হয়ে এলো। অন্তরের সব গলিপথগুলো আলোর বিচ্যুরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বসন্তের শান্ত স্নিগ্ধ হাওয়ায় কুসুম-কলির ন্যায় কেঁপে উঠল আপাদমস্তক। সে আর নিজকে ধরে রাখতে পারল না। সঁপে দিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদপ্রান্তে। বলল - হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সত্যের সন্ধান দিন। এতদিন আমি ভুলের মধ্যে ছিলাম। সত্যিই আপনি আল্লাহর নবী। এ ব্যাপারে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই আমার। আমি আলোর পিয়াসী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি " আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।"

www.smfoundationbd.com

রঙ্গিন ডানায় ঝিলমিলেয়ে সে যেনো উড়ে গেল এক টুকরো আলোর দিকে। পিছনে পড়ে রইল নিকষ কালো অন্ধকার, পুঞ্জিভূত গোমরাহী।

প্রিয় সুধী! এখানে একটি কথা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তা হলো - কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা ; কোনটা হক, কোনটা বাতেল - এ কথা ভাল করে জানা সত্ত্বেও যারা সত্য গ্রহণে প্রয়াসী হয় না, তাদেরকে আল্লাহ পাক কখনোই হেদায়েত দেন না। যেমন আবু জাহেল, আবু তালেব ভাল করেই জানতো যে, ইসলাম সত্য ধর্ম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রকৃত রাসূল। কিন্তু এ কথা জেনেও তারা নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে ইসলাম কবুল করতে আগ্রহী হয়নি। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে সঠিক পথ দেখান নি। হেদায়েত দেন নি। পক্ষান্তরে হযরত ওমর ও উমাইর (রাঃ) আপন ধর্মকে সত্য ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আনীত ধর্মকে মিথ্যাজ্ঞান করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যা করার জন্য শানিত তরবারী হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সত্যের পিয়াসী ছিলেন। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েতের মতো মহা দৌলত নসীব করেছেন। মোটকথা - হেদায়েত পেতে হলে তা চাইতে হবে। বারবার খোদার দরবারে হাত তুলে কায় মনোবাক্যে বলতে হবে, হে দয়াময় রাব্বুল আলামিন! তুমি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো। হেদায়েতের মতো মহা সম্পদ দান করো। তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহপাক আমাদেরকে গোমরাহীর বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে সীরাতে মুস্তাকীম তথা সোজা পথ-বেহেশতের পথ প্রদর্শন করবেন। হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে হেদায়েতের প্রত্যাশী।

[সহায়তায় ঃ # রিজালুন হাওলার রাসূল পৃঃ ৩৪২ # সুয়ারুম মিন হায়াতিস্ সাহাবা (১ম খন্ড) # কিসরার মুকুট পৃঃ ৪৫ # খাসায়েসুল কুবরা (১ম খন্ড) পৃঃ ৩৯৫-৩৯৬]

www.smfoundationbd.com

সূচিপত্র

কাহিনী ১০

খোদার কুদরত বুঝা বড় দায়

একটি জাহাজ। দ্রুতবেগে চলছে সম্মুখপানে। গন্তব্য বহুদূর। অনেক বনী-আদম এর যাত্রী। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ আছে, নারীও আছে। আছে শিশুও।

হঠাৎ সমুদ্রে ঝড় উঠল। জাহাজ ডুবে গেল। সলিল সমাধি হল সকলেরই। কেবল দু'জন ছাড়া। বেঁচে যাওয়া লোকদের একজন মহিলা। আরেকজন শিশু। সম্পর্কে মা ও ছেলে।

ছেলেটির বয়স খুবই অল্প। হয়ত ২/৩ দিন হবে। ঝড়ের প্রচন্ড আঘাতে জাহাজ টুকরো টুকরো হয়ে গেলে মা ছেলেকে জড়িয়ে কিছুক্ষণ সাঁতরালো। তারপর হঠাৎ সম্মুখে একটি তখতা ভাসতে দেখে তাতে চড়ে বসল।

উত্তাল সমুদ্র। ঢেউয়ের তালে তালে তখতাটি দুলছে। সেই সাথে লোক দু'টোও। মা ও শিশু উভয়ের অবস্থায়ই শোচনীয়। শিশুটি কাঁদছে। ভয় ও আতংকে তার চোখ দু'টো বিস্ফোরিত। বিশাল জলরাশির মাঝখানে তাদের সাহায্য করার কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া।

শিশুটি এখন মায়ের কোলে। তার ক্রন্দন ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। মা ছেলেকে আদর করছে, দুধ খাওয়াচ্ছে। কিন্তু কান্না বন্ধ হচ্ছে না। মা ভাবছে, আমার তো অনেক বয়স হয়েছে। আমি না হয় মরেই গেলাম।

www.smfoundationbd.com

কিন্তু আমার সন্তান? কি হবে আমার সন্তানের? পৃথিবীর চেহারা ভাল করে দেখতে না দেখতেই কি তার জীবনের ইতি ঘটবে? এই সমুদ্রের বিশাল জলরাশিতে সে কি হারিয়ে যাবে চিরদিনের মতো?

মা আর ভাবতে পারে না। সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তায় সে বারবার শিউরে উঠে। মনের অজান্তে বেরোতে থাকে গরম ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। অস্থিরতার কালো মেঘ ছেয়ে যায় তার সমস্ত হৃদয় আকাশে।

সময় বয়ে চলে আপন গতিতে। সেই সাথে মায়ের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাও বৃদ্ধি পাচ্ছে সমান তালে। প্রিয় সন্তানকে বাঁচাবার মতো কোনো উপায়ই সে খুঁজে পাচ্ছে না। পর্বতের ন্যায় ধেয়ে আসা বড় বড় ঢেউগুলো দেখে তার মনে হয়, এই বুঝি তাদের ভবলীলা চিরদিনের জন্য সাঙ্গ হয়ে যাবে।

কিন্তু না, সমুদ্রের ঝড় কিংবা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে তাদের মৃত্যু আসেনি। উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতিও হয়নি। হবেই বা কেমন করে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তো তাদেরকে এভাবে মারতে চান না। তিনি চান মাকে সেখানে স্বাভাবিক মৃত্যু দিয়ে ছোট্ট শিশুটিকে অকূল সমুদ্রে বাঁচিয়ে রেখে তার অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে। তিনি দেখাতে চান-আমি সকল শক্তির আঁধার। যা ইচ্ছে তাই করতে পারি আমি। আমি কাউকে বাঁচাতে চাইলে কেউ তাকে মারতে পারে না। আর মারতে চাইলে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে।

সময় যতই অতিবাহিত হচ্ছে দুশ্চিন্তা, অশান্তি ও অস্বস্তির প্রবল হাওয়ায় ভরে উঠছে স্নেহ পরায়ণ মায়ের হৃদয়-মন। কি করবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না সে। ঠিক এমন সময় আল্লাহ পাক হযরত আযরাঈল (আঃ) কে নির্দেশ দিয়ে বললেন-

আযরাঈল! যাও। অমুক মহিলার জান কবজ করে নিয়ে এসো।

মউতের ফিরিশতা হযরত আযরাঈল (আঃ)। সমস্ত প্রাণীর জান

www.smfoundationbd.com

তিনিই কবয করে থাকেন। আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে তিনি সমুদ্রে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, অথৈ সাগরে একটি ভাসমান তখতার উপর মহিলা তার সন্তানকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। এ দৃশ্য দেখে তাঁর মনে দু:খ হল। তিনি ভাবলেন, হায়! বাচ্চাটির এখন কি হবে? এতক্ষণ তো মায়ের কোল ছিল বাচ্চাটির আশ্রয়স্থল। কিন্তু এখন? এখন তো আর সে আশ্রয়টুকুও থাকল না। এখন কে তার দেখা-শুনা করবে? কে তাকে দুধ খাওয়াবে। এ অকূল সাগরে বাচ্চাটির অবস্থাই বা কি হবে? এসব কথা ভাবতে ভাবতে বাচ্চাটির জন্য এক বুক ব্যাথা নিয়ে মায়ের জান কবয করে তিনি চলে এলেন।

মায়ের মৃত্যুর সময় বাচ্চাটি তার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তিনি মরে যাওয়ার পরও সে বন্ধন শিথিল হয়নি। ফলে বাচ্চাটির কোনো ক্ষতি হয়নি। সে হয়ত মাকে জীবন্ত মনে করেই তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। আসলে এসব তো আল্লাহ তা'আলারই কুদরত।

সমুদ্র এখন অনেকটা শান্ত। হালকা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। বাতাসের আঘাতে তখতাটি ভাসতে ভাসতে এক সময় কিনারে এসে ভিড়ে। সমুদ্রের তীরে তখন এক ধোপা কাপড় ধৌত করছিল। হঠাৎ তখতার উপর একটি মৃত মহিলা ও তার বাচ্চাকে দেখে সে চমকে উঠে। সে একথা ভেবে ভীষণ আশ্চর্য হয় যে, কি করে এমন একটি দুধের শিশু সমুদ্রের মধ্যে সামান্য একটি কাঠের তখতায় ভেসে আসছে এবং সে জীবিতও রয়েছে অথচ তার মা ইন্তেকাল করেছে। বাচ্চাটির কোনো সাহায্যকারী নাই, খানা-পিনারও ব্যবস্থা নেই। আহা! বাচ্চাটি কতইনা সুন্দর!

যা হোক শেষ পর্যন্ত সে বাচ্চাটিকে তুলে নিল এবং আপন গোত্রের সর্দারের কাছে নিয়ে গেল। সর্দারের কোনো সন্তান ছিল না। সে বাচ্চাটি দেখে মুগ্ধ হলো। তাই পরম আনন্দে বাচ্চাটি গ্রহণ করল এবং তার লালন পালন করতে শুরু করে দিল।

বাচ্চাটির বয়স ৮/৯বছরে উপনীত হলে অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে সেও

www.smfoundationbd.com

মাঠে খেলা করতে যেত। সাথীদের মধ্যে সে-ই ছিল সবচেয়ে সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান। তার মায়াময় চেহারা সকল দর্শককেই আকর্ষণ করত।

একদিন সে মাঠে খেলা করছিল। এমন সময় হঠাৎ সে দেখল, বিশাল এক সৈন্যবাহিনী ধুলি ঝড় উড়িয়ে পার্শ্ববর্তী রাস্তা ধরে এগিয়ে চলছে। সৈন্যদের মধ্যে একজনের একটি চোখ অন্ধ ছিল। সে জানতো অন্ধত্ব দূরীকরণের জন্য সুরমা একটি উত্তম মহৌষধ। তাই সে যেখানেই যেত সেখানেই সুরমা তালাশ করত।

মাঠের পাশ দিয়ে ঐ অন্ধ সৈন্যটি অতিক্রম করার সময় একটি সুন্দর কৌটা দেখতে পেল। সে ঘোড়া থামিয়ে ডিবিটি হাতে নিয়ে দেখল, এটি সুরমার কৌটা। এতে সে সীমাহীন খুশি হলো।

সৈন্যটি কৌটা খুলে হাত দ্বারা চোখে সুরমা লাগাতে যাবে ঠিক এমন সময় ভাবল, এ সুরমায় তো ক্ষতিকর কিছুও থাকতে পারে। তাই নিজের চোখে লাগানোর পূর্বে পরীক্ষামূলক ভাবে অন্য একজনকে লাগাতে হবে। সমুদ্র থেকে বেঁচে আসা ঐ ফুটফুটে বাচ্চাটি তখন তার পাশেই দাঁড়ানো ছিল। সে বাচ্চাটির চোখে পরীক্ষামূলকভাবে সুরমা লাগানোর ইচ্ছা করল। যখনই সে একটু সুরমা নিয়ে বাচ্চাটির চোখে লাগাল, তখনই তার অন্তর চক্ষু খুলে গেল। দুনিয়ার সমস্ত বস্তু তার দৃষ্টি গোচর হতে লাগল। এমনকি জমিনের নীচে যত স্বর্ণ-রৌপ্য, হীরা-জহরত আছে তা-ও সে দেখতে পেল।

বাচ্চাটি ছিল খুব চালাক। তাই সে কাঁদতে কাঁদতে বলল-সুরমা লাগানোর কারণে চোখে মারাত্মক ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। চক্ষু জ্বলে যাচ্ছে। বাচ্চার কথা শুনে সিপাহী ভাবল, মনে হয় এটা আসল সুরমা নয়। এতে ভেজাল মিশ্রিত আছে । তাই সে সুরমার ডিবি ওখানে ফেলেই দ্রুত স্থান ত্যাগ করল।

ছেলেটি শুধু চালাকই ছিল না, মহাপ্রতারকও ছিল। সে চালাকী করে সিপাহীকে বিদায় করতে পেরে যারপর নাই খুশি হলো। তারপর কৌটাটি কুড়িয়ে নিয়ে সোজা বাড়িতে গিয়ে পিতার নিকট সবকিছু খুলে বলল।

www.smfoundationbd.com

পিতা বলল, বড়ই আনন্দের কথা শুনালে বাবা তুমি। তোমার কোনো ভয় নেই। আমার প্রচুর লোকবল আছে। আছে অসংখ্য গোড়া-গাঁধাও। তুমি চোখে সুরমা লাগিয়ে চল। যেখানেই স্বর্ণ-রৌপ্যের খাজানা দেখবে সেখানেই আমাদের বলবে। আমরা উঠিয়ে নেব।

সর্দারের কথা মতো কাজ চলল। এতে অল্পদিনেই সর্দার দেশের সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হলো। চারদিকে তার নাম-ধাম ও প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ল। এভাবে ১০/১২ বছর পর বাচ্চাটি যখন পূর্ণ যুবকে পরিণত হলো, তখন হঠাৎ একদিন সর্দার মৃত্যুবরণ করল। সুতরাং নিয়মানুযায়ী সে-ই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হলো। তাছাড়া নতুন নতুন মনি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রূপা আহরণতো অব্যাহত আছেই।

সর্দারের মৃত্যুর পর ছেলেটি অনেক বেপরোয়া হয়ে গেল। অহংকার ও দাম্ভিকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এমনকি এক পর্যায়ে তা চরম আকার ধারণ করল। ফলে দেশের বাদশাহকে পর্যন্ত সে পরোয়া করে চলত না। মাঝে মধ্যে বাদশাহের ফৌজদের সাথে তার লোকদের যুদ্ধ বাঁধত। তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনারা অধিকাংশ সময়ই বাদশাহের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে ফেলত। এভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এক যুদ্ধে তারা বাদশাহকে চূড়ান্তভাবে পরাভূত করে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। তারপর এক আড়ম্বড়পূর্ণ অনুষ্ঠানে তারা আপন সর্দারকে বাদশাহী সিংহাসনে আরোহণ করায়।

এককালের অসহায় বাচ্চা আজ রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার। সে এখন সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। তার যেমন টাকা পয়সা ও ধন-ঐশ্বর্যের অভাব নেই, তেমনি জনবলেরও কোনো কমতি নেই। তার কথায় এখন কোটি কোটি মানুষ উঠা-বসা করে। সকলেই তাকে সমীহ করে চলে। এতে তার অহংকারের মাত্রা আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। সে কাউকেই এখন হিসেব করে কথা বলে না। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন বোধ করে না। সে মনে করে, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার অর্থই হলো নিজেকে খাটো করা। সুতরাং আমি খাট হতে যাব কেন? আমার কি কোনো কিছুর অভাব আছে? যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারি আমি।

এই সেই বাচ্চা, এখন প্রতাপশালী বাদশাহ - তার নাম শাদ্দাদ। সে শুনেছে সৎকর্মশীল মুসলমানদেরকে নাকি আল্লাহ তায়ালা পরম শান্তির জায়গা জান্নাত দান করবেন। যেখানে অসংখ্য নাজ-নেয়ামত থাকবে। হুর-গেলমান থাকবে। থাকবে ভোগ বিলাসের যাবতীয় উপকরণ।

একথা শুনে সে ভাবল আমার তো কোনো কিছুর কমতি নেই। সোনা-রূপা, হীরা-জহরত, মনি-মাণিক্য সবই আছে আমার। সুতরাং আমাকে মুসলমান হয়ে তাদের খোদার প্রদত্ত জান্নাতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই জান্নাত বানিয়ে নেব। সেখানে সোনা, রূপায় নির্মিত বালাখানা থাকবে, ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুর থাকবে, গেলমান থাকবে, প্রবাহমান নহর থাকবে। মজাদার খানা-পিনা ও সুস্বাদু ফলমূলের ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে আনন্দ বিলাসের লোভনীয় উপকরণ।

বাদশাহ শাদ্দাদ একদিন সত্যি সত্যিই জান্নাত তৈরির কাজ শুরু করে দিল। এজন্য সে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত করল। সমগ্র পৃথিবী থেকে বাছাই করে নামকরা মিস্ত্রি ও ডিজাইনার আনল। খরচ মেটানোর জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার খুলে দিল। সে বলে দিল - তোমরা এ বেহেশতের মধ্যে এমন অসংখ্য বালাখানা তৈরি করবে যার একটি ইট হবে স্বর্ণের এবং অপরটি হবে রৌপ্যের। আরাম আয়েশের যাবতীয় উপকরণ জমা করার পাশাপাশি তোমরা এতে এমন একটি অত্যাধুনিক মার্কেট তৈরি করবে যার মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত জিনিস পাওয়া যাবে। দেশের অনিন্দ সুন্দরী কুমারী মেয়েদের কে লোভনীয় সাজে সজ্জিত করে প্রতিটি বালাখানায় রাখবে। খাদেম হিসেবে রাখবে মুক্তার ন্যায় ছোট ছোট ফুটফুটে বালকদেরকে। এমন সুগন্ধযুক্ত ফুলের গাছ দিয়ে বাগানগুলো পূর্ণ করবে যার ঘ্রাণে পুরো বেহেশত মৌ মৌ করতে থাকবে। মনে রাখবে, তোমরা যেদিন সকল কাজ সম্পন্ন করে আমাকে সংবাদ দিবে সেদিনই আমি আমার চিরকাঙ্খিত জান্নাতে বসবাসের জন্য যাব। এর আগে নয়।

বাদশাহের নির্দেশ মতো বহু বছর পরিশ্রমের ফলে জান্নাত নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হলো। এ সংবাদ বাদশাহকে জানানো হলে সে আনন্দে আপ্লুত হলো এবং কোন্ দিন জান্নাতে যাবে সে কথাও বলে দিল।

বাদশাহের আগমনের তারিখ জানতে পেরে পূর্ব নির্মিত জান্নাতকে

আরো নতুন সাজে সজ্জিত করা হলো। হুর-গেলমানদেরকে বিভূষিত করা হলো অপরূপ কারুকার্যময় সাজ-সজ্জায়। বাদশাহের সম্মানার্থে জান্নাতের প্রবেশ পথে নির্মিত হলো শাহী তোরণ। অনিন্দ্য সুন্দরী ষোড়শী যুবতীদের নির্ধারিত সময়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো বাদশাহকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। মোট কথা বাদশাহের আরাম-আনন্দ ও খুশির জন্য যত কিছুর প্রয়োজন সবই তারা করল।

জান্নাতে প্রবেশের নির্ধারিত সময় উপস্থিত। সকল প্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন। বাদশাহ শাহী পোষাকে সজ্জিত হয়ে সুন্দর সুদর্শন দ্রুতগামী ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে এখনই জান্নাতের গেইটে অবতরণ করবেন। নারী পুরুষ শিশু সকলে বাদশাহকে সাদরে গ্রহণের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছেন। সকলেই খামোশ। কেউ জোড়ে কোনো আওয়াজ করছে না। বাদশাহকে আন্তরিকভাবে বরণ করার জন্যই তাদের এই সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা।

উপস্থিত জনতাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দেখা গেল নতুন তৈরিকৃত রাজকীয় পোষাকে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে ধীরে ধীরে বাদশা গেইটের দিকে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বাদশাহ জান্নাতের প্রবেশ মুখে উপস্থিত হলেন।অত:পর তিনি যেই নামার জন্য একটি পা নীচে রাখলেন. ঠিক এমন সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত আযরাঈল (আঃ) কে নির্দেশ দিলেন - আযরাঈল! যাও, অহংকারী শাদ্দাদের জীবনের স্বাদ চিরতরে মিটিয়ে দাও। তাকে আমি অনেক সুযোগ দিয়েছি, ঢিল দিয়েছি। সে আমার দেওয়া সুযোগ-সুবিধা ও নেয়ামতের সদ্ব্যবহার তো করেই নি বরং উল্টো চরম দাম্ভিকতার পরিচয় দিয়েছে। সে আমার জান্নাতের কথা শুনে নিজেই জান্নাত বানিয়ে নিয়েছে। অথচ সে জানেনা যে, তার জান্নাতকে শতকোটি বার বিক্রি করলেও আমার জান্নাতের একটি ইটের মূল্য হবে না। সে এও জানে না যে, তার অহংকারকে চূর্ণ করে দিতে আমার এক মুহূর্ত সময়ও লাগবে না। আযরাঈল! দ্রুত তার জান কবয কর। বিশ্ববাসীকে একথা বুঝিয়ে দাও যে, আল্লাহ পাক না চাইলে তোমরা যা ইচ্ছে,তা কখনোই করতে পারবে না। আমি চাই এ ঘটনার মধ্য দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতি

www.smfoundationbd.com

বুঝুক যে, মহান আল্লাহর সাথে যারা পাল্লা দিয়ে কোনো কিছু করতে চায়, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এমনকি কখনো কখনো পরম কাঙ্খিত বস্তুটি তাদের পক্ষে ভোগ করা কিংবা দেখারও সুযোগ হয় না।

হযরত আযরাঈল (আঃ) নির্দেশ পালন করলেন। এক পা ঘোড়ার উপর থাকতেই তার জান কবজ করে নিলেন। তাকে এতটুকু ফুরসতও দেন নি যাতে যে সাধের বেহেশত খানা (!) এক নজর দেখে যেতে পারে। হায় আফসোস! এরই নাম দুনিয়া।

মওতের ফেরেশতা হযরত আযরাঈল (আঃ) একদা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন- হে আল্লাহ! আপনার নির্দেশে অমি মানুষের জান কবয করে থাকি। এতে আমার মোটেও মায়া-দয়া লাগে না। তবে দুটি মানুষের জান কবয করার সময় আমার খুবই মায়া লেগেছিল। তন্মধ্যে একজন হল ঐ মহিলা, যে জাহাজ ডুবে যাওয়ার পর আপন বাচ্চাকে নিয়ে একটি তখতার উপর ভাসছিল। আর তখনই আপনি তার জান কবয করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমার তখন বাচ্চাটির জন্য বড়ই দয়া লাগছিল যে, বাচ্চাটির অবস্থা এখন কি দাঁড়াবে? কে তাকে দুধ খাওয়াবে, দেখাশুনা করবে?

আর আরেকজন হল ঐ বাদশাহ, যে দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত সাধনা করে একটি মনোরম বেহেশত বানিয়েছিল। অত:পর সে যখনই ঐ বেহেশতে প্রবেশ করতে গেল, ঠিক তখনই আমাকে আপনি তার জান কবয করার নির্দেশ দিলেন। আমার নিকট তখন বড়ই খারাপ লাগছিল এজন্য যে, সে তার নির্মিত বেহেশতটিকে একটি বারের জন্যও দেখে যেতে পারল না।

আল্লাহ তা'আলা তখন বললেন-আযরাইল যে বাদশাহের জন্য তোমার দয়া হল,যার জন্য তুমি আফসোস করেছো, সে তো ঐ বাচ্চা, সমুদ্রের মাঝে যার মায়ের জান আনতে গিয়ে তোমার মায়া লেগেছিল। আযরাঈল! তুমি জান না যে, বাচ্চাটি বড় হয়ে আমার নাফরমানি করেছে, অহংকার করেছে, আমার হুকুমের বিরোধিতা করেছে। তাই আমি তার নিজের তৈরিকৃত জান্নাতের মধ্যে পা রাখারও সুযোগ দেই নি। বরং তার মধ্যে প্রবেশের পূর্বেই তাকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

www.smfoundationbd.com

প্রিয় সুধী! আলোচ্য ঘটনায় একদিকে যেমন মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, ঠিক তেমনি এর দ্বারা একথাও বুঝা গিয়েছে যে, আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে তার অবাধ্যাচরণ করলে এর পরিণতিও অত্যন্ত খারাপ হয়। সুতরাং আমরা যারা আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতের মাঝে ডুবে থেকেও অহরহ তার নাফরমানি করে চলছি, তার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করছি, নামাজ ছাড়ছি, ঘুষ-খাচ্ছি, সুদের লেন-দেন করছি, সুন্নতী জিন্দেগী বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে জীবন যাপন করছি, কথায় কথায় মিথ্যে বলছি, অধীনস্থ মেয়েদেরকে বেপর্দায় রাখছি, দাড়ি কামিয়ে পরিস্কার করছি, গরিব-মিসকীন ও অধীনস্থ চাকর-নওকরদের সাথে পশুর মতো আচরণ করছি, মুসলমান হয়েও মুসলমানিত্ব শেখা থেকে দূরে থাকছি, আলেম ওলামাদের গালি দিচ্ছি, আপন স্বার্থ রক্ষার জন্য ভাল-মন্দ সবই করছি, এমনকি অন্যকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হচ্ছি না - আমাদের কি এখনও ফিরে আসার সময় হয়নি? দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে একদিন আমাকে চলে যেতে হবে, সকল বাদশাহের বাদশাহ আল্লাহ পাকের সামনে দন্ডায়মান হয়ে আমাকে গোটা জীবনের হিসাব দিতে হবে, একথা ভাবার, চিন্তা করার এবং সেই অনুযায়ী জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার সময় কি এখনো হয়নি? যদি হয়েছে বলে মনে করেন এবং সাথে সাথে এ চিন্তাও করেন যে, বিগত জীবন থেকে বেরিয়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাদের জন্য আমার পরামর্শ হলো - আপনি আজই কোনো হক্কানী আলেমের সাথে পরামর্শ করে কোনো আল্লাহর ওলীর হাতে হাত রেখে বাইয়াত হোন। তারপর নিজ জীবনের আদ্যপান্ত তাঁর নিকট খুলে বর্ণনা করে জিজ্ঞেস করুন।-হুজুর! এখন আমি কি করব?

তখন আপনার পীর আপনাকে যেভাবে চলতে বলবেন, আপনি অন্য কোনো চিন্তা না করে চোখ বুজে তার কথাগুলো মানতে থাকুন। দেখবেন অল্প দিনেই আপনার জীবনে পরিবর্তনের ছোঁয়া এসে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে ইনশাআল্লাহ আপনি ধীরে ধীরে এমন এক প্রশান্তিময় জীবন লাভ করবেন, যা অনুভব করা যায়, অন্যকে বুঝানো যায় না।

প্রিয়া ভাইগণ! যদি আমার হৃদয় থেকে উৎসারিত এ কথা কয়টি আপনাদের মনে সামান্যতম দাগ কাটতে সক্ষম হয় এবং আপনারা সে অনুযায়ী চলতে শুরু করেন তাহলে আমি অধম এক একটি নাজাতের অসিলা মনে করব। হে করুণাময়! তুমি আমাদের কবুল কর।*

www.smfoundationbd.com

পাঠকের মতামত

◆ বই পড়া ও সংগ্রহ করা আমার নেশা। বিশেষ করে ইসলামি বই। স্কুল জীবন থেকেই আমি ইসলামি বই পড়তে শুরু করি। কর্মজীবনে এসেও বই পড়া ও সংগ্রহ করার আগ্রহ মোটেও কমেনি। বরং তুলনামূলক বেড়েছে। বর্তমানে "মদিনার আলো" নামে আমার একটি পাঠাগার রয়েছে এতে কয়েক'শ ইসলামি বই আছে। তার মধ্যে প্রথম স্থান দখল করে নিয়েছে "হৃদয় গলে" সিরিজের বইসমূহ। ১ - ৪ খন্ড পর্যন্ত পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। যে গল্পে হৃদয় গলে বইয়ের নামটি যতটা না আকর্ষণীয় তার চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় প্রতিটি গল্প। সত্যিই যদি কোনো পাষন্ড পামরও মনোযোগ সহকারে গল্পগুলো পড়ে আমার বিশ্বাস তার হৃদয়ও বরফের ন্যায় গলে যাবে এবং তার হৃদয় আলোকিত হবে হেদায়াতের আলোক ছটায়। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং লেখকের জন্য দোয়া করি। তিনি যেন সুস্থ থেকে আমরণ কলমী জেহাদ চালিয়ে যেতে পারেন।

মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
ইক্‌রা রওযাতুল আতফাফ স্কুল ও মাদ্রাসা
ঝাউতলা, কমিল্লা।

◆ আমি একজন স্কুলের ছাত্রী। লেখাপড়া ছাড়া আমরা অন্য কোনো কাজ নেই। পাঠ্য বই পড়ার সাথে সাথে নভেল বই পড়ারও অভ্যাস আছে। কিন্তু ইসলামি বই পড়তে তেমন অভ্যস্থ নই আমি। একদিন আমি বান্ধবী ডলি ও লিপিকে নিয়ে নরসিংদী সদরে আসি। ইচ্ছা ছিল অন্যান্য আসবাবের সাথে কিছু উপন্যাসও ক্রয় করব। লাইব্রেরীতে গেলাম।হঠাৎ দেখি লাইব্রেরীর এক স্থানে যে গল্পে হৃদয় গলে নামক কতগুলো বই সাজানো। বইয়ের নামটা আমাকে দারুনভাবে আকৃষ্ট করে। তাই সেখান থেকে একটি বই ক্রয় করি। লাইব্রেরীর মালিক বইটির খুব প্রশংসা করল। আমি মালিককে বললাম, যদি বইটা ভাল লাগে তাহলে সবগুলি খন্ড ক্রয় করব। বাড়িতে এসে বইটি পড়তে শুরু করার পর একটি গল্প শেষ না হতেই আর একটি গল্প পড়ার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। এক নি:শ্বাসে বইটি শেষ করে ফেলি। সত্যিই প্রতিটি গল্পের মধ্যে যেন যাদু মাখা আছে। প্রতিটি গল্পই তার নামের সাথে পূর্ণ মিল রয়েছে। এখন সবগুলো খন্ডই আমার কাছে সংগৃহীত আছে। পাড়ার অনেক মহিলারা আমার কাছ থেকে এই বইটি নিয়ে পড়ে। পরিশেষে, সম্মানিত লেখকের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, তিনি যেন এ ধরনের বই সমাজকে আরো বেশি পরিমাণে উপহার দিয়ে উপকৃত করেন।

খাদিজা আক্তার (রিতা)
চান্দের পাড়া
মহিষাশুরা, নরসিংদী।

www.smfoundationbd.com

◆ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কারণ আজ সমগ্র পৃথিবী ছুয়ে গেছে অন্ধকারে। গোটা মুসলিম জাতি অশান্তির অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। বিশ্ব মুসলিম জাতি আজ অন্যায় অবিচার জুলুম ও নির্যাতনের হিংস্র থাবায় জর্জরিত। চর্তুদিক অপসংস্কৃতিতে ছুয়ে গেছে। এ মুহূর্তে নব্য জাহিলিয়াতের নিকষ কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত হাজারো বিকৃত অশ্লীল ম্যাগাজিনের প্রভাবে যুব সমাজ যখন পথভ্রষ্ট ঠিক তখনই সমাজে মানুষকে সত্যের সন্ধান দিতে এগিয়ে এলো আপনার লিখিত প্রতিটি খন্ড। সপ্তাহের তা'লীমে যখন আপনার সেই অমূল্য উপদেশ মূলক ঘটনাগুলো পড়ে শুনাই তখন উপস্থিত সকলের দু'চোখে বয়ে যায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে অশ্রুধারা। আপনার বইখানা পাঠ করে একদিকে যেমন আমি উপকৃত হয়েছি ঠিক তেমনি আমার শ্রোতাদের অন্তর হেদায়েতের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। সুপ্রিয় লেখক! আপনার বইটি পাঠ করার সময় আমার মনে হয়েছিল শত সহস্র বার অভিনন্দন জানালেও এর হক আদায় হবে না। কেননা সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে এত সুন্দর, মূল্যবান ও উপদেশমূলক বই আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি। আপনার বইখানা আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে এবং সৎ পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আপনার প্রতিটি খন্ড শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। আশা করি আপনি এ জাতীয় গল্পের বই আরও লিখবেন। পরিশেষে দু'আ করি, আপনার জীবন হোক রজনীগন্ধার মতো যার সুঘ্রাণ সুপ্ত জনপদ ও নিথর নিস্তব্দ রজনীকে করে সুভাসিত ও বিমোহিত। -০০---- আপনার জীবন হোক সকাল বেলার রবির ন্যায়, যার উদয়নে উদ্ভাসিত হয় সমগ্র ধরণী, রচিত হয় হাজারো উত্থান পতনের ইতিহাস।

আমাতুল্লাহ মরিয়া আক্তার নাজমা
বেগুনাই (পীর সাহেবের বাড়ী)
লাখাই, হবিগঞ্জ।

◆ আমি আপনার বই গুলি পড়ে অনেক উপকৃত হয়েছি এবং অনেক আনন্দিত হয়েছি। একটি গল্প পড়েই অন্য একটি গল্প পড়ার জন্য মন ব্যকুল হয়ে উঠেছে। শুধু তা-ই নয় এ বইটি আমাকে ইসলামি বই পড়ার জন্য আগ্রহ জন্মিয়েছে। 'যে গল্পে হৃদয় গলে' বইটি দেখতে যেমন পড়তেও তেমন। প্রতিটি গল্পের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় লুকিয়ে রয়েছে। তাই আমি বইগুলি নিজে পড়েছি এবং নিজের গ্রামে বিতরণ করেছি এবং যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় প্রায় ৫০ কপির উপরে বই প্রচার করেছি এবং আরও ১৫০ কপি বইয়ের অর্ডার দিয়েছি। তাছাড়া ভবিষ্যতেও অনেক বই নেওয়ার ইচ্ছা রাখছি। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমীন॥

মোঃ কামাল উদ্দিন (জামাল)
দারুল উলূম যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা
ঢাকা।

www.smfoundationbd.com

♦ .... 'যে গল্পে হৃদয় গলে' সত্যিই তুমি পরশ পাথর। তোমার পরশে শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য কিশোর-কিশোরী আজ আলোর পথে এসে নিজেদের জীবনকে ধন্য করছে। তুমি আমার প্রাণের স্পন্দন। বর্তমানে নগ্ন, অশ্লীল ছায়াছবি ও নোংরা ম্যাগাজিনের ছড়াছড়ির মধ্যে তুমি এমন এক বই যার মাধ্যমে আমরা জীবন চলার পাথেয় খুঁজে পাই। আর কোনো বই আমার অন্তরে এতটুকু স্থান লাভ করতে পারেনি যতটুকু তুমি পেরেছ। যে গল্পে হৃদয় গলে এমন একটি বই যা একবার পড়লেই অতি সহজে মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়। এদেশের যত কিশোর কিশোরী আছে এবং একবার যে গল্পে হৃদয় গলে পড়ে নিয়েছে আশা করি তারা কোনদিন এর কথা ভুলে যাবে না। এই বই শুধু আমার নয়, হাজার হাজার পাঠক পাঠিকার হৃদয় দখল করে আছে।

অবশেষে মহান প্রভূর নিকট দোয়া করে বলি, যে গল্পে হৃদয় গলে তুমি বেঁচে থাক হাজার বছর।

নুসরাত জাহান রোকেয়া
আড়াই সিধা
আশুগঞ্জ, বি. বাড়ীয়া।

♦ আমি একজন ছাত্র। কলেজে লেখাপড়া করি। আমি মুসলমান ঠিকই কিন্তু মুসলমানের কোন কাজই আমার মধ্যে ছিল না। আমার আশা ছিল আমার বোন হালিমা আক্তার সাদিয়াও একদিন আমার মতো কলেজে পড়বে। আমি যখন নরসিংদী সরকারী কলেজে পড়ি তখন আমার এক মাদ্রসার বন্ধু আমাকে 'যে গল্পে হৃদয় গলে' (১ম ও ২য় খন্ড) উপহার দেয়। আমি প্রথমে তা পড়তে অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম। তারপর তার অনুরোধে একটি গল্প পড়ি। গল্পটি পড়ার পর আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আমার মনে ইচ্ছা হল আরও গল্প পড়তে। তারপর আমি সবকয়টি গল্প পড়লাম এবং সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার ছোট বোন হালিমা আক্তার সাদিয়াকে মাদ্রাসাকে ভর্তি করে দিলাম। আল্লাহ তা'আলা লেখককে দীর্ঘ হায়াত দান করুন এবং তার এ মেহনতকে অব্যাহত রাখার তাওফীক দিন। আমীন॥

মোঃ হারুন অর রশীদ
গ্রাম-আমলাব, পোঃ ও থানা-বেলাব
জেলা-নরসিংদী।

www.smfoundationbd.com

◆ সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি, আর ইতিহাস জাতির দর্পণ। দর্পণের আলোতে জাতি আত্ম পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করে। ভবিষ্যতে চলার পথের সন্ধান পায়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উপন্যাস সমাজের যে প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে তা জাতিকে তার নিগুঢ়তর পরিচয় লাভে সাহায্য করে। উপন্যাস যেমন সমাজের প্রতিকৃতি অংকন করে। তেমনি "হৃদয় গলে" সিরিজও সামজের প্রতিকৃতি অংকন করতে সক্ষম হবে আশা করি। কেননা রচিত পুস্তিকাগুলো এমনই মনোমুগ্ধকর, যে ব্যক্তি গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করেছে তার আগ্রহ উদ্দিপনা বর্ধিত হয়েছে। বইটি অধ্যয়ন আরম্ভ করলে পানাহারের কথা মনে থাকে না। একবার আমার পিতা মাওলানা আব্দুল মালেক যিনি উজানী জামেয়া ইব্রাহীমিয়ার সম্মানিত ওস্তাদ, তিনি বইটি পাঠ আরম্ভ করলেন আমার সম্মানিত মাতা তাঁকে খাবারের প্রতি আহবান করলেন, কিন্তু তাঁর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি পাঠ করেই যাচ্ছেন। পরিশেষে আমার মাতা কিছুটা রাগত স্বরেই বললেন, বই পড়ার জন্য খাওয়া দাওয়া কি ছেড়ে দিবেন? জবাবে আব্বাজান বললেন, তুমি বুঝবে না এতে কি আছে। বইটি এতই সুন্দর যে, তা আমার অন্তরকে গলিয়ে দিয়েছে এবং বই পড়ার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার বিশ্বাস এই বই দ্বারা পাঠক মহলের আগ্রহ ও চারিত্রিক অবকাঠামো পুত: পবিত্র হবে ইনশাআল্লাহ॥

মোঃ নাইমুল হাসান
প্রযত্নে : মাওঃ আঃ মালেক (দা: বা:)
গ্রাম- বাসাইল, পোঃ- নরসিংদী-১৬০০
থানা ও জেলা-নরসিংদী।

◆ বাদ সালামে মাসনূন আরজ এই যে, আমি রাজধানী ঢাকার গুলশান এলাকাধীন আল মাদ্রাসাতু মুঈনুল ইসলাম নামক মাদ্রাসার হিদায়াতুন্নাহু জামাতের একজন কিশোর। আমি বাল্যকাল থেকেই ইসলামি পুস্তকাদী ও মাসিক পত্র-পত্রিকা পড়তে অভ্যস্ত। এযাবৎ আমার পছন্দনীয় বইয়ের মধ্যে আপনার লিখিত 'যে গল্পে হৃদয় গলে' বইটি অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। আপনার বইয়ের নামকরণের সাথে গল্পের সুন্দর মিল রয়েছে। কেননা আপনার প্রতিটি গল্প আমার অন্তরকে প্রফুল্লিত করে তুলেছে। আশা করি আপনি এই বইয়ের খন্ড বের করার ধারাবাহিকতা অবশ্যই অব্যাহত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

আল্লাহ ছোবহানাহু তা'আলা আপনার এই বইয়ের মাধ্যমে বিশ্বের মুসলমানদেরকে সফলকাম করুক এবং লেখকের এই অত্যধিক পরিশ্রমকে কবুল করুন। আমীন॥

এইচ,এম, বিলাল বিন আখতার কাশিয়ানী
আল মাদ্রাসাতু মুঈনুল ইসলাম,
মাদ্রাসা নগর,
গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

www.smfoundationbd.com

♦ আমি একজন কওমী মাদ্রাসার ছাত্র। ছোটবেলা থেকেই আমার বই পড়ার অভ্যাস, তবে আমার জীবনে যতগুলো বই পড়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছে আপনার লিখিত 'যে গল্পে হৃদয় গলে' সিরিজের বইগুলো। শুধু আমার নয়, আমার যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন এবং প্রিয় মানুষ এই বইগুলো পড়েছে তারা সবাই এই বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তারা আমাকে বলেছে, হৃদয় গলে সিরিজের যতগুলো বই বের হবে তাদেরকে যেন সংগ্রহ করে দেই। তাই আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনার এই প্রচেষ্টাটুকু কবুল করেন এবং তা দ্বারা সমস্ত মুসলীম উপকৃত হন। আমীন ॥

মোঃ ফাইজুল ইসলাম
বুল্লা, মাধবপুর
হবিগঞ্জ।

♦ আমার কাছে বই পড়াটা তেমন ভাল লাগেনা। কিন্তু একদিন আমার বন্ধু আবুল হায়াত জরিন আপনার 'যে গল্পে হৃদয় গলে' একটি বই উপহার দিল। আমি বইটি খুলে পড়তে শুরু করলাম। একটি ঘটনা পড়ার পরে পুরো বইটি পড়তে আমার হৃদয়ে আগ্রহ জাগল। দেরি না করে এক বসায় পুরুটা বই পড়ে নিলাম। তারপর আরও ৫ খন্ড সংগ্রহ করে পড়ে নিলাম। খুব চমৎকার লাগল প্রত্যেকটা বইয়ের ঘটনা। আমার মনে হয় বইটির প্রত্যেকটা ঘটনা মানব জাতির হৃদয়ে আছর করবে।

মাওলানা মুফীজুল ইসলামকে অনুরোধ করছি তিনি যেন আরও অনেকগুলি বই লিখেন। আমরা আশায় রইলাম।

ফুলের মতো ফুল হয়
গোলাপের মতো নয়।
বইয়ের মতো বই হয়
যে গল্পে হৃদয় গলে এগুলোর মতো নয়॥

মোঃ মমিনুর রহমান (শেহাব)
দ: পৈরতলা খাঁ বাড়ী মসজিদ
বি, বাড়ীয়া।

www.smfoundationbd.com

সূচিপত্র

◆ বর্তমানে সারা বিশ্বে অনৈসলামিক কার্যলাপের প্রচার প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের ঈমান নিয়ে চলা কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় আপনি বাতিল প্রতিরোধে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে লেখার জগতে পা বাড়ালেন। ফলে জাতি আজ একটি অত্যাধুনিক ইসলামিক বই উপহার হিসেবে পেল। সত্যিই আপনার বইগুলো পড়ে আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা সত্যিকারার্থে একটি ইসলামি ও চরিত্রগঠনমূলক বই।

প্রিয় পাঠক / পাঠিকা! আমি মনে করি প্রত্যেক নারী/ পুরুষ যারা ইসলামি আদর্শ নিয়ে জীবন যাপন করতে চান তারা যদি লেখকের এই বইগুলো পড়েন তবে হেদায়েতের আলোকে আপনাদের হৃদয় উদ্ভাসিত হবে ইন্‌শাআল্লাহ। তাই সকলের নিকট আমার অনুরোধ যদি লেখকের বই পড়ে সত্যিই আপনারা উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে অন্যদেরকে পড়তে এবং সংগ্রহ করতে উৎসাহ দিন। এতে আপনারা অনেক ছাওয়াবের ভাগী হবেন।

মুফতি মোঃ হাবিবুর রহমান (আমিনী)
মুহাদ্দেস, জামেয়া মাদানিয়া দ: খান ঢাকা
ইমাম ও খতীব নদ্দাপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ,
দ:খান, উত্তরা, ঢাকা।

◆ আমি একজন তালেবে এলেম। কিন্তু লেখা-পড়ার দিকে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। একদিন আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদজী বললেন, তোমরা তোমাদের মূল্যবান সময় অযথা নষ্ট করিওনা। যদি কিতাব পড়তে ভাল না লাগে তবে আকাবেরিনদের বিভিন্ন কাহিনীর বই এনে পড়। এতে পড়ার মধ্যে মন বসাতে সহজ হবে। তার পরপরই আমি বই আনার জন্য লাইব্রেরীতে গিয়ে কয়েকটি বই হাতে নিলাম। ইতিমধ্যে আপনার সংকলিত 'যে গল্পে অশ্রু ঝরে' বইটি আমার চোখের সামনে পড়ার সাথে সাথে উহা হাতে নিয়ে পড়তে লাগলাম কিন্তু এই বইটি আমাকে ছাড়তে ছিল না। এত সুন্দর মজার গল্প যা আমি পূর্ব থেকেই খুঁজছিলাম, তা আজ চোখের সামনে পেয়ে খুশিতে বাগবাগ হয়ে গেলাম। তারপর একই সাথে সিরিজের সব গুলো বই নিয়ে এলাম। আমার কাছে বইগুলি খুবই পছন্দনীয়। এই বইগুলো থেকে আমি এলমিয়ত এবং আমালিয়ত সম্পর্কে বহু কিছু জানতে পেরেছি যা ইতিপূর্বে আমার জানা ছিল না। তাই লেখকের প্রতি আমার বিশেষ আবেদন আপনি তাড়াতাড়ি তার পরের সিরিজগুলো বের করে আমাদের মনকে সান্ত্বনা দিন।

মোঃ মাশুকুর রহমান
বিটঘর, নবীনগর
বি. বাড়ীয়া।

www.smfoundationbd.com

আপনাদের সংগ্রহে রাখার মতো লেখকের বই সমূহ

বইগুলো নিজে পড়ুন। সংগ্রহে রাখুন। প্রিয়জনকে উপহার দিন। ভাল লাগলে অপরকেও পড়তে এবং সংগ্রহে রাখতে উৎসাহিত করুন।

ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.smfoundationbd.com